পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 249 Sunday, 9 August 2026 ✻ ৩১ বর্ষ, ২৪৯ সংখ্যা ✻ ২৩ শ্রাবণ ১৪৩৩, রবিবার, ৯ আগস্ট, ২০২৬ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

আর জি কর-কাণ্ডে নতুন তদন্ত

রাজ্য স্বাস্থ্যদপ্তরের নজরে হাসপাতালের ‘সমস্ত গাফিলতি’

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৮ আগস্ট ঃ আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় এবার পৃথক তদন্তে নামছে রাজ্যের স্বাস্থ্যদপ্তর। হাই কোর্টের নির্দেশে মামলার তদন্ত করছে সিবিআই। তবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তদন্ত নিয়ে মৃত চিকিৎসকের বাবা-মা একাধিকবার প্রশ্ন তুলেছেন। এই পরিস্থিতিতে ঘটনার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখতে স্বাস্থ্যদপ্তরের তরফে আলাদা তদন্তের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শনিবার স্বাস্থ্যদপ্তরে সাংবাদিক বৈঠকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। তিনি জানান, ঘটনার দিন রাতে ঘটনাস্থলে কারা গিয়েছিলেন এবং ঘটনার আগে ও পরে কারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের তলব করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। পাশাপাশি আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে ওই তরুণী চিকিৎসকের সঙ্গে কর্মরত অধ্যাপকদের সঙ্গেও কথা বলবেন তদন্তকারীরা। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, তদন্তের মাধ্যমে যে তথ্য ও বিষয়গুলি উঠে আসবে, তার ভিত্তিতে একটি রিপোর্ট তৈরি করে রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তাঁর দাবি, রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর স্তিমিত হয়ে থাকা তদন্তের বিষয়গুলি নতুন করে খতিয়ে দেখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে এবার স্বাস্থ্যদপ্তরের পক্ষ থেকে পৃথক তদন্ত শুরু হচ্ছে। এই তদন্তে হাসপাতালের প্রশাসনিক ও পরিকাঠামোগত ত্রুটির বিষয়টিও গুরুত্ব পাবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে কোথায় কোথায় বিভাগীয় ঘাটতি ছিল, সেই ঘাটতি কেন তৈরি হয়েছিল এবং তার পিছনে কী কারণ ছিল-তা খতিয়ে দেখা হবে। ঘটনার পর থেকেই আর জি কর হাসপাতালের পরিকাঠামো, প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং একাধিক অনিয়ম নিয়ে নানা অভিযোগ সামনে এসেছিল। এমনকী, তরুণী চিকিৎসক হাসপাতালের কিছু অনিয়ম বা স্বাস্থ্যব্যবস্থার ‘অন্ধকার দিক’ সম্পর্কে অবগত হয়ে পড়েছিলেন এবং সেই কারণেই তাঁকে খুন করা হয়েছিল-এমন অভিযোগও বিভিন্ন মহল থেকে উঠেছিল। যদিও এই অভিযোগগুলির সত্যতা তদন্তের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, হাসপাতালের ঘটনার পর বিভিন্ন ত্রুটি বা অভিযোগ কীভাবে সামাল দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল এবং সেই প্রক্রিয়ায় কারা যুক্ত ছিলেন, তাও নতুন তদন্তের আওতায় আনা হবে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রয়োজন অনুযায়ী জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলেও জানান তিনি।

টোটো চালানো নিয়ে বড় পদক্ষেপ, চলে গেল চিঠি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ আগস্টঃ টোটোর উপাতে রীতিমতো নাজেহাল বাস চালকরা। শুধু বাস চালক নয়, একই সঙ্গে বড় গাড়িরাও ব্যাপক অসুবিধায় পড়ে। এই নিয়ে একটা সময় ছিল, বাস চালকরা প্রতিবাদে বাস বন্ধ করে রেখেছিলেন। আর এবার জাতীয় ও রাজ্য সড়কে টোটো চলাচল বন্ধে রাজ্য পুলিশকে কড়া হতে ডিজিকে চিঠি পরিবহন দফতরের। মূলত, নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সপ্তাহখানেক আগে। এবার সেই নির্দেশ বাস্তবায়নের রাজ্য পুলিশকে কড়া হতে বলল পরিবহন দফতর। গত ৭ আগস্ট রাজ্য পুলিশের ডিজিকে চিঠি দিয়েছেন পরিবহন দফতরের প্রধান সচিব রবিইন্দর সিং। জাতীয় সড়ক, রাজ্য সড়ক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সড়কে অনুমোদনহীন ই-রিকশা বা টোটোর চলাচল বন্ধ করতে পুলিশকে কড়া নির্দেশ দিল রাজ্য পরিবহন দফতর। সংশ্লিষ্ট চিঠিতে বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রকের জি.এস.আর.৭০৯(ই) নির্দেশিকা অনুযায়ী ই-রিকশা মূলত ‘লাস্ট-মাইল কানেক্টিভিটি’র জন্য নির্ধারিত। রাজ্য সরকারের ২০১৬ সালের নির্দেশ অনুযায়ীও নির্দিষ্ট স্থানীয় রাস্তা ছাড়া জাতীয় সড়ক, রাজ্য সড়ক ও অন্যান্য প্রধান সড়কে টোটো চলাচল নিষিদ্ধ। তবে কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমোদন থাকলে তার ব্যতিক্রম হতে পারে। পরিবহন দফতরের দাবি, একাধিক অভিযোগে দেখা গিয়েছে, নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও বিভিন্ন জাতীয় ও রাজ্য সড়কে টোটো চলাচল করছে। এর ফলে যানজটের পাশাপাশি সড়ক নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে জাতীয় ও রাজ্য সড়ক-সহ গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় অনুমোদনহীন টোটো চলাচল রুখতে পুলিশকে কঠোরভাবে নির্দেশ কার্যকর করতে বলা হয়েছে। প্রয়োজনে অধস্তন পুলিশ আধিকারিকদেরও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। নির্দেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে মোটর ভেহিকেলস অ্যাক্ট, ১৯৮৮ এবং সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানানো হয়েছে।

জেন-জি-কে বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

‘অধিকারের পাশাপাশি দেশের প্রতিও দায়িত্ব পালন করুন’

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট ঃ প্রশ্ন তোলার অধিকার যেমন নাগরিকের রয়েছে, তেমনই দেশের প্রতি দায়িত্ব পালন করাও প্রত্যেকের কর্তব্য-আইআইটি দিল্লির সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তরুণ প্রজন্মকে এমনই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার আইআইটি দিল্লির সমাবর্তনে যোগ দিয়ে ‘জেন জি পড়ুয়া ও গবেষকদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনভাবে প্রশ্ন করা এবং নিজের মত প্রকাশের পাশাপাশি রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধও সমান গুরুত্বপূর্ণ। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তরুণ প্রজন্মের ভূমিকা নিয়ে যখন নানা আলোচনা চলছে, সেই সময়েই আইআইটি দিল্লির মতো দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। এর আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও তরুণদের উদ্দেশে বার্তা দিয়েছিলেন মোদি। শনিবার সরাসরি ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের সামনে দাঁ।য়ে তাঁদের ভবিষ্য ভূমিকার কথা তুলে ধরেন তিনি। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ছাত্রজীবন থেকে কর্মজীবনে প্রবেশের সময় তরুণদের সামনে যে নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করে থাকে, সে প্রসঙ্গও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ক্যাম্পাসের জীবন এবং বাস্তব জীবন এক নয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষার কাঠামো থাকে। কিন্তু কর্মজীবনে প্রবেশের পর পরিস্থিতি অনেক বেশি অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। সেখানে সব সমস্যার পূর্বনির্ধারিত উত্তর পাওয়া যায় না। নিজেদের সমস্যার সমাধান নিজেদেরই খুঁজে নিতে হয়। তরুণদের উদ্দেশে আত্মবিশ্বাসী হওয়ার পরামর্শ দিয়ে

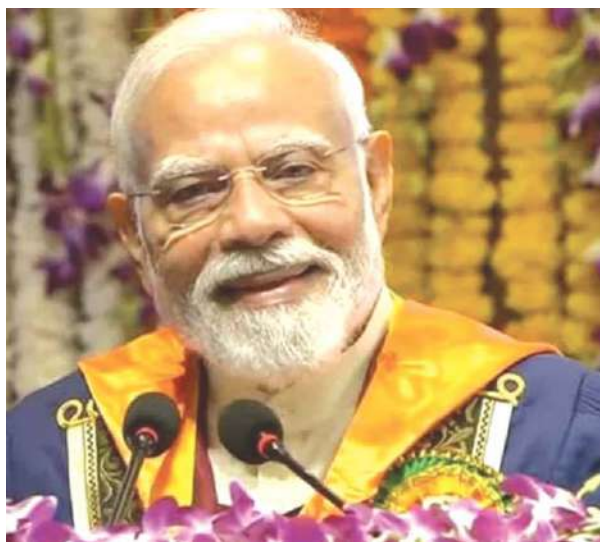

মোদি বলেন, বাস্তব জীবনে সাফল্যের জন্য নিয়মিত শেখার মানসিকতা ধরে রাখা জরুরি। যে ব্যক্তি নতুন পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা নিতে পারে এবং পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে, তার এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও বেশি। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে পূর্ববর্তী প্রজন্মের অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান প্রজন্মের সামনে সুযোগ অনেক বেশি। প্রযুক্তি, শিক্ষা, গবেষণা এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ভারত দ্রুত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ‘আত্মনির্ভর ভারত’-এর লক্ষ্য পূরণে তরুণদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলেও জানান তিনি। তরুণ প্রজন্মের উপর নিজের আস্থার কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের উন্নয়নের জন্য তাঁদের প্রয়োজন। প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতি এবং গবেষণার ক্ষেত্রে ভারতকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তরুণদের উদ্ভাবনী চিন্তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ নেয় আইআইটি দিল্লি। প্রধানমন্ত্রী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-সমর্থিত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সুপার কম্পিউটার ‘ প্রজ্ঞা’-র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। আইআইটি দিল্লির সোনপত ক্যাম্পাসে এই সুপার কম্পিউটার স্থাপন করা হয়েছে। জটিল বৈজ্ঞানিক গবেষণা, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং প্রযুক্তিগত পরীক্ষানিরীক্ষায় এর মাধ্যমে গবেষকদের কাজের গতি বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিন হাজারের বেশি স্নাতক পড়ুয়া এবং ৫৮৭ জন পিএইচডি গবেষকের হাতে ডিগ্রির শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়।

ভবানী ভবনে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ, ১০ ঘণ্টা পর বেরিয়ে অভিষেকের বাড়িতে সুমিত

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৮ আগস্ট ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে জমি প্রতারণার মামলায় দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়। শুক্রবার সিআইডির নোটিস পাওয়ার পর শনিবার নির্ধারিত সময়ে ভবানী ভবনে হাজির হন তিনি। প্রায় ১০ ঘণ্টা ধরে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। সিআইডি দপ্তরে যাওয়ার আগে সুমিতের হাতে ছিল সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া রক্ষাকবচ। তদন্তে সহযোগিতা করার শর্তে জমি-সংক্রান্ত মামলায় তিনি আদালতের কাছ থেকে সুরক্ষা পেয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। সেই নির্দেশ মেনেই এদিন সিআইডির সামনে হাজির হন তিনি। শুক্রবার রাতে সুমিতকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নোটিস পাঠায় সিআইডি। নোটিসে তাঁকে শালবনির জমি প্রতারণা মামলার তদন্তে হাজির হতে বলা হয়। সেই মতো শনিবার নির্ধারিত সময়ের কয়েক মিনিট আগেই ভবানী ভবনে পৌঁছে যান তিনি। সেখানে দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর বক্তব্য ও তথ্য নথিভুক্ত করা হয় বলে তদন্তকারী সূত্রে জানা গিয়েছে। জমি প্রতারণার এই মামলাকে কেন্দ্র করে বেশ কিছুদিন ধরেই তদন্ত চালাচ্ছে সিআইডি। তদন্তের স্বার্থে মামলার সঙ্গে যুক্ত একাধিক ব্যক্তিকে

জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় সুমিত রায়কেও তলব করা হয়। সুমিতের বিরুদ্ধে জমি-সংক্রান্ত অভিযোগ-সহ মোট চারটি মামলা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে সুপ্রিম কোর্ট থেকে তিনি শুধুমাত্র জমি দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় সুরক্ষা পেয়েছেন। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, তদন্তে সহযোগিতা করা তাঁর জন্য বাধ্যতামূলক। সেই কারণেই সিআইডির নোটিস পাওয়ার পর তিনি তদন্তকারী আধিকারিকদের সামনে হাজির হন। প্রায় ১০ ঘণ্টার জিজ্ঞাসাবাদ শেষে সন্ধ্যার দিকে ভবানী ভবন থেকে বেরিয়ে আসেন সুমিত। তবে তদন্তকারীরা তাঁকে ঠিক কী কী বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন এবং তাঁর কাছ থেকে কী ধরনের তথ্য পাওয়া গিয়েছে, সে বিষয়ে সিআইডির পক্ষ থেকে এখনও কোনও বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। জিজ্ঞাসাবাদের পর সুমিত সোজা চলে যান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে। সেখানে তাঁর যাওয়াকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে এদিনের জিজ্ঞাসাবাদ এবং তাঁর পরবর্তী গতিবিধি নিয়ে তাঁর পক্ষ থেকেও বিস্তারিত কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। সিআইডি সূত্রে জানা যায়নি, সুমিতকে ফের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হবে কি না। তদন্তের পরবর্তী পর্যায়ে তাঁকে আবার ডাকা হতে পারে কি না, তা নিয়েও এখনও স্পষ্ট কোনও তথ্য সামনে আসেনি। ফলে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর তদন্ত কোন দিকে এগোয়, এখন সেটাই দেখার।

ডিলিমিটেশন বিলে অকালির সমর্থন

‘জাদুসংখ্যা’র পথে আরও এক ধাপ মোদি সরকার

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট ঃ কেন্দ্রের প্রস্তাবিত লোকসভা আসন পুনর্বিন্যাস বা ডিলিমিটেশন বিল নিয়ে রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ হল। প্রস্তাবিত বিলকে সমর্থনের কথা জানাল পাঞ্জাবের শিরোমণি অকালি দল। দলের সভাপতি সুখবীর সিং বাদলের এই ঘোষণার পর প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের লক্ষ্যে মোদি সরকারের অঙ্ক আরও কিছুটা সহজ হল বলে মনে করছে বিজেপি নেতৃত্ব। একই সঙ্গে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সঙ্গী অকালি দলের সঙ্গে বিজেপির সম্পর্ক ফের স্বাভাবিক হওয়ার সম্ভাবনাও জোরালো হয়েছে। শুক্রবারই দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক করেন সুখবীর সিং বাদল। তার পরদিনই ডিলিমিটেশন বিল নিয়ে দলের অবস্থান স্পষ্ট করে দেন তিনি। বাদল জানান, শিরোমণি অকালি দল দ্রুত মহিলা সংরক্ষণ বিল কার্যকর করার পক্ষে। সেই সঙ্গে কেন্দ্র যদি ডিলিমিটেশনের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে লোকসভা আসনের সংখ্যা ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়, তাতেও তাঁদের আপত্তি নেই। বাদলের বক্তব্য, মহিলাদের সম্মান, ক্ষমতায়ন ও সমতার যে বার্তা শিখ গুরুদের শিক্ষায় রয়েছে, অকালি দল সেই আদর্শে বিশ্বাসী। মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর করার সঙ্গে ডিলিমিটেশনের বিষয়টি সরাসরি যুক্ত হওয়ায়, কেন্দ্রের প্রস্তাবিত আসন পুনর্বিন্যাসেও সমর্থন জানাচ্ছে তাঁদের দল। তবে সংসদীয় সংখ্যার বিচারে অকালি দলের সমর্থন বিজেপির জন্য বড় কোনও পরিবর্তন আনছে না। লোকসভায় শিরোমণি অকালি দলের বর্তমানে মাত্র একজন সাংসদ রয়েছেন। ফলে একটি ভোটের সমর্থন সরাসরি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অঙ্কে বড় প্রভাব ফেলবে না। কিন্তু রাজনৈতিক দিক থেকে এই সমর্থনকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে বিজেপি। কারণ, ১৯৯৬ সাল থেকে দীর্ঘ সময় এনডিএ-র গুরুত্বপূর্ণ শরিক ছিল অকালি দল। পাঞ্জাবের

রাজনীতির পাশাপাশি দিল্লিতে এনডিএ সরকার গঠনেও তাদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ২০২০ সালে কৃষি আইন ও কৃষক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিজেপির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে অকালি দল। পরবর্তী সময়ে ২০২২ সালের পাঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনে দুই দলই আলাদাভাবে লড়াই করে এবং উল্লেখযোগ্য সাফল্য পায়নি। নির্বাচনের পর রাজ্যে ক্ষমতায় আসে আম আদমি পার্টি। এই পরিস্থিতিতে বাদলের সঙ্গে মোদির সাম্প্রতিক বৈঠক এবং তার পরেই ডিলিমিটেশন বিলে অকালি দলের সমর্থনের ঘোষণা নতুন রাজনৈতিক জল্পনা তৈরি করেছে। বিশেষ করে আগামী পাঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি ও অকালি দল ফের জোটে ফিরতে পারে কি না, তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। যদিও দুই দলের পক্ষ থেকেই এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে জোটের বিষয়ে কোনও ঘোষণা করা হয়নি। বর্তমানে লোকসভায় বিজেপির একার হাতে রয়েছে ২৪০টি আসন। এনডিএ-র মোট আসনসংখ্যা ২৯৩। প্রস্তাবিত বিল পাস করাতে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য ৩৬০ জন সাংসদের সমর্থন প্রয়োজন বলে রাজনৈতিক অঙ্কে ধরা হচ্ছে। ফলে সরকারকে আরও বেশ কিছু বিরোধী বা নিরপেক্ষ দলের সমর্থন নিশ্চিত করতে হবে। বিজেপি নেতৃত্ব ইতিমধ্যেই একাধিক দলের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়িয়েছে। এনসিপির অজিত পাওয়ার শিবির এবং শিবসেনার একনাথ শিন্ডে গোষ্ঠীর সমর্থন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি অন্ধ্রপ্রদেশের ওয়াইএসআর কংগ্রেস এবং ওড়িশার বিজু জনতা দল বা বিজেডির সঙ্গেও বিজেপির আলোচনা চলছে। ডিলিমিটেশন ইস্যুতে ডিএমকে-সহ কয়েকটি দল বিরোধিতার অবস্থান নিয়েছে। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনের নেতৃত্বাধীন ডিএমকে সমর্থন করবে না বলে জানালেও, বিজেপি নেতৃত্ব এখনও তাদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে।

জাদুঘর থেকে মোদিবিরোধী আন্দোলনের ছবি সরানোর অভিযোগ, শুরু রাজনৈতিক বিতর্ক

ঢাকা, ৮ আগস্ট ঃ বাংলাদেশের ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য তৈরি জাদুঘর থেকে মোদিবিরোধী আন্দোলনের ছবি সরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে। জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-র আহ্বায়ক এবং সংসদের বিরোধী দলের চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম এই অভিযোগ তুলেছেন। তাঁর দাবি, ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখার উদ্দেশ্যেই বর্তমান সরকার ওই ছবিগুলি সরিয়ে দিয়েছে। শনিবার ঢাকার শের-ই-বাংলা নগরে জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন করেন এনসিপির একাধিক নেতা। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন দলের সদস্যসচিব আখতার হোসেন, মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম, যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার এবং সংসদ সদস্য নুসরাত তাবাসসুম। জাদুঘর পরিদর্শনের পর নাহিদ ইসলাম অভিযোগ করেন, ২০২৪ সালের আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ছিল ভারতের ভূমিকা এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নীতির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষের প্রতিবাদ। তাঁর দাবি, সেই বিষয়গুলির সঙ্গে সম্পর্কিত ছবি ও স্মারক বর্তমানে জাদুঘরে আর দেখা যাচ্ছে না। নাহিদের বক্তব্য অনুযায়ী, গত ১৬ বছরে বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল, তার সঙ্গে ভারতের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পর্ক ছিল। সেই প্রেক্ষাপটে তিনি অভিযোগ করেন, মোদিবিরোধী আন্দোলনের বিষয়টি সরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে সরকার হয়তো দিল্লির সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করার চেষ্টা করছে। তবে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক নিয়ে তাঁর অবস্থানও স্পষ্ট করেছেন নাহিদ। তিনি বলেন, দুই দেশের সম্পর্ক ভালো বা খারাপ-এই প্রশ্নের বাইরে গিয়ে তা পারস্পরিক মর্যাদা ও সমতার ভিত্তিতে হওয়া উচিত। তাঁর অভিযোগ, সরকারের আপসকামী মনোভাবের কারণে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পুরনো স্বৈরাচারী শক্তিগুলি ফের সক্রিয় হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।

রেজিনগর উপনির্বাচনে সব বুথে এজেন্ট দিতে প্রস্তুত বিজেপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, মুর্শিদাবাদ, ৮ আগস্ট ঃ আসন্ন রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনে ২৮২টি বুথেই এবার এজেন্ট দেবে বিজেপি। গত কয়েক দিনে রেজিনগরের চারটি মন্ডলে হয়ে যাওয়া একাধিক বৈঠকের পর এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে গেরুয়া শিবিরের তরফ থেকে। যদিও মাত্র কয়েক মাস আগে হয়ে যাওয়া বিধানসভা নির্বাচনে রেজিনগরের সবকটি বুথে পদ্ম শিবিরের পক্ষ থেকে এজেন্ট দেওয়া সম্ভব হয়নি। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে ’আম জনতা উন্নয়ন পার্টি’র প্রতীকে হুমায়ুন কবীর রেজিনগর এবং নওদা আসনে জয়ী হন। যদিও পরবর্তীকালে তিনি রেজিনগর আসন থেকে পদত্যাগ করেছেন। আগামী তিন মাসের মধ্যে রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। পদ্ম শিবিরের তরফ থেকে ইতিমধ্যে রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনের জন্য জোর কদমে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। বিজেপির রাজ্য সহ-সভাপতি প্রবাল রাহার নেতৃত্বে একটি ’রাজ্য কমিটি’ যেমন রেজিনগর উপনির্বাচনের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখছে তেমনই বিজেপির বহরমপুর সাংগঠনিক জেলার তরফ থেকে রেজিনগর বিধানসভার অন্তর্গত দলের চারটি মন্ডলের জন্য চারজন বিধায়ক এবং সাংগঠনিক জেলার চারজন সাধারণ সম্পাদককে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে রাজ্যের দুই মন্ত্রীও উপনির্বাচনের বিভিন্ন খুঁটিনাটি প্রস্তুতির বিষয়ে লক্ষ্য রাখছেন। বিজেপির বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি মলয় মহাজন বলেন,দলের নির্দেশ মেনে ইতিমধ্যেই রেজিনগর বিধানসভার চারটি মন্ডলে চারটি বৈঠক হয়েছে। সেই বৈঠকগুলোতে যাদের থাকার কথা ছিল তাঁরা সকলেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানান, এই বৈঠকগুলোতে রেজিনগর বিধানসভার বিভিন্ন বুথে সংগঠনের কী হাল তা বিস্তারিতভাবে খতিয়ে দেখা হয়েছে। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে রেজিনগর বিধানসভার অন্তর্গত ২৮২ টি বুথে যেখানে বিধানসভা নির্বাচনে আমাদের দলের কোনও এজেন্ট ছিল না এবারের আসন্ন উপনির্বাচনে সেখানে প্রত্যেক বুথে এজেন্ট বসার বিষয়টি সুনিশ্চিত করার জন্য। তিনি আরও জানান, রেজিনগর বিধানসভার এমন বহু জায়গা ছিল যেখানে ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে আমরা এজেঃ ট দিতে পারিনি। কিন্তু ভোট পরবর্তী অধ্যায়ে বহু মানুষ আমাদের দল করতে চেয়েছেন। এই সমস্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বুথ স্তরে একটি কমিটি তৈরি করতে বলা হয়েছে। এই কমিটি বুথ স্তরে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন। এই কমিটিতে কাদেরকে রাখা হবে সেই তালিকা তৈরি করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। তালিকা সম্পূর্ণ হলে তা রাজ্য স্তরে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে। এর পাশাপাশি আসন্ন বিধানসভা উপনির্বাচনের আগেই যাতে রেজিনগরের সমস্ত মানুষকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া সম্ভব তা সুনিশ্চিত করার জন্য বিজেপির তরফ থেকে বুথ স্তর পর্যন্ত নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। মলয় মহাজন বলেন, রাজ্য সরকারের অন্নপূর্ণার ভান্ডার এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা এবং অন্যান্য প্রকল্পের সুবিধা যাতে সমস্ত মানুষ পায় তা সুনিশ্চিত করার জন্য আমাদের দলীয় নেতৃত্বকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আসন্ন রেজিনগর উপনির্বাচনের খুব বেশি দেরি না থাকায় এই কাজে যাতে কোনও দেরি না হয় তা সুনিশ্চিত করার জন্য সকল স্তরে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, এছাড়াও রেজিনগরের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি সেখানে ভাগীরথী নদীর তিনটি ঘাটের মধ্যে যেকোনও একটি জায়গায় একটি ব্রিজ তৈরি করতে হবে। এর পাশাপাশি রেজিনগরে একটি কলেজ এবং জঙ্গলে ভরে থাকা শিল্প তালুকে নতুন শিল্প আনার ব্যবস্থা করতে হবে।

‘এনসিপিআই এখনও এনডিএ শরিক নয়, লোকসভার খাতায় তৃণমূলই’, নবান্ন থেকেই সাংবাদিক বৈঠকে দাবি আবু-খলিলুরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ আগস্টঃ শুক্রবার দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকারি বাসভবনে আয়োজিত প্রাতরাশ বৈঠকে উপস্থিত থাকার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই নতুন সমীকরণ তৈরি করলেন দুই সাংসদ আবু তাহের ও খলিলুর রহমান। শনিবার দুপুরে নবান্নে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে একান্ত বৈঠক করেন তাঁরা। এরপর নবান্নেই যেখানে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক বৈঠক করেন সেখান থেকেই এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করে নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে জল্পনা বাড়িয়ে দিয়েছেন এই দুই ‘বেসুরো’ এনসিপিআই প্রতিনিধি। আগামী দিনে তাঁরা এনসিপিআই-তেই থাকবেন নাকি অন্য পথ বেছে নেবেন - সে প্রসঙ্গে দুই সাংসদ স্পষ্টভাবে জানান, ভবিষ্যতে আমরা এই দলে থাকব কি থাকব না, তা একমাত্র সময়ই বলে দেবে। সাংবাদিক বৈঠকে নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান ব্যাখ্যা করতে

গিয়ে সাংসদ আবু তাহের বলেন, লোকসভার স্পিকার এখনও পর্যন্ত তাঁদের সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ হিসেবেই ডাকছেন। যখন তাঁরা সংসদে বক্তব্য পেশ করছেন, তাঁদের নামের পাশে এআইটিসি-র নামই উল্লেখ করা থাকছে। আবু তাহের জানান, ‘‘কাগজে-কলমে এনসিপিআই কিন্তু এখনও এনডিএ-র আনুষ্ঠানিক শরিক নয়। এনসিপিআই নামে ডাকলে অবশ্যই যেতাম, তবে আমরা স্পষ্টভাবে জানাচ্ছি যে বিজেপিতে যোগ দিচ্ছি না।’’ নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য জানিয়ে দুই সাংসদ জানান, সাম্প্রতিক এসআইআর প্রক্রিয়া এবং রাজ্যজুড়ে মসজিদ থেকে মাইক ও লাউড স্পিকার খোলার জটিলতা নিয়েই কথা বলতে এসেছিলেন তাঁরা। এসআইআর ইস্যুতে সাধারণ ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের সমস্যার কথা তুলে ধরে তাঁরা বলেন, ‘‘অসংখ্য গরিব মানুষ পর্যাপ্ত তথ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন যে প্রথম দফায় ৭ লক্ষ মানুষের নাম তোলার প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করা হবে।’’ অন্যদিকে, বাকি ২০ লক্ষ মানুষের ক্ষেত্রে আবেদন জমা দেওয়ার নির্ধারিত সময়সীমা যাতে অন্তত বাড়ানো হয়, সে বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য দুই পক্ষের কাছেই আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা। মসজিদ থেকে মাইক খোলা নিয়ে দুই সাংসদের সংযোজন, অতি-উৎসাহী পুলিশি তৎপরতার কারণে বেছে বেছে বিশেষ একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়কে টার্গেট করা হচ্ছে, যা নিয়ে সাধারণ মানুষ চরম উকণ্ঠায় রয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের আশ্বস্ত করেছেন যে কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে বেছে টার্গেট করা হবে না এবং বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে। দুই দিন আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং প্রধানমন্ত্রীকেও এই উদ্বেগের কথা জানানো হয়েছিল বলে দাবি করেন দুই সাংসদ। এও স্পষ্ট করেন, সরকার কোনও ভাল কাজ করলে তা সমর্থন করা হবে। কিন্তু মুর্শিদাবাদ তথা পুরো রাজ্যের মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর আঘাত আসে এমন যে কোনও পদক্ষেপের বিরুদ্ধে শক্ত হয়ে লড়াই জারি থাকবে।

প্রয়াণদিবসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিধানসভায় শ্রদ্ধার্ঘ্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা, ৮ আগস্ট ঃ বিশ্বখ্যাত কবি, সাহিত্যিক তথা দার্শনিক গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণদিবসে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা প্রাঙ্গণে তাঁকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হলো। ২২ শ্রাবণ উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোসের সঙ্গে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এই অনুষ্ঠানে বিধানসভার প্রধান সচিব সোমেন্দ্র দাসও উপস্থিত ছিলেন।অনুষ্ঠান চলাকালীন বিধানসভা প্রাঙ্গণে গুরুদেবের সাহিত্য, তাঁর চিন্তাভাবনা এবং বাঙালি সমাজ তথা ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাঁর সুদূরপ্রসারী প্রভাবের কথা স্মরণ করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভা অধ্যক্ষের সঙ্গে কবিগুরুকে শ্রদ্ধা জানান এবং তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে বিধানসভার অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণদিবস। গুরুদেব বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্বমঞ্চে বিশেষ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর দূরদৃষ্টি বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সর্বদা সমৃদ্ধ করেছে।২২ শ্রাবণ বাঙালি সমাজের জন্য অত্যন্ত আবেগঘন ও তাপর্যপূর্ণ একটি দিন। এই দিনেই প্রয়াণ ঘটেছিল কবিগুরুর। তাঁর সৃষ্টি কেবল বাংলা নয়, সমগ্র ভারতের সাংস্কৃতিক চেতনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।গুরুদেবকে ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতম মহান ব্যক্তিত্ব হিসেবে গণ্য করা হয়। ১৯১৩ সালে তিনি 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন, যা বিশ্বমঞ্চে ভারতীয় সাহিত্যকে এক অনন্য পরিচয় এনে দিয়েছিল।বিধানসভা প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠানে তাঁর সেই অবিস্মরণীয় অবদানের কথা স্মরণ করে কবিগুরুর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানানো হয়। উল্লেখ্য, ২২ শ্রাবণ উপলক্ষে প্রতি বছরই সমগ্র রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে।

মহিলা সংরক্ষণ বিলকে বরাবরই সমর্থন করেছে কংগ্রেসঃপবন খেরা

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট ঃ মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে কেন্দ্রীয় সংসদীয় বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজুর বক্তব্যের জবাব দিলেন কংগ্রেসের মিডিয়া বিভাগের সভাপতি পবন খেরা। তিনি দাবি করেন, কংগ্রেস বরাবরই মহিলা সংরক্ষণ বিলকে সমর্থন করে এসেছে। তাঁর বক্তব্য, আগে সংসদের কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবে চলতে দেওয়া হোক, তারপর অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।রিজিজুর সামাজিক মাধ্যম ' এক্স-এ করা পোস্ট নিয়ে প্রশ্নের জবাবে প্রয়াগরাজে পবন খেরা বলেন, মহিলা সংরক্ষণ বিল কে এনেছিল? কে তা পেশ করেছিল? ২০১২ সালে সোনিয়া গান্ধী এটি পেশ করেছিলেন। ওঁদের উদ্দেশ্য নিয়েই প্রশ্ন রয়েছে। আগে সংসদ চলতে দিন, তারপর অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। মহিলা সংরক্ষণ বিল কে আটকে দিচ্ছে, তা সকলেই জানেন।উল্লেখ্য, মহিলা ক্ষমতায়ন নিয়ে রাহুল গান্ধীর বক্তব্যের পর কংগ্রেসকে নিশানা করেছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। কংগ্রেসের অফিসিয়াল 'এক্স পোস্ট শেয়ার করে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, দলের অবস্থানে ইতিবাচক পরিবর্তনের ইঙ্গিত

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ইউপিআই লেনদেন সাধারণ গ্রাহক ও ছোট ব্যবসায়ীদের জন্য বিনামূল্যেই থাকবেঃপিসিআই

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট ঃ পেমেন্ট অ্যান্ড সেটলমেন্ট সিস্টেমস অ্যাক্ট, ২০০৭-এ সংশোধন সত্ত্বেও সাধারণ গ্রাহক ও ছোট ব্যবসায়ীরা কোনও অতিরিক্ত চার্জ ছাড়াই ডিজিটাল আর্থিক লেনদনের মাধ্যম ইউনিফায়েড পেমেন্টস ইন্টারফেস (ইউপিআই) ব্যবহার করতে পারবেন বলে শনিবার জানিয়েছে পেমেন্টস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া (পিসিআই)।বৃহস্পতিবার লোকসভায় কর ও অন্যান্য আইন (সংশোধন) বিল, ২০২৬ পাশ হওয়ার একদিন পর পিসিআই এই বক্তব্য জানিয়েছে। সংশোধিত আইনে ইউপিআই-সহ বিভিন্ন ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে চার্জ আরোপের সুযোগ রাখা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ' এক্স -এ দেওয়া বিবৃতিতে পিসিআই জানিয়েছে, ২০১৬ সালে চালু হওয়ার পর থেকেই ইউপিআই

সাধারণ গ্রাহকদের জন্য বিনামূল্যে রয়েছে। ভবিষ্যতেও কোনও লেনদেন ফি ছাড়াই গ্রাহকরা ইউপিআইয়ের মাধ্যমে ডিজিটাল পেমেন্ট করতে পারবেন।পিসিআই আরও স্পষ্ট করেছে, মুদির দোকান-সহ ছোট ব্যবসায়ীদের ইউপিআই পেমেন্ট গ্রহণের জন্য কোনও মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট (এমডিআর) দিতে হবে না। ভবিষ্যতে বড় ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে মার্চেন্ট সার্ভিস চার্জ চালু হলেও গ্রাহকদের ইউপিআই ব্যবহারের জন্য কোনও টাকা দিতে হবে না।পরিষদের তরফে জানানো হয়েছে, যেখানে এমডিআর প্রযোজ্য হবে, সেটি ব্যবসায়ী ও পেমেন্ট পরিষেবা প্রদানকারীদের মধ্যে একটি বাণিজ্যিক ব্যবস্থা। এই খরচের বোঝা গ্রাহকদের উপর বর্তাবে না।কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনও বিলটি পাশ হওয়ার পর স্পষ্ট করেছিলেন, মার্চেন্ট ডিসকাউন্টট রেট শুধুমাত্র ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এর সঙ্গে গ্রাহকদের কোনও সম্পর্ক নেই। এই অর্থ ব্যাঙ্ক ও ফিনটেক সংস্থাগুলি পরিকাঠামো এবং ডিজিটাল পেমেন্টের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করতে ব্যবহার করে।অর্থমন্ত্রী আরও জানিয়ে ছিলেন, ইউপিআই ব্যবহারের খরচ সাধারণ মানুষের উপর চাপবে বলে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ যে দাবি করেছেন, তা সঠিক নয়। পিসিআইও জানিয়েছে, সাধারণ গ্রাহকদের জন্য ইউপিআই পরিষেবা বিনামূল্যেই বজায় থাকবে।

এলপিজি সংকটের মধ্যেই সরকারের কাজকর্মের সমর্থনে সওয়াল নেপালের প্রধানমন্ত্রীর

কাঠমান্ডু, ৮ আগস্ট ঃ রান্নার গ্যাসের (এলপিজি) চরম সংকটের মাঝেই নিজের সরকারের কাজকর্মের জোরদার সমর্থনে সওয়াল করলেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহ।তিনি জানান, লোকসানে চলা এবং দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা সরকারি শিল্প ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে পুনরায় সচল করতে তাঁর সরকার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।শুক্রবার এক ফেসবুক পোস্টে প্রধানমন্ত্রী শাহ উল্লেখ করেন, তাঁর সরকার জাতীয় শিল্প খাতকে আরও বেশি প্রতিযোগিতামূলক ও উপাদনশীল করে তোলাকেই সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি 'নেপাল ড্রাগস লিমিটেড', 'হেটৌডা টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি', 'নেপাল এয়ারলাইন্স', 'ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন' (ডিডিসি) এবং 'সিংহদরবার বৈদ্যখানা'-য় হওয়া বিভিন্ন ইতিবাচক সংস্কারের কথা তুলে ধরেন।শাহ-র দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, 'গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্র্যাকটিসেস' প্রশংসাপত্র অর্জনের পর নেপাল ড্রাগস লিমিটেড গত চার মাসে ২৩.৮ কোটি নেপালি টাকার ওষুধ বিক্রি করেছে। তিনি দাবি করেন, সংস্থাটি গত অর্থবর্ষে ৩০ কোটি নেপালি টাকা মুনাফাও অর্জন করেছে। পাশাপাশি দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা হেটৌডা টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিতে পরীক্ষামূলক উপাদন শুরু হয়েছে। একইভাবে নেপাল এয়ারলাইন্স গত অর্থবর্ষে ৬.২৭ আরব নেপালি টাকার রাজস্ব আয় করেছে।প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন কৃষকদের বকেয়া মেটানোর পরিমাণ ৭২ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে ৩৫ কোটি টাকায় নামিয়ে এনেছে। প্রতিষ্ঠানটির দৈনিক আয়ও প্রায় ৬০ লাখ টাকা থেকে বেড়ে ৯০ লাখ টাকায় পৌঁছেছে। তবে সাম্প্রতিক এলপিজি সংকটের বিষয়ে তিনি সরাসরি কোনো স্পষ্ট সদুত্তর দেননি। গ্যাসের ঘাটতির কারণে সাধারণ গ্রাহকদের রান্নার সিলিন্ডার পেতে মারাত্মক নাজেহাল হতে হচ্ছে।নেপালের প্রতিনিধি সভায় শাসকদলের সাংসদ সহ একাধিক বিরোধী প্রতিনিধি যখন রান্নার গ্যাসের আকাল এবং সরকারের সার্বিক পারফরম্যান্স নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন, ঠিক সেই আবহেই প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহ-র এই মন্তব্য সামনে এল।

জীবনে কৌতূহল বাঁচিয়ে রাখুন, শিক্ষার্থীদের বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট ঃ জীবনে কৌতূহল বাঁচিয়ে রাখুন, শেখার আগ্রহকে জাগ্রত রাখুন, শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে শনিবার এই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, না ভেবে বা না বুঝেই যেসব বিষয় মেনে নেওয়া হয়-সেগুলোকে যাচাই করুন, সেগুলির ব্যাপারে প্রশ্ন তুলুন। তবে কেবল প্রশ্ন করেই থেমে থাকবেন না সেগুলির সমাধান খোঁজার সাহসও রাখুন। এই মানসিকতাই আপনার স্বতন্ত্র পরিচয় গা। তুলবে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি দিল্লির ৫৭-তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তিনি ৩ হাজারেরও বেশি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। এই শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৫৮৭ জন গবেষকও রয়েছেন, যাদের এই অনুষ্ঠানে ডিগ্রি প্রদান করা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ, প্রধানমন্ত্রী মেধাবী শিক্ষার্থীদের হাতে 'প্রেসিডেন্টস গোল্ড মেডেল', ' ডিরেক্টরস গোল্ড মেডেল', ' শংকর দয়াল শর্মা গোল্ড মেডেল' এবং ' পারফেক্ট টেন গোল্ড মেডেল' পুরস্কার তুলে দেন।এছা।াও অত্যাধুনিক গবেষণা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রসারে ভারতের অঙ্গীকারের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে প্রধানমন্ত্রী আইআইটি দিল্লির সোনিপত ক্যাম্পাসে স্থাপিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-চালিত উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন সুপারকম্পিউটিং সুবিধা ' পরম প্রজ্ঞা'-র উদ্বোধন করেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রতিটি প্রজন্মকেই নিজস্ব কিছু চ্যালেঞ্জ ও জাতীয় দায়িত্বের মুখোমুখি হতে হয়। একসময় আমাদের দেশকে ঔপনিবেশিক শাসনের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হয়েছিল তখন একটি পুরো প্রজন্মের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তারা অসামান্য ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন এবং দীর্ঘ সংগ্রাম করেছিলেন। তাঁদের নিষ্ঠা, ত্যাগ ও সাহসিকতার ফলেই এখন আমরা এক স্বাধীন ভারতে বাস করছি। কিন্তু বর্তমান প্রজন্মের সামনে যে চ্যালেঞ্জ রয়েছে তা ভিন্ন, এবং সেই অনুযায়ী আমাদের দায়িত্বও আলাদা।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আগামী ৩০-৩৫ বছরে আপনারা যা করবেন, তা-ই ' বিকশিত ভারত'-এর পথে ভারতের যাত্রাপথকে গা। তুলবে। তাই, প্রতিটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আপনাদের এটাও বিবেচনা করা উচিতঃএর ফলে দেশের কী লাভ হবে? এটি কোন জাতীয় প্রয়োজন মেটাবে? এখন ভারত অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্র থেকে শুরু করে শিল্প-সর্বক্ষেত্রেই আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

চাম্বা সড়ক দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ রাষ্ট্রপতির

নতুন দিল্লি, ৮ আগস্ট ঃ হিমাচল প্রদেশের চাম্বা জেলায় ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শনিবার শোকবার্তায় তিনি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো ব্যক্তিদের পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন।সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ রাষ্ট্রপতি লিখেছেন, চাম্বা জেলায় বাস দুর্ঘটনায় মানুষের মৃত্যুর খবরে আমি গভীরভাবে ব্যথিত। এই দুর্ঘটনায় যাঁরা তাঁদের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন, সেই পরিবারগুলির প্রতি আমার গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছি এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি।উল্লেখ্য, চাম্বা জেলায় শনিবার সকালে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় সাতজন প্রাণ হারিয়েছেন এবং আরও ১১ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে ছয়জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চাম্বার পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

হিমাচলে ১৪ আগস্ট পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সতর্কতা, বন্ধ ১৮৫টি রাস্তা

শিমলা, ৮ আগস্ট ঃ হিমাচল প্রদেশে সক্রিয় রয়েছে মৌসুমি বায়ু। আগামী ছয়-সাত দিনেও বৃষ্টি থেকে তেমন স্বস্তির সম্ভাবনা নেই। আবহাওয়া দফতর ১৪ আগস্ট পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। ১০ ও ১১ আগস্ট ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনায় কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বাকি দিনগুলিতে থাকবে হলুদ সতর্কতা। টানা বৃষ্টিতে একাধিক এলাকায় ধস নেমে ১৮৫টি রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ব্যাহত হয়েছে বিদ্যুৎ ও পানীয় জল সরবরাহও।আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, শনিবার রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এদিনের জন্য হলুদ সতর্কতা জারি রয়েছে। ৯ আগস্টও বিভিন্ন এলাকায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ১০ আগস্ট ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ১১ আগস্টও একই ধরনের বৃষ্টির সম্ভাবনায় কমলা সতর্কতা থাকবে। ১২, ১৩ ও ১৪ আগস্ট বিভিন্ন এলাকায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনায় হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে। বৃষ্টির সময়ে ধসপ্রবণ এলাকা এবং আচমকা

জলস্তর বেড়ে যেতে পারে এমন জায়গায় সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে আবহাওয়া দফতর।গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বৃষ্টি হয়েছে। কাংড়া জেলার ধর্মশালায় সর্বাধিক ৪৮.১ মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড হয়েছে। কুল্লুর বাজৌরা অটোমেটিক ওয়েদার স্টেশনে ৩১.৫ মিলিমিটার, মানালিতে ২২ মিলিমিটার এবং ভুন্তরে ২১ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। মান্ডি জেলার সালাপড়ে ২১.৮ মিলিমিটার এবং মুরারি দেবীতে ২০ মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে। কুল্লুর কোঠিতে ১৮ মিলিমিটার এবং মান্ডির যোগিন্দরনগরে ১৬ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। শিমলা জেলার সারাহানে ১৫.৬ মিলিমিটার, মান্ডির সুন্দরনগরে ১৫ মিলিমিটার এবং শিমলায় ১৫ মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড হয়েছে। সিরমৌরের ধৌলাকুয়ান অটোমেটিক ওয়েদার স্টেশনে ১৪ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।শনিবার সকাল থেকেই শিমলা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় আকাশ মেঘলা রয়েছে। কোথাও কোথাও চলছে বৃষ্টি। টানা বৃষ্টির প্রভাব পড়েছে সড়ক যোগাযোগেও। রাজ্য আপকালীন পরিচালন কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, শনিবার সকাল পর্যন্ত ধসের কারণে ১৮৫টি রাস্তা বন্ধ ছিল। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত মান্ডি জেলা। সেখানে ৯২টি রাস্তা বন্ধ রয়েছে। কুল্লুতে ৪৮টি, চম্বা ও শিমলায় ১৪টি করে, সিরমৌরে ৯টি, কাংড়ায় ৫টি এবং উনায় ৩টি রাস্তা বন্ধ রয়েছে।বৃষ্টির জেরে বিদ্যুৎ পরিষেবাতেও প্রভাব পড়েছে। রাজ্যে মোট ১০৪টি ট্রান্সফরমার বিকল রয়েছে। এর মধ্যে কুল্লুতে ৫৩টি এবং মান্ডিতে ৩৪টি ট্রান্সফরমার রয়েছে। কিন্নৌরে ১২টি এবং চম্বায় একটি ট্রান্সফরমার বন্ধ রয়েছে। একই সঙ্গে পানীয় জল সরবরাহের ৭৭টি প্রকল্পও অচল হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে শুধু সিরমৌরেই রয়েছে ৫৫টি প্রকল্প।আগামী কয়েক দিনে বৃষ্টির মাত্রা আরও বাড়তে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে সংবেদনশীল রাস্তা এবং ধসপ্রবণ এলাকায় যাতায়াতের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বলে জানান।

বাঁকুড়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়াঃ২২ শে শ্রাবণ, শনিবার সকালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাল বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের অধীন ওন্দা দক্ষিণ চক্রের অন্তর্গত মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক -শিক্ষিকা রবীন্দ্রনাথের ফটোতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এরপর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় মধুসূদন দে মহাশয় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে দু চার কথা বলেন। তিনি জানান যে, মানব প্রেমিক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর লেখনীর মাধ্যমে তিনি মানবতার পক্ষে বারবার সওাল করেছেন। তিনি ছিলেন মনীষী। তিনি আছেন এবং থাকবেন আমাদের হৃদয়ের গভীরে।।রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ দিবস স্মরণে বিদ্যালয়ে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মধুসূদন দে মহাশয়ের কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে। তিনি আবৃত্তি করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা - ওরা কাজ করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকার মনে তা ভীষণভাবে দাগ কাটে। বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরিচালনার দাযিত্বে ছিলেন বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা মাননীয়া দেবলীনা ঘোষাল মহাশয়া। অনুষ্ঠানে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী স্নেহা ঘোষ বিচিত্র সাধ কবিতাটি সুন্দরভাবে আবৃত্তি করে। চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী অনু ঘোষ বহুদিন ধরে কবিতাটি আবৃত্তি করল। তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী বর্ষা ঘোষ নৌকা যাত্রা কবিতাটি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছে। তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী রাহালা মুর্মু সুন্দরভাবে আবৃত্তি করেছে আমরা চাষ করি আনন্দে কবিতাটি। বিদ্যালয়ে উপস্থিত সকল ছাত্র-ছাত্রী সমবেত কন্ঠে আগুনের পরশমনি গানটি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে।

গ্রামীণ শিক্ষায় নতুন ভাবনা, ' অধিগম ভূমি' পরিদর্শন করলেন রাজ্যপাল রবীন্দ্র নারায়ণ রবি

কলকাতা, ৮ আগস্টঃদক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বিষ্ণুপুর থানা এলাকার পৈলানে শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তনের লক্ষ্যে ' হেল্প আস হেল্প দেম' (এইচইউএউচটি) -এর উদ্যোগে গড়ে উঠেছে আবাসিক উৎকর্ষ কেন্দ্র 'অধিগম ভূমি'। শনিবার সেই প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে যান পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল রবীন্দ্র নারায়ণ রবি (আর এন রবি)। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি এই বিশেষ মডেলে প্রথাগত পড়াশোনার পাশাপাশি স্থানীয় জীবনযাত্রা ও কর্মমুখী দক্ষতার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।পরিদর্শনের সময় প্রায় ১,০০০ জন আদিবাসী ও গ্রামীণ ছাত্রীর সঙ্গে মতবিনিময় করেন রাজ্যপাল। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের পরিচালিত নানা কর্মকাণ্ডও ঘুরে দেখেন তিনি। বর্তমানে এই কেন্দ্রে কৃষি, বস্ত্র নির্মাণ ও গ্রামীণ স্থাপত্যকে ভিত্তি করে মোট ১৮টি ক্ষেত্রে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। মূল বিষয় হিসেবে গণিত, বিজ্ঞান ও ভাষার পাশাপাশি যুক্ত করা হয়েছে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, আধুনিক প্রযুক্তি ও উদ্যোগপতিত্ব।এইচইউএউচটি-এর ' নিজের মাটির সঙ্গে যুক্ত শিক্ষা' মডেলটি ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের ১০০টি স্বল্প-ফি বেসরকারি স্কুলে প্রয়োগ করা হয়েছে, যার ফলে উপকৃত হয়েছে ১০ হাজারের বেশি পড়ুয়া। প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য, সরকারি বিদ্যালয়গুলিতেও এই মডেল ছড়িয়ে দেওয়া এবং ২০৩১ সালের মধ্যে গ্রামীণ শিক্ষাক্ষেত্রে এর বিস্তার ঘটানো।এইচইউএউচটি-এর প্রতিষ্ঠাতা মুক্তি গুপ্তার বক্তব্য, এই ধরনের দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা পড়ুয়াদের কেবল চাকরিপ্রার্থী নয়, ভবিষ্যতের কর্মসংস্থান-স্রষ্টা করে তুলবে।

উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণণ দু'দিনের আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সফরে

শ্রী বিজয়পুরম, ৮ আগস্ট ঃ উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণণ শনিবার থেকে দু'দিনের আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সফরে। শনিবার শ্রী বিজয়পুরমে পৌঁছেছেন তিনি। আইএনএস উকর্ষ-এ পৌঁছনোর পর উপরাষ্ট্রপতিকে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা ও ' গার্ড অফ অনার' প্রদান করা হয়। সেলুলার জেল জাতীয় স্মৃতিসৌধের শহীদ স্তম্ভে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন উপরাষ্ট্রপতি। 'স্বাধীনতা জ্যোতি'-তে সম্মান জানাবেন এবং বীর সাভারকরের কারাকক্ষ পরিদর্শন করবেন উপরাষ্ট্রপতি। এরপর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস ও বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগের কাহিনি তুলে ধরা একটি আলোক ও শব্দ প্রদর্শনীতে অংশ নেবেন তিনি।রবিবার উপরাষ্ট্রপতি শ্রী বিজয়পুরমের ফ্ল্যাগ পয়েন্টে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে 'হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান'-এ অংশগ্রহণ করবেন। এরপর তিনি ড. বি. আর. আম্বেদকর ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির মিলনায়তনে আয়োজিত 'তিরঙ্গা কনসার্ট অন বন্দে মাতরম' শীর্ষক সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। ঐতিহাসিক নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু দ্বীপও পরিদর্শন করবেন উপরাষ্ট্রপতি।

মালদায় তৃণমূল কর্মীকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে খুন, মোথাবাড়িতে চাঞ্চল্য

মালদা, ৮ আগস্ট ঃ মালদার মোথাবা।ি থানার পঞ্চানন্দপুরের ইকতা বাজার এলাকায় এক তৃণমূল কর্মীকে পিটিয়ে ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শুক্রবার রাতে ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় আতঙ্ক তৈরি হয়। মৃতের নাম নাসিরুদ্দিন (২৬)। তিনি পঞ্চানন্দপুর এলাকার বাসিঃদা বলে জানা গিয়েছে।শনিবার স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে ইকতা বাজার এলাকায় নাসিরুদ্দিনকে কয়েকজন ব্যক্তি মারধর করার পাশাপাশি ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করা হলেও শেষরক্ষা হয়নি। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত নাসিরুদ্দিনের বিরুদ্ধে অতীতে তোলাবাজি, আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে হুমকি দেওয়া এবং এলাকায় সন্ত্রাসের অভিযোগ

রাশিফল

মেষঃআজ আপনার আত্মবিশ্বাস এবং যোগাযোগের দক্ষতা আপনাকে সবার সামনে একটি শক্তিশালী ছাপ ফেলতে সাহায্য করবে। বিহারের যোগ হবে আজ।
বৃষঃ আজ আপনার নিষ্ঠা ও ধৈর্য কর্মজীবনে উৎসাহজনক অগ্রগতি এনে দেবে। সংসারে শান্তি হবে।
মিথুনঃ আপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্মুখীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। প্রেম আসতে পারে।
কর্কট রাশি ঃ জাতক-জাতিকাদের জন্য মোটামুটিভাবে অনুকূল হতে পারে। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হবে
সিংহঃ স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন, কারণ সর্দি-জ্বরের মতো ঋতুজনিত অসুস্থতা আপনাকে ভোগাতে পারে।শুভদিন
কন্যাঃ ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে সুখবর ও ইতিবাচক অগ্রগতি হতে পারে।
তুলাঃ চাকরিজীবীদের জন্য সময়টি চমকার কর্মক্ষেত্রে আপনি স্বীকৃতি ও সম্মান পেতে পারেন।
বৃশ্চিকঃ দাম্পত্য জীবন সৌহার্দ্যপূর্ণ হবে এবং জীবনসঙ্গীর সহযোগিতায় আপনি নতুন কোনও প্রকল্প বা উদ্যোগ শুরু করতে পারেন। বিবাহের যোগ হতে পারে।
ধনুঃ শিক্ষার্থীদের বিশেষ সতর্কতা ও মনোযোগ বজায় রাখা প্রয়োজন, কারণ পড়াশোনায় ভালো ফলাফল করতে হলে কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন হতে পারে। অর্থের ব্যয়।
মকরঃ কর্মক্ষেত্রে পেশাজীবীদের কাজের গতি বাড়তে পারে, তবে কারোর আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগের আশঙ্কাও রয়েছে।
কুম্ভঃপ্রেমের সম্পর্কে কোনও নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে সঙ্গীর সঙ্গে মতপার্থক্য, মানসিক চাপের সৃষ্টি করতে পারে।
মীনঃআজ আপনার জন্য একটি ইতিবাচক দিন, যেখানে আপনি নিজের লক্ষ্যের দিকে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যেতে থাকবেন। শুভ দিন হতে পারে আজকে । অর্থ ব্যয়।

আবহাওয়া

পশ্চিমবঙ্গে বর্ষা বর্তমানে বেশ সক্রিয়। আবহাওয়া দফতর শনিবার রাজ্যের অধিকাংশ জায়গায় বৃষ্টি এবং বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে। দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী বর্ষণের পাশাপাশি ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। বাজ পড়ার আশঙ্কার কথা মাথায় রেখে স্থানীয় বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অধিকাংশ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি এবং বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কোথাও কোথাও ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে ভারী বৃষ্টিও হতে পারে। হাওড়া ও হুগলিতেও বৃষ্টির পাশাপাশি বজ্রপাত এবং কিছু কিছু জায়গায় ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।উত্তর ২৪ পরগনায় বিস্তৃত এলাকা জুড়ে বজ্রবিদ্যুৎ ও ঝোড়ো হাওয়া-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। কয়েকটি জায়গায় ৭ থেকে ২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হতে পারে।পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুরেও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। দুই জেলাতেই কিছু স্থানে ৭ থেকে ২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় বজ্রবিদ্যুৎ ও ঝোড়ো হাওয়া-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়াতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কিছু কিছু এলাকায় ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে।উত্তরবঙ্গেও বর্ষার সক্রিয়তা বজায় থাকবে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে বৃষ্টির তীব্রতা কিছুটা বেশি থাকতে পারে। পাশাপাশি উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।আবহাওয়া দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ-ও।শি উপকূল ও সংলগ্ন সামুদ্রিক এলাকায় প্রতি ঘণ্টায় ৩৫ থেকে ৪৫ কিলোমিটার বেগে হাওয়া এবং তার গতিবেগ সর্বোচ্চ ৫৫ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছানোর সম্ভাবনা প্রকাশ করেছে। এই পরিস্থিতিতে মস্যজীবীদের ৮ আগস্ট পর্যন্ত সমুদ্রে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া কলকাতা ও হলদিয়া বন্দররের জন্য স্থানীয় সতর্কসংকেত নম্বর-৩ জারি করা হয়েছে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৬ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৭১ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টি

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৪৪মিনিট এবং রাত ১১ টা ৪৫মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৩টা ৪৫মনিট এবং রাত ০২টা ৪০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০২মনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২০মিনিটে হতে পারে।

মগরাহাটে ১২২ কেজি গাঁজা উদ্ধার, গ্রেফতার দুই

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, মগরাহাট, ৮ আগস্ট, ২০২৬ ঃ মাদক পাচার রুখতে ফের বড়সড় সাফল্য মগরাহাট থানার পুলিশের। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে প্রায় ১২২ কেজি গাঁজা উদ্ধার করল পুলিশ। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে দুই ব্যক্তিকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে মগরাহাট থানার পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে, মগরাহাট ২ নম্বর ব্লকের যুগদিয়া এলাকায় বিপুল পরিমাণ গাঁজা মজুত রয়েছে। সেই খবরের ভিত্তিতে সিআই শাহাবুদ্দিন মণ্ডল এবং মগরাহাট থানার ওসি সজল কুমার রায়ের নেতৃত্বে এসআই সৈকত রায়সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী এলাকায় অভিযান চালায়। রাতের অন্ধকারে জলনিকাশি খাল ও মাঠঘাট পেরিয়ে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। তল্লাশির সময় পাঁচটি বস্তায় প্যাকেটবন্দি অবস্থায় বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার হয়। পরে উদ্ধার হওয়া মাদক থানায় নিয়ে আসা হয়। ওজন করে দেখা যায়, উদ্ধার হওয়া গাঁজার পরিমাণ প্রায় ১২২ কেজি।এই ঘটনায় যুগদিয়া এলাকার বাসিন্দা সাহিদুল রহমান মোল্লা ওরফে রিন্টু এবং ফরিদুল পিয়াদাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। শনিবার ধৃত দু'জনকে আলিপুর সদর আদালতে পেশ করা হয়। এই মাদক কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং কোথায় পাচারের উদ্দেশ্যে মজুত করা হয়েছিল, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার চন্দ্রশেখর বর্ধন জানিয়েছেন, মাদক পাচার রুখতে জেলা পুলিশ ধারাবাহিক ভাবে অভিযান চালিয়ে যাবে। এই ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশের এই অভিযানে প্রায় ১২২ কেজি গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

'কথায় ও গানে, কবিগুরু স্মরণে'

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি, ৮ আগস্ট, ২০২৬ ঃ আজ জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এবং জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, জলপাইগুড়ি -এর আয়োজনে 'কথায় ও গানে, কবিগুরু স্মরণে' শীর্ষক এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যথাযথ মর্যাদায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস পালন করা হয়। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মাধ্যমে কবিগুরুর জীবনাদর্শ, সাহিত্যকর্ম, শিক্ষাচিন্তা এবং জাতীয় জীবনে তাঁর অসামান্য অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ), জলপাইগুড়ি, শ্রী রাজেশ রাঠোর, আই.এ.এস, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক, জলপাইগুড়ি, শ্রী স্বরূপ বিশ্বাস, ডব্লু. বি. আই. সি. এস এবং জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

তোলাবাজি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে মজদুর সংঘের প্রতিবাদী মিছিল নববারাকপুরে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নববারাকপুর, ৮ আগস্ট, ২০২৬ ঃ জুয়া-সাট্টা সহ দুর্নীতি তোলাবাজি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের কথা ঘোষনা করেছে বিজেপি সরকার। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কার্যত জেহাদের সুর সবার গলায় উত্তর শহরতলি জুড়ে প্রকাশ্যে চলছে অসামাজিক কার্যকলাপ রমরমা কারবার। এই টোপে পা দিয়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষ। শুক্রবার রাতে ভারতীয় মজদুর সংঘ নিউ ব্যারাকপুর নগর ইউনিটের পক্ষ থেকে এলাকায় তোলাবাজি ও দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করে। স্টেশন সংলগ্ন মজদুর ভবন থেকে মজদুর শ্রমিক কর্মচারী দোকান দার ব্যবসায়ী ভাই বোন দের সাথে নিয়ে বিরাট প্রতিবাদী মিছিল বের হয়। শেষ হয় নববারাকপুর থানার সামনে। ভারতীয় মজদুর সংঘ নববারাকপুর নগর ইউনিটের সদস্যরা ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ ভাবে পথে নেমে তোলাবাজি অন্যায়ের প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন এদিন। নগর ইউনিটের সভাপতি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস জানান এলাকার ব্যবসায়ী, কর্মী ও মজদুর ভাই-বোনেদের স্বার্থে ও নিরাপত্তার প্রশ্নে ভারতীয় মজদুর সংঘ সর্বদা তাঁদের পাশে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। অন্যায়, জুলুম ও তোলাবাজির বিরুদ্ধে মজদুর সংঘের প্রতিবাদ অব্যাহত থাকবে। শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায়, মজদুরের স্বার্থে, সাধারণ মানুষের অধিকারের জন্য ভারতীয় মজদুর সংঘ সর্বদা লড়াইয়ের ময়দানে পাশে থাকবে।

যাদবপুর স্টেশনে বড়সড় বদলের উদ্যোগ পূর্ব রেলের, তৈরি হবে ৩ হাজার বর্গমিটারের 'মিনি মার্ট'

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৮ আগস্ট, ২০২৬ ঃ যাত্রী পরিষেবা আরও উন্নত করতে এবং স্টেশনের পরিকাঠামোকে আধুনিক করে তুলতে বড়সড় পরিকল্পনা নিয়েছে পূর্ব রেল। এবার ঢেলে সাজানো হবে যাদবপুর স্টেশন। যাত্রীদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে স্টেশন চত্বরে তৈরি করা হবে আধুনিক 'মিনি মার্ট' বা শপিং হাব। প্রায় ৩ হাজার বর্গমিটার জায়গা জুড়ে এই শপিং হাব তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে। একই ছাদের নীচে বিভিন্ন ধরনের দোকান থাকবে। এর ফলে যাত্রীরা স্টেশনে যাতায়াতের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটার সুযোগ পাবেন। পাশাপাশি ছোট ব্যবসায়ীদের জন্যও তৈরি হবে নতুন আয়ের সুযোগ। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি জানিয়েছেন, যাদবপুর স্টেশনে মোট ৩ হাজার ৪৫ বর্গমিটার এলাকায় আধুনিক শপিং হাব তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। সেখানে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের খাবারদাবারের দোকান থাকবে। যাত্রীদের কথা মাথায় রেখেই দোকানগুলির বিন্যাস করা হবে। তবে প্রতিটি স্টলের আয়তন ৮০ বর্গফুটের বেশি হবে না। স্টেশন চত্বরে দোকানপাট তৈরি হলেও যাত্রী চলাচলের জায়গা যাতে কোনওভাবেই সংকুচিত না হয়, সেদিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, মোট জায়গার প্রায় ২০ থেকে ৩০ শতাংশ যাত্রীদের চলাচল এবং স্টেশনের সৌন্দর্যায়নের জন্য রাখা হবে। পাশাপাশি আরও ৫ থেকে ২০ শতাংশ জায়গায় যাত্রীদের বিশ্রাম এবং পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে। ফলে শপিং হাব তৈরি হলেও স্টেশনের স্বাভাবিক যাত্রী পরিষেবায় যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তা নিশ্চিত করার চেষ্টা থাকবে। রেলের পরিকল্পনা অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট স্টলগুলি ১০ বছরের চুক্তির ভিত্তিতে দেওয়া হবে। এই দোকানগুলির মাধ্যমে রেলের অ-ভাড়া রাজস্ব বা 'নন ফেয়ার রেভিনিউ' বাড়ানোরও পরিকল্পনা রয়েছে। অর্থাৎ যাত্রীদের পরিষেবা দেওয়ার পাশাপাশি এই প্রকল্প থেকে রেলের আয়ও বৃদ্ধি পাবে। ছোট ব্যবসায়ীরা স্টল নেওয়ার সুযোগ পাওয়ায় তাঁদের ব্যবসার পরিসরও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে শুধু শপিং হাব তৈরিতেই থেমে থাকছে না যাদবপুর স্টেশনকে আধুনিক করে তোলার পরিকল্পনা। যাত্রী পরিষেবার ক্ষেত্রে একাধিক নতুন পরিকাঠামো তৈরি করা হবে। স্টেশনে নতুন টিকিট বুকিং কাউন্টার তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি লিফট-সহ ফুট ওভারব্রিজ তৈরি করা হবে। এর ফলে প্রবীণ নাগরিক, শারীরিকভাবে বিশেষভাবে সক্ষম যাত্রী এবং অন্যান্য যাত্রীদের এক প্ল্যাটফর্ম থেকে অন্য প্ল্যাটফর্মে যাতায়াত অনেক সহজ হবে। স্টেশনের দুই প্রান্তে যানবাহন চলাচল এবং যাত্রী ওঠানামার ক্ষেত্রেও যাতে সমস্যা না হয়, তার জন্য উন্নত সার্কুলেটিং এরিয়া তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে। স্টেশনের বাইরে যানজট কমানো এবং যাত্রীদের নিরাপদে প্রবেশ ও বেরিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করাই এই পরিকাঠামোর অন্যতম লক্ষ্য। একইসঙ্গে স্টেশন চত্বরের সামগ্রিক সৌন্দর্যায়নের উপরেও গুরুত্ব দেওয়া হবে। এই উদ্যোগের সঙ্গে সাম্প্রতিক জবরদখল উচ্ছেদের ঘটনাও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কয়েক দিন আগে যাদবপুর স্টেশন চত্বর থেকে বেআইনি জবরদখলকারীদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে বহু হকারের রুজিরুটির বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এবার রেলের পরিকল্পিত শপিং হাবে স্টল পাওয়ার সুযোগ তৈরি হলে তাঁদের একাংশ নতুন করে ব্যবসা শুরু করার সুযোগ পেতে পারেন। যদিও কারা কীভাবে স্টল পাবেন, সেই প্রক্রিয়া এখনও স্পষ্ট নয়। অন্যদিকে, হকারদের কারণে স্টেশনে চলাচলের সমস্যা হচ্ছে বলে দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ করছিলেন যাত্রীদের একাংশ। জবরদখল সরিয়ে পরিকল্পিতভাবে দোকান তৈরি করা হলে একদিকে যেমন যাত্রীদের চলাচল স্বাভাবিক হবে, অন্যদিকে কেনাকাটার সুযোগও বজায় থাকবে। ফলে যাত্রী পরিষেবা এবং ছোট ব্যবসায়ীদের স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য তৈরির সুযোগ রয়েছে এই প্রকল্পে। রেলের এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে যাদবপুর স্টেশনের চেহারায় বড় পরিবর্তন আসতে পারে। আধুনিক শপিং হাব, উন্নত যাত্রী পরিষেবা, নতুন টিকিট কাউন্টার, লিফট-সহ ফুট ওভারব্রিজ এবং উন্নত সার্কুলেটিং এরিয়া মিলিয়ে স্টেশনটি আরও যাত্রীবান্ধব হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে। একইসঙ্গে অ-ভাড়া রাজস্ব বৃদ্ধি এবং ছোট ব্যবসায়ীদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির দিক থেকেও এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে রেল কর্তৃপক্ষ।

কলকাতায় 'বিকশিত ভারত সংকল্প সংস্থান'-এর অনুপ্রেরণামূলক জাতীয় সমাবেশ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৮ আগস্ট, ২০২৬ ঃ 'বিকশিত ভারত'-এর স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিকশিত ভারত সংকল্প সংস্থান-এর উদ্যোগে কলকাতার আরবানা এনআরআই কমপ্লেক্স (আরবানা ক্লাব)-এ এক অনুপ্রেরণামূলক জাতীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের নেতৃত্ব দেন বিশিষ্ট সমাজসেবী, অ্যাডভোকেট শ্রুতি মিশ্র ফাউন্ডেশন-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং সংস্থার পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য অ্যাডভোকেট শ্রুতি রেখা মিশ্র। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সভাপতি ড. মহেশ শর্মা। তিনি শিক্ষা, সামাজিক মূল্যবোধ ও জনসেবার মাধ্যমে আত্মনির্ভর, সমৃদ্ধ ও সাংস্কৃতিকভাবে শক্তিশালী ভারত গড়ে তুলতে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি জানান, সংস্থা 'ভিশন ২০৪৭'-এর অধীনে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ ১১টি ক্ষেত্রে কাজ করার সংকল্প নিয়েছে। এর অংশ হিসেবে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ১ লক্ষ শ্রেণিকক্ষ বিশিষ্ট আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং ভারতকে পুনরায় 'বিশ্বগুরু' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব শ্রী দিলীপ মহারাজ, শ্রী কার্তিক মহারাজ এবং গৌড়ীয় সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থেকে সেবাভাব, আধ্যাত্মিক চেতনা ও জাতীয় ঐক্যের গুরুত্ব তুলে ধরেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যাদবপুরের বিধায়িকা শর্বরী মুখার্জি, বিষ্ণুপুরের বিধায়িকা শুক্লা চট্টোপাধ্যায়, সালতোড়ার বিধায়িকা চন্দনা বাউরি এবং মালের বিধায়ক শুক্রা মুন্ডা, তপনের বিধায়ক বুধু রায় টুডু। তাঁদের পাশাপাশি সংস্থার সিনিয়র সদস্য রেখা শর্মা, বিশাল পান্ডিয়া এবং সমাজসেবী ও জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা উমেশ খান্ডেলওয়ালও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অ্যাডভোকেট শ্রুতি রেখা মিশ্র বক্তব্যে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক সচেতনতা, যুব উন্নয়ন ও জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে এই আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করা হবে। তিনি নৈতিক মূল্যবোধ, সম্মিলিত উদ্যোগ এবং সক্রিয় নাগরিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে 'বিকশিত ভারত'-এর স্বপ্ন বাস্তবায়নের আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয় অনুপ্রেরণামূলক বার্তা; 'একসঙ্গে চলুন, অংশগ্রহণ করুন, পরিবর্তন গড়ে তুলুন'-এর মাধ্যমে।

ভোট পরবর্তী হিংসা থেকে তোলাবাজি, একাধিক অভিযোগে গ্রেপ্তার নৈহাটির প্রাক্তন বিধায়ক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, ৮ আগস্ট, ২০২৬ ঃ ফের গ্রেপ্তার রাজ্যের এক প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক। এবার পুলিশের জালে নৈহাটির প্রাক্তন বিধায়ক সনৎ দে। তোলাবাজি, জমি দখল এবং ভোট পরবর্তী হিংসার মতো একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবার গভীর রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে পাকড়াও করা হয়। শনিবার তাঁকে বারাকপুর আদালতে তোলা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ২০২৪ সালের উপনির্বাচনে নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হয়েছিলেন সনৎ দে। তবে বিধায়ক হওয়ার আগে থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উঠেছিল বলে দাবি তদন্তকারীদের। দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় তোলাবাজির অভিযোগে তাঁর নাম জড়িয়েছিল। পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকায় জমি দখলের অভিযোগও উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক হিংসার ঘটনায়ও তাঁর নাম উঠে আসে বলে অভিযোগ। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর সনৎ দে-র বিরুদ্ধে নতুন করে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। সেই অভিযোগগুলির ভিত্তিতেই পুলিশ তদন্ত শুরু করে। তদন্ত চলাকালীন প্রাক্তন বিধায়কের বিরুদ্ধে আরও কয়েকটি অভিযোগ পুলিশের হাতে আসে বলে জানা গিয়েছে। এরপর তাঁর গতিবিধির উপর নজর রাখতে শুরু করেন তদন্তকারীরা। এর আগে গত জুন মাসে জনরোষের মুখেও পড়েছিলেন সনৎ দে। নৈহাটির বিজয়নগরে নিজের বাড়ির কাছাকাছি এলাকায় দলীয় কার্যালয় খোলার সময় তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। সেই সময় তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ার অভিযোগ ওঠে। পাশাপাশি 'চোর, চোর' স্লোগানও দেওয়া হয় বলে জানা যায়। সেই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। এরপরই প্রাক্তন বিধায়কের বিরুদ্ধে থাকা বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে আরও সক্রিয় হয় পুলিশ। তদন্তে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতে দত্তপুকুর এলাকায় অভিযান চালানো হয়। সেখান থেকেই সনৎ দে-কে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে ঠিক কী কী ধারায় মামলা হয়েছে এবং তদন্তে আরও কারও নাম উঠে এসেছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। নৈহাটি থানার সামনে দাঁড়িয়ে শনিবার সকালে বিজেপির ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার কিসান মোর্চার ভাইস প্রেসিডেন্ট দেবার্ক ঘোষ বলেন, ''নৈহাটির বাসিন্দা হিসাবে আমাদের দাবি একটাই, ওঁর কঠিন থেকে কঠিনতম শাস্তি হোক। নৈহাটি বিধানসভা এলাকায় ওঁকে কোমরে দড়ি বেঁধে যেন ঘোরানো হয়, ওসি-র কাছে আমরা সেই আবেদন জানিয়েছি। তা হলেই শান্তি পাব। অনেক অত্যাচার করেছেন। প্রত্যেক ভোট-পরবর্তী হিংসায় উনি যুক্ত ছিলেন। আমাদের সকলকে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল। নিজেদের বাড়িতেই থাকতে পারতাম না। বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিতেন। আমাদের জেলও খাটতে হয়েছে। সেই কর্মফল এখন ভুগতে হচ্ছে ওঁকে, সেই নৈহাটি থানাতেই ওঁকে নিয়ে আসা হয়েছে, দেখে ভাল লাগছে।'' সনৎ দে-র গ্রেপ্তারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং প্রাক্তন বিধায়কের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, নৈহাটির মানুষের উপর যে ধরনের অত্যাচারের অভিযোগ উঠেছে, তার জন্য কোনওভাবেই হালকা শাস্তি যথেষ্ট নয়। তিনি বলেন, তওকে কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরালে হবে না। তার চেয়ে কড়া শাস্তি দিতে হবে। যা অত্যাচার করেছে, নৈহাটির মানুষ ক্ষমা করবে না।দ এদিকে শনিবার বারাকপুর আদালতে সনৎ দে-কে পেশ করবে পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে তাঁকে হেফাজতে নেওয়ার আবেদন করা হতে পারে বলে সূত্রের খবর। প্রাক্তন বিধায়কের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের সত্যতা, তোলাবাজি ও জমি সংক্রান্ত ঘটনায় তাঁর ভূমিকা এবং ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগের সঙ্গে তাঁর কোনও যোগ রয়েছে কি না, সেসব খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী দল। আগামী দিনে এই মামলায় আরও গ্রেপ্তারি হয় কি না, সেদিকেও নজর রয়েছে।

আরজি করের বেড থেকেই 'নিখোঁজ' দুই রোগী, হাসপাতাল চত্বরে চাঞ্চল্য

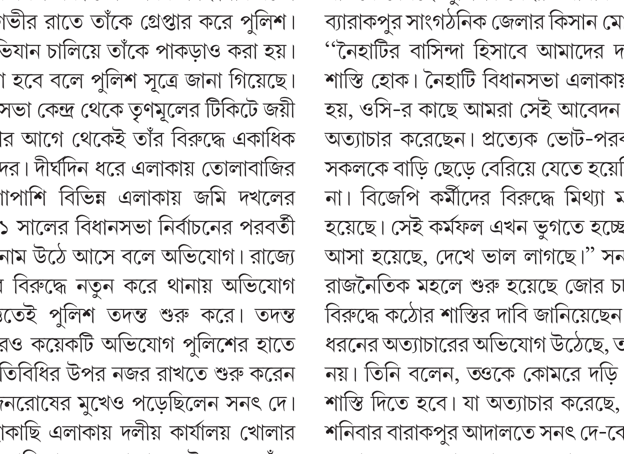

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৮ আগস্ট, ২০২৬ ঃ আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের বেড থেকে হঠাৎই নিখোঁজ দুই চিকিৎসাধীন রোগী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাসপাতাল চত্বরে সাময়িক চাঞ্চল্য তৈরি হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, দু'জনই চিকিৎসকদের অনুমতি ছাড়াই হাসপাতাল ছেড়ে চলে গিয়েছেন। হাসপাতালের নথিতে ঘটনাটি 'অ্যাবসকন্ডিং কেস' হিসেবে উল্লেখ করে পুলিশকে জানানো হয়েছে। নিখোঁজ দুই রোগীর নাম বিমল ঘোষ এবং দীপান্বিতা রায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চিৎপুরের বাসিন্দা দীপান্বিতা রায় আরজি কর হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার ইউনিটে ভর্তি ছিলেন। শুক্রবার রাত থেকে তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে চিৎপুর থানায় জানানো হয়। এরপরই বিষয়টি নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ শুরু করে পুলিশ। অন্যদিকে, ৫১ বছর বয়সি বিমল ঘোষকে অন্য একটি হাসপাতাল থেকে আরজি করে রেফার করা হয়েছিল। জ্বর এবং হৃদ্‌যন্ত্র সংক্রান্ত সমস্যার কারণে তাঁকে মেডিসিন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। শুক্রবার তাঁর পরিবারের সদস্যেরা হাসপাতালে এসে বিমলকে বেডে দেখতে না পেয়ে কর্তব্যরত নার্সকে বিষয়টি জানান। এরপর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও পুলিশকে খবর দেয়। হাসপাতালের এক আধিকারিক শনিবার জানিয়েছেন, নিখোঁজ দুই রোগীরই শুক্রবার ছুটি হওয়ার কথা ছিল। হাসপাতালের নিয়ম অনুযায়ী, বিকেলের পরে যাঁদের ছুটি দেওয়া হয়, তাঁদের দুপুরের খাবার খেয়ে হাসপাতাল থেকে বেরোনোর পরামর্শ দেওয়া হয়। কিন্তু দীপান্বিতা এবং বিমল দুপুরের খাবার খাওয়ার আগেই হাসপাতাল থেকে চলে গিয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। পরিবারের অভিযোগ, শুক্রবার সকাল ১১টা নাগাদ তাঁরা হাসপাতালে গিয়ে দেখেন রোগী বেডে নেই।এরপরই হাসপাতালের কর্মীদের কাছে খোঁজ করেন পরিবারের সদস্যরা। পরিবারের দাবি, এক নার্স তাঁদের জানিয়েছেন, বিমল ঘোষকে কিছু পরীক্ষা করানোর করানোর জন্য হাসপাতালেরই ল্যাবে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, এক ওয়ার্ড বয় জানিয়েছেন, তিনি বাথরুমে গিয়েছেন। পাশের বেডের এক রোগীর দাবি, সকাল ৮ নাগাজ বিমল ঘোষকে শেষবার তিনি দেখেছিলেন। সারাদিন কেটে গেলেও কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি ওই রোগীর। এরপর রাতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পরিবারকে জানানয় বিমলকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ঘটনার তদন্তে টালা থানার পুলিশ। এই ঘটনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে দু'টি ঘটনাকেই 'অ্যাবসকন্ডিং কেস' হিসেবে পুলিশের নজরে আনা হয়েছে। তবে দুই রোগী কেন হাসপাতাল ছেড়ে চলে গেলেন, তাঁরা কোথায় গিয়েছেন এবং তাঁদের সঙ্গে কোনও সমস্যা হয়েছিল কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ নিখোঁজ দুই রোগীর সন্ধানে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করছে। এদিকে ঘটনার পর হাসপাতালের নিরাপত্তা ও রোগীদের নজরদারি ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। হাসপাতাল সুপার সপ্তর্ষি চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, গোটা বিষয়টি নিয়ে তিনি বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছেন। রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই ঘটনাটির সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হবে বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে।

গৃহস্থ বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা হাওড়ার অবিনাশ ব্যানার্জি লেনে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৮ আগস্ট, ২০২৬ ঃ হাওড়ায় এবার ভরসন্ধ্যায় দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটলো। অভিযোগ, চুরি গিয়েছে প্রায় লক্ষাধিক টাকার গয়না। শুক্রবার চ্যাটার্জিহাট থানার অন্তর্গত ৭৬/১০, অবিনাশ ব্যানার্জি লেনের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। রাতেই পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অভিযোগ, বাড়িতে চুরির ঘটনা সাম্প্রতিক সময়ে এই প্রথমবার নয়। প্রায় একমাস আগেই এদের আরেকটি বাড়িতেও চুরির ঘটনা ঘটেছিল। এক মাসের ব্যবধানেই দুই বাড়িতে দু'বার ঘটল চুরির ঘটনা। সোনার ৩টি হার, ৪টি কানের দুল, ব্রেসলেট, আংটি চুরি গিয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের। এই প্রসঙ্গে বাড়ির মালিক অরুণ বৈরাগী জানিয়েছেন, তাঁদের এই এলাকায় দুটি বাড়ি রয়েছে। তাঁরা বিকেলে তালা দিয়ে পাশে নিজেদের দ্বিতীয় বাড়িতে চলে যান। সেই সময়েই বাড়িতে তালা খুলে ভিতরে ঢুকে আলমারি খুলে চুরির ঘটনা ঘটে যায়। সন্ধায় বাড়িতে ঢুকে অরুণ বাবুর ছেলে দেখেন বাড়ির তালা খোলা। ভিতরে লন্ডভন্ড অবস্থায় রয়েছে আলমারি। পরে অরুণ বাবুর স্ত্রী মণিকা বৈরাগী এসে দেখেন আলমারির ভিতর থেকে সমস্ত গয়না চুরি হয়ে গিয়েছে। চোর তালা খুলে ঢুকে ছাদ দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে বলে অনুমান। রাতেই পরিবারের তরফে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়। ঘটনাস্থলে আসে চ্যাটার্জিহাট থানার পুলিশ। শুরু হয়েছে তদন্ত। এই চুরির ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন ওই পরিবার। স্থানীয়দের মধ্যেও চাপা আতঙ্ক রয়েছে। এই বিষয়ে মণিকা বৈরাগী বলেন, 'বিকেলের দিকে দরজায় তালা দিয়ে আমরা আমাদের আরেকটা বাড়িতে গিয়েছিলাম। এরপর আমরা যখন রাত আটটার সময় পুরনো বাড়িতে ফিরেছি তখন দেখি বাড়ির দরজা খোলা। আলমারি খোলা ছিল। বিছানার চাদর থেকে শুরু করে জিনিসপত্র লন্ডভন্ড অবস্থায় মেঝেতে পড়েছিল। আলমারি থেকে সোনার তিনটি হার, আংটি, কানের দুল, ব্রেসলেট, চুড়ি, নথ সব চুরি হয়েছে। কাউকেই তেমন সন্দেহ হয়না। আমরা তিনজন ছাড়া এই বাড়িতে তো কেউ সচরাচর আসেও না। ছাদের খিল খোলা ছিল। আমাদের অনুমান যে বা যারা চুরি করতে এসেছিল তারা মেইন দরজা দিয়ে ঢুকে ছাদের খিল খুলে পালিয়েছে। আমাদের আর একটা বাড়িতেও একমাস আগে চুরি হয়েছিল। তখন আমার শাশুড়ী মায়ের সোনার গয়না চুরি হয়েছিল আলমারি থেকে।'

বাসের চাকায় পিষ্ট মহিলা, ডায়মন্ড হারবার রোডে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বেহালা, ৮ আগস্ট, ২০২৬ ঃ ফের শহরে পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল এক মহিলার। শনিবার সকালে বেহালার শিলপাড়া এলাকায় ডায়মন্ড হারবার রোডে দ্রুতগতির বাসের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে এক অজ্ঞাতপরিচয় মহিলার। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, বাসের ধাক্কায় রাস্তায় পড়ে যাওয়ার পর ওই মহিলাকে বাসের চাকায় পিষে দেয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। দুর্ঘটনার পর ঘাতক বাসটিকে আটক করেছে ঠাকুরপুকুর থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে শিলপাড়া এলাকায় রাস্তা পার হচ্ছিলেন ওই মহিলা। সেই সময় রাস্তার সিগন্যাল বন্ধ ছিল। মহিলা রাস্তার মাঝামাঝি পৌঁছনোর পর আচমকাই সিগন্যাল সবুজ হয়ে যায়। ঠিক সেই সময় ঠাকুরপুকুরের দিক থেকে আসা ১২সি রুটের একটি বাস দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসে। অভিযোগ, বাসটি ওই মহিলাকে ধাক্কা মারার পরও থামেনি। বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে গুরুতর জখম হন তিনি। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ঠাকুরপুকুর থানার পুলিশ। রক্তাক্ত অবস্থায় মহিলাকে উদ্ধার করে বিদ্যাসাগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতার পরিচয় এখনও জানা যায়নি। তাঁর পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। পাশাপাশি কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটল, বাসটির গতি কত ছিল এবং চালকের কোনও গাফিলতি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের একাংশের দাবি, বাসটির গতি যথেষ্ট বেশি ছিল। আচমকাই সিগন্যাল সবুজ হয়ে যাওয়ার পর বাসটি দ্রুত এগিয়ে আসে। ফলে চালক নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি বলেই তাঁদের অনুমান। যদিও দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। আটক করা বাসটি পরীক্ষা করার পাশাপাশি চালক ও প্রত্যক্ষদর্শীদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে পুলিশ। বেহালা ও সংলগ্ন এলাকায় পরপর পথ দুর্ঘটনা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। কয়েক দিন আগেই বেহালা চৌরাস্তা ও শিমুলতলা এলাকার মধ্যে বাসের রেষারেষির জেরে এক বাইক আরোহীর মৃত্যুর অভিযোগ। আগে বেহালা চৌরাস্তা এলাকায় লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে বড়িশা স্কুলের এক ছাত্রের মৃত্যু হয়েছিল। পরপর দুর্ঘটনার ঘটনায় স্থানীয়দের একাংশের প্রশ্ন, ব্যস্ত রাস্তায় যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ এবং ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় আরও কড়া নজরদারি প্রয়োজন কি না। শিলপাড়ার শনিবারের দুর্ঘটনার পর সেই প্রশ্নই ফের সামনে এসেছে।

'হর ঘর তিরঙ্গা' ও 'আয়ুষ্মান ভারত' কর্মসূচিকে সামনে রেখে হাওড়া পুরনিগমের উদ্যোগ

দুরন্তবার্তা, সুমন আদক, হাওড়া, ৮ আগস্ট, ২০২৬ ঃ শনিবার থেকে শুরু হয়েছে 'হর ঘর তিরঙ্গা' ও 'আয়ুষ্মান ভারতে'র সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি। হাওড়া পুরনিগমের তরফ থেকেও এদিন টাউন হলে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও পুরনিগমের সাফাই কর্মীদের জন্য স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি মোবাইল মেডিক্যাল ভ্যান এদিন নতুন করে যাত্রা শুরু করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সঞ্জয় সিং, পুর কমিশনার তেজস্বী রানা, পুরনিগমের সচিব অনুপম চক্রবর্তী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বিধায়ক সঞ্জয় সিং বলেন, হাওড়া পুরনিগমের পক্ষ থেকে তিরঙ্গা কর্মসূচি এবং জনগণনা কর্মসূচিকে সামনে রেখে একটি স্টিকার বানানো হয়েছে। যার মাধ্যমে পুরনিগমের নাগরিকেরা এন্যুমারেশান আইডি ব্যবহার করতে পারবেন। প্রতিটি বাড়িতে এই স্টিকার লাগানোর চেষ্টা করা হবে। কিউআর কোড এর মাধ্যমে সরাসরি ওই পেজের সঙ্গেও যুক্ত হওয়া যাবে। আমাদের এই নতুন প্রচেষ্টাকে মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য সংবাদমাধ্যমকেও আমরা আহ্বান জানাচ্ছি।' প্রসঙ্গত স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৯ থেকে ১৭ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে প্রথমবার আনুষ্ঠানিকভাবে কেন্দ্র-প্রবর্তিত 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচি পালন করছে। অন্যদিকে, দেশের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্যবীমা প্রকল্প 'আয়ুষ্মান ভারত' এর পরিষেবা পশ্চিমবঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে ১৬ আগস্ট ২০২৬ থেকে কার্যকর হচ্ছে।

সুরেন্দ্রনাথ কলেজে টাকা-কন্ডোম-কাণ্ডে হাই কোর্টের কড়া সিদ্ধান্ত

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৮ আগস্ট, ২০২৬ ঃ কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজের বন্ধ ইউনিয়ন রুম থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধারের ঘটনায় বড় ধাক্কা খেলেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা কলেজের প্রভাবশালী নেতা দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। মামলায় আগাম জামিন চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। তবে সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে আদালত। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে মামলাটি উঠেছিল। তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্তকে আগাম জামিন দেওয়া হলে প্রভাব পড়তে পারে বলে রাজ্যের তরফে সওয়াল করা হয়েছিল। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর সুরেন্দ্রনাথ কলেজের দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা ইউনিয়ন রুম খোলাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। আদালতের নির্দেশে রাজ্যের একাধিক কলেজের ইউনিয়ন রুম দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল। সেই পরিস্থিতিতে বেশ কয়েক বছর পর সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ওই ঘর খোলা হলে ভিতর থেকে সুটকেস ভর্তি বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধার হয়। তদন্তকারীদের দাবি, উদ্ধার হওয়া টাকার একটি বড় অংশ উইয়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কলেজের ইউনিয়ন রুমের মতো জায়গায় এত বিপুল পরিমাণ টাকা কীভাবে এল, তা নিয়েই শুরু হয় তদন্ত। ঘটনার পর থেকেই প্রশ্ন ওঠে, দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা ঘরের ভিতরে এত টাকা কারা রেখেছিল এবং কেনই বা সেই টাকা সেখানে মজুত করা হয়েছিল। বিষয়টি সামনে আসতেই কলেজের তৎকালীন রাজনৈতিক প্রভাব এবং ইউনিয়ন রুমের ব্যবহার নিয়েও একাধিক প্রশ্ন সামনে আসে। শুধু টাকা নয়, কলেজ ভবনের উপরের তলায় একটি বিশেষ ঘরেরও সন্ধান পাওয়া যায় বলে তদন্তকারী সূত্রে দাবি। সেখানে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, খাট, আলমারি-সহ একাধিক সামগ্রী ছিল। ওই ঘর থেকে কন্ডোমের প্যাকেট উদ্ধারের দাবিও সামনে আসে। বিষয়টি ঘিরে কলেজ চত্বরে আরও চাঞ্চল্য তৈরি হয়। পরে তদন্তের সময় কলেজের অন্য একটি ঘর থেকে অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধারের কথাও জানা যায়। এই ঘটনায় স্থানীয় তৃণমূল নেতা দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম তদন্তের কেন্দ্রে উঠে আসে। কলেজে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল বলে অভিযোগ ওঠে। তাঁর প্রভাব ছাড়া কলেজের একাধিক কাজ পরিচালিত হতো না বলেও অভিযোগ করা হয়। পুলিশ তদন্ত শুরু করার পর ধীরে ধীরে তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ সামনে আসে। এরপরই গ্রেফতারির আশঙ্কা তৈরি হওয়ায় আগাম জামিনের আবেদন করেন দেবাশিস। কলকাতা হাই কোর্টে সেই আবেদন নিয়ে শুনানি হয় বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে। রাজ্যের তরফে সরকারি আইনজীবীরা আগাম জামিনের আবেদনের তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁদের বক্তব্য, এই মামলার অভিযোগ যথেষ্ট গুরুতর। অভিযুক্তকে আগাম জামিন দেওয়া হলে তদন্তের গতিপ্রকৃতি প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একইসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ নথি বা তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করার আশঙ্কাও রয়েছে বলে আদালতে জানানো হয়। রাজ্যের আরও দাবি, অভিযুক্ত জামিন পেলে সাক্ষীদের প্রভাবিত বা ভয় দেখানোর সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ফলে মামলার গুরুত্ব, অভিযোগের প্রকৃতি এবং তদন্তের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে আদালত দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে।

বেআইনি ভাবে সরকারি রান্নার গ্যাস মজুতের অভিযোগে জয়নগরে গ্রেফতার দুই

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ৮ আগস্ট, ২০২৬ ঃ বেআইনি ভাবে সরকারি রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার চুরি করে মজুত ও বিভিন্ন জায়গায় বিক্রির অভিযোগে জয়নগরে গ্রেফতার দুই ব্যক্তি। ধৃতদের কাছ থেকে মোট ৪০টি সরকারি রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার উদ্ধার করেছে জয়নগর থানার পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার আইসি অমিত হালদারের নির্দেশে বিশেষ অভিযান চালায় পুলিশ টিম। এসআই শান্তনু ব্যাধ,এ এস আই বিশ্বজিৎ সরকার,এস আই অমরেন্দ্র সাহা সহ পুলিশের বিশেষ দল শুক্রবার রাতে জয়নগর থানার বহড়ু স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালায়। সেখানে একটি ঘরে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় ৪০টি সরকারি রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার। উদ্ধার হওয়া সিলিন্ডার গুলির মধ্যে ২৫টি ভর্তি ইন্ডেন গ্যাসের সিলিন্ডার, ১০টি খালি ইন্ডেন সিলিন্ডার এবং ৫টি খালিভারত গ্যাসের সিলিন্ডার রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। আর এই ঘটনায় পুলিশ সুকদেব হালদার (৬০) এবং ভাস্কর তরফদার ওরফে লবকে গ্রেফতার করেছে। ধৃত দুই জনেরই বাড়ি জয়নগর থানার নারায়ণীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁটাপুকুরিয়া এলাকায়। পুলিশের অভিযোগ, সরকারি রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার বেআইনি ভাবে সংগ্রহ করে একটি ঘরে মজুত রাখা হয়ে ছিল। পরবর্তীতে সেগুলি বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করা হত। তবে এই সিলিন্ডারগুলি কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং এই চক্রের সঙ্গে আরও কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। শনিবার ধৃত দু'জনকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। তদন্তের স্বার্থে জয়নগর থানার পুলিশ ধৃতদের সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানায়। আবেদনের গুরুত্ব বিবেচনা করে বারুইপুর মহকুমা আদালতের মহামান্য বিচারক ধৃতদের ছয় দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয়। পুলিশ হেফাজতে নিয়ে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে। এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, অন্য কোথাও আরও গ্যাস সিলিন্ডার মজুত করা হয়েছে কি না, কোথা থেকে সিলিন্ডার গুলি সংগ্রহ করা হত এবং কোথায় সেগুলি বিক্রি করা হত, সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখছে তদন্তকারীরা। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান,এই ঘটনার পিছনে আরও বড় কোনও চক্র থাকতেপারে।ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে সরকারি রান্নার গ্যাস চুরির একটি বড়সড় চক্রের হদিশ মিলতে পারে বলে ও মনে করছেন তদন্তকারীরা।

বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোম খোলার লাইসেন্স দিতে এক জানালা নীতি চালুর সিদ্ধান্ত সরকারের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৮ আগস্ট, ২০২৬ ঃ রাজ্য সরকার বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোম খোলার জন্য লাইসেন্স দিতে এক জানালা নীতি চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাক্তার শারদ্বত মুখোপাধ্যায় ছোট ও মাঝারি নার্সিংহোমের সংগঠন এসোসিয়েশন অফ প্রাইভেট হসপিটাল এন্ড নার্সিংহোম এর এক প্রতিনিধিদের দলের সঙ্গে গত সন্ধ্যায় স্বাস্থ্য ভবনে বৈঠক করেন। সেখানে ফায়ার লাইসেন্স, ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিসমেন্ট লাইসেন্স, আলট্রাসনোগ্রাফি মেশিন ব্যবহারের জন্য যে ছাড়পত্র লাগে সেইসব বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সব ধরনের নথি জমা দিয়ে বিভিন্ন দপ্তর ঘুরে এই লাইসেন্স সংগ্রহ করা খুব অসুবিধার বলে সংগঠনের তরফে অভিযোগ জানানো হলে এই জন্য এক জানালা নীতি চালু করা হবে বলে মন্ত্রী তাদের আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যের ছোট ও মাঝারি নার্সিংহোমেও আয়ুষ্মান ভারত যোজনায় ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া হবে বলে তিনি বৈঠকে জানান। এর ফলে রাজ্যের আড়াই হাজার ছোট ও মাঝারি নার্সিংহোমে চিকিৎসা করতে আসা সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন। এই যোজনার সুবিধার দেওয়ার জন্য যে সমস্ত নার্সিংহোমের এন এ বি এইচ এল এর স্বীকৃতি রয়েছে তারা সংশ্লিষ্ট অস্ত্রোপচারের জন্য দশ শতাংশ হারে বেশি টাকা পাবে বলে বৈঠকে ঠিক হয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৪৯ সংখ্যা, রবিবার , ২৩ শ্রাবণ, ১৪৩৩

সঙ্গীতপ্রেমী কাশী প্রসাদ

বিডন স্ট্রীটের উপর দক্ষিণমুখী এই বাড়ীটি প্রখ্যাত কবি, সাংবাদিক ও সঙ্গীতপ্রেমী কাশী প্রসাদ ঘোষের বাসভবন। এই বাড়ীর দোতলার বিশাল বৈঠকখানায় একসময় প্রতিদিন সঙ্গীতের আসর বসত। বাড়ীর পূজাপার্বণ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে এই বাড়ীতে আসতেন সস্ত্রীক লর্ড বেণ্টিঙ্ক, মেটকাফ, অকল্যাণ্ড, ডালহাউসি, এলগিন প্রমুখ বড়লাট ও ছোটলাটেরা। সমাজে কাশীপ্রসাদ এত জনমান্য ব্যক্তি ছিলেন যে জৈন ধর্মাবলম্বীদের পরেশনাথের শোভাযাত্রা এই বাড়ীর স্তম্ভ বিশিষ্ট গাড়ী বারান্দার ভিতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ত, যা'তে বাড়ীর মহিলারা বাড়ীর ভিতর থেকেই শোভাযাত্রা দেখতে পারেন। এই ঐতিহাসিক বাড়ীর বৈঠকখানায় কাশীপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, হরিশ মুখার্জী, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণদাস পাল সমেত বহু প্রথিতযশা মানুষ। ওঁর পুত্রের কাছে আসতেন জ্যেতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ সমেত ঠাকুর পরিবারের অনেকে। ভাগ্যের পরিহাস, এখন এই ঐতিহাসিক বাড়ীটি বিবাহ উপলক্ষ্যে ভাড়া দেওয়া হয়। ছাদের উপর একটি বাড়তি তলা নির্মিত হওয়ায় বাড়ীটির সৌন্দর্য্যহানি ঘটেছে। বাড়ীটির সামনের অংশে এখন একটি রেস্তোরাঁ নির্মিত হয়েছে। প্রসঙ্গত, কাশীপ্রসাদ ঘোষের জন্ম হয়েছিল খিদিরপুরে ওঁর মাতুলালয়ে। ওঁর মাতামহ রামনারায়ণ বসু সর্বাধিকারীর সেই বাড়ীটি ১৮৩২ সালে কিনেছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্তর পিতা রাজনারায়ণ দত্ত। মধুসূদন এই বাড়ীতে বাস করেছিলেন ১৮৩৭ সাল থেকে ছয় বছর। তারপর মধুসূদন এই বাড়ীটি ত্যাগ ক'রে অন্যত্র চলে যান ও খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন ১৮৪৩ সালে। কে ছিলেন এই বাড়ির মালিক? কাশীপ্রসাদ ঘোষ (জন্মঞ্জ ৫ আগস্ট ১৮০৯, খিদিরপুর)। উনিশ শতকের প্রথমাংশের একজন শিক্ষিত, রূপবান ও গুণী লোক । উনি হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, ইংরেজিতে সাহিত্যচর্চা করতেন এবং বাংলা গানও রচনা করতেন (৩০০-র বেশি গান; নিধুবাবুর যুগের প্রভাবে টপ্পা অঙ্গে)। তাঁর গান পরবর্তী সংকলনগুলোতে স্থান পেয়েছিল। তিনি পরবর্তীকালে হেদুয়ায় বাড়ি করেন। মিনি গ্রীক টেম্পলের মত। কাশীপ্রসাদের পৌত্র ছিলেন তারাপ্রসাদ ঘোষ। উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি সঙ্গীতপ্রীতি পেয়েছিলেন। ছোটবেলাটা কাটে কাশীতে, যেখানে তিনি ধ্রুপদ শেখেন রামদাস গোস্বামীর কাছে এবং আলী মহম্মদ খাঁ (বড়কু মিয়া, তানসেনের বংশজাত)-এর কাছে যন্ত্রালাপ ও ধ্রুপদ শেখেন। তিনি নিজে পেশাদার ওস্তাদ হননি, কিন্তু সঙ্গীতপ্রেমী ও বড় পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কলকাতায় বিখ্যাত ছিলেন। এই বাড়িতেই তারা প্রসাদের আমলে ভারতবিখ্যাত গুণীদের আসর বসত। পশ্চিম ভারত থেকে আসা ওস্তাদরা এখানে আশ্রয় নিতেন এবং গান-বাজনা পরিবেশন করতেন। উল্লেখযোগ্য সঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে কালে খাঁ (খেয়ালগায়ক), ইমদাদ খাঁ (সেতার ও সুরবাহার), দৌলত খাঁ (ধ্রুপদী)। এই বাড়ি ও পরিবার কলকাতার সঙ্গীত-ঐতিহ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কাশীপ্রসাদের সাহিত্যিক ও সঙ্গীতিক অবদান এবং তারাপ্রসাদের পৃষ্ঠপোষকতায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর;দুটোই হেদুয়ার এই ঘোষ-বাড়িকে স্মরণীয় করে রেখেছে। বাড়িটি রয়েছে সকলের সমানে। কিন্তু এই বাড়ির ইতিহাসকে ভুলে গিয়েছে।

সুরেন্দ্রনাথ

স্বাধীনতার সূর্য ডোবার সঙ্গে শুরু হল ইংরেজ জাতির শাসন ও শোষণ। আমাদের সোনার দেশ তার গৌরব হারাতে বসলো। অনেক মনীষীই দেশে মান মর্যাদা ফিরিয়ে আনার সংকল্প নিলেন। শুরু হল আন্দোলন ও সংগঠনের কাজ। এই সঙ্গে আর একজন মনীষীর নাম ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাঁর নাম সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন বাংলাদেশকে ভেঙে দুভাগে ভাগ করার চেষ্টা চলছে। ইংরেজদের কূটনীতি বুঝতে পারলেন সুরেন্দ্রনাথ। তিনি এই অভিসন্ধির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। গড়ে তুললেন বিরাট আন্দোলন। এই আন্দোলনের নেতা সুরেন্দ্রনাথকে সবাই স্বীকার করে নিলেন। তিনি 'রাষ্ট্রগুরু' এই আখ্যায় ভূষিত হলেন। ১৮৪৮ খ্রিঃ ১০ই নভেম্বর জন্ম হয় সুরেন্দ্রনাথের। বাবা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নাম করা ডাক্তার। সংসারে কোনো অভাব ছিল না। এই সচ্ছল পরিবেশে সুরেন্দ্রনাথ বড়ো হতে লাগলেন। ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন মেধাবী। পড়াশোনায় তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল। স্কুল কলেজের প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি খুব ভালো ফল করতেন। তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যেত নিষ্ঠা ও সংকল্প। তাঁকে যে বড় হতেই হবে, তাই তিনি স্থির করলেন কলেজের পড়া শেষ করেই সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবেন। তাহলেই তিনি শাসন বিভাগে উচ্চ পদ লাভ করতে পারবেন। কিন্তু তাঁকে এই পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হল না। তিনি নাকি বয়সের সীমা অতিক্রম করে গেছেন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে রাজী হলেন না। তাই তিনি এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। কিন্তু তাতে কোনো কাজ হল না। অবশেষে তিনি মামলা শুরু করলেন এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিলাতের আদালতে। শেষ পর্যন্ত তিনি এই মামলায় জয়ী হলেন। তারপর তিনি এই পরীক্ষায় বসার অনুমতি পান। সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া কঠিন হল না। তিনি সীমিত সময়ের মধ্যেই সাফল্য লাভ করলেন। সরকার তাঁকে শ্রীহট্ট জেলার সহকারী জেলাশাসক পদে নিয়োগ করলেন। তাঁর তেজস্বিতায় দেশবাসী খুশি। তাঁরা বুঝলেন যে এই মানুষটির মধ্যে লুকিয়ে আছে বিরাট এক দেশনেতা আর নেতৃত্ব দেবার অসাধারণ ক্ষমতা। তোলাই ছিল এই গণবিপ্লবের উদ্দেশ্য। কাজটা খুব সহজ ছিল না। তাই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীনতার জয়গান গাইতে শুরু করলেন অগণিত মানুষ। জাগরণের মন্ত্রে তৈরি করলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সব শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেই অভয় শক্তি আসে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

সাধক রামপ্রসাদ বলতেন, আমি সব কিছুই জানতে পারি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আমার ভিতরের শক্তি। এই শক্তি দিয়ে আমি সব কিছু ধরতে পারি। বুঝতে পারি। অপরের মনের কথাকে বলতে পারি। মানুষের মনের কথাকে আমি অন্তর শক্তি দিয়ে অনুভব করতে পারি। আমার যে শক্তি রয়েছে সেই শক্তি দিয়ে আমার বহির্প্রকাশ করতে পারি। মানুষ দেখলে বুঝতে পারি কে কেমন। তার স্বভাব কেমন? তিনি কি চান? এটা মা শ্যামার একটি অসীম শক্তি। এই শক্তি দিয়ে মা শ্যামা সব কিছু জানতে এবং বুঝতে পারেন । আসলে মা শ্যামাই হচ্ছেন বিশ্ব মাতা। তিনি শক্তি। ভক্তি। তিনি ধ্যান। তিনি ধারনা। তিনি সাধনা। তিনি মন্ত্র। তাঁর মতো শক্তি আর কারোর নেই। মা শ্যামা হচ্ছেন শক্তি আধার। গোটা বিশ্বকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে মা শ্যামা। তিনি হচ্ছেন আদ্যাশক্তি মা। জীবনে চলতে গেলে আদ্যামায়ের শক্তির প্রয়োজন। আদ্যাশক্তির প্রয়োজন রয়েছে। আদ্যাশক্তির বলেও চলাফেরা করা সম্ভব। সেই আদ্যাশক্তির প্রয়োজন।

স্বাধীনতা সংগ্রামী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রকুমার শীল

বিশ্বকবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমরা সবাই চিনি। কিন্তু তিনি যে স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন সেটা কি কোনও দিন ভেবে দেখেছি। কেউ কেউ বলবেন নিশ্চয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। ১৯০৫ সালে তিনি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে ছিলেন। কথাটা একেবারে খাঁটি ষোল আনা সত্য। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ১৯০৫ সালের জুলাই মাস বেসরকারিভাবে

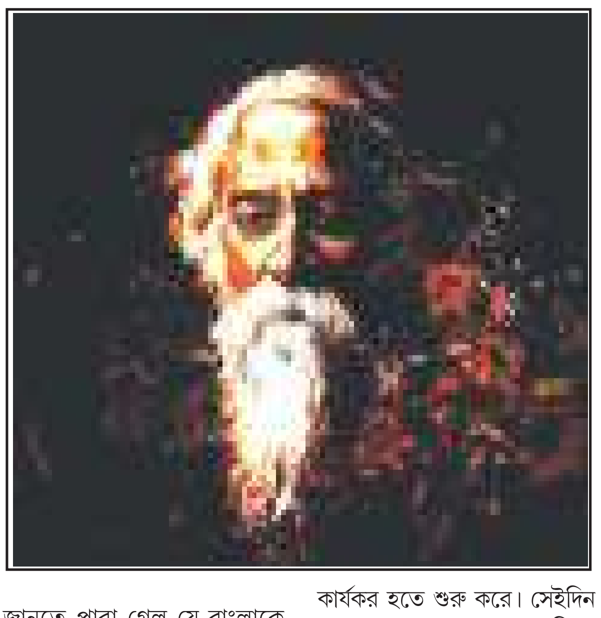

জানতে পারা গেল যে বাংলাকে ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে। সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ মোহন মিত্র বিদেশি পণ্য 'বয়কট' এর ডাক দিলেন। তিনি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সঞ্জীবনী' তে এই নিয়ে একটি নিবন্ধ লিখে বাংলার মানুষকে বিদেশি পণ্য বয়কটে অংশ গ্রহণ করার ডাক দিলেন। ঠিক সেই সময়ে অমৃত বাজার পত্রিকাতে 'জি' ছদ্মনাম দিয়ে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল বয়কটের ডাককে সমর্থন করে। সবাই মনে করতে শুরু করেছিল যে সেই চিঠিটি লিখেছিলেন লালমোহন ঘোষ। কিন্তু পরে জানতে পারা গেল সেই চিঠি লিখেছিলেন অরবিন্দ ঘোষ অথবা তাঁর ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। তবে অধিকাংশ পাঠকেরা বিশ্বাস করেন এই লেখা চিঠি লিখেছিলেন বিপ্লবী অরবিন্দ। তখন তিনি বিপ্লবী হননি। তিনি তখন বরোদাতে। বাংলায় এসে উপস্থিত হননি।

১৯০৫ সালে ১৯ জুলাই ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো পূর্ব বঙ্গ এবং আসামকে নতুন প্রভিন্সের রূপ দেওয়া হবে। বাংলার সমস্ত মানুষ ব্রিটিশ সরকারের ওপরে ক্ষিপ্ত হল। ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কলকাতা টাউন হলে একটি ঐতিহাসিক সমাবেশ হয়েছিল। সেই সমাবেশে অংশ গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ভুপেন্দ্রনাথ বসু এবং অম্বিকা চরণ মজুমদার। টাউন হলের সভায় প্রায় বিশ হাজারের অধিক লোক সমাগম হয়। চার হাজার ছাত্র জমায়েত হয়েছিল। সেই সভায় রবীন্দ্রনাথ 'বাংলার মাটি বাংলার জল' এবং 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত পরিবেশন করেন। যন্ত্র সঙ্গীতে সংগত দিয়েছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। ১৯০৫ সালে ১৬ অক্টোবর থেকে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হতে শুরু করে। সেইদিন সারা বাংলা জুড়ে 'অরন্ধন' দিবস পালিত হল। ব্রিটিশ সরকারকে বলা হল বাংলা ভাগ করার সিদ্ধান্তকে প্রত্যাহার করতে হবে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তা সহজে ফিরিয়ে না নেওয়ার সিদ্ধান্তে অবিচল। যার ফলে জনতা রাস্তায় নেমে এসে বিদেশি পণ্য বয়কট করা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ে রাস্তায় উপস্থিত হয়ে 'রাখি' পরিয়ে জনগণকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে উজ্জীবিত করতে শুরু করেন। বাংলার সমস্ত মানুষ গঙ্গা স্নান করে প্রতিজ্ঞা করতে থাকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন চলবে। যতদিন না ইংরেজ সরকার বাংলা ভাগ থেকে বিরত না হচ্ছে। সরকারকে বাংলা ভাগ করার সিদ্ধান্ত ফিরিয়ে নিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই সময়ে চিৎপুরের বড় মসজিদে (নাখদা মসজিদ) উপস্থিত হয়ে মুসলমানদের ভাই বলে গ্রহণ করে তাদের হাতে রাখি পরাতে শুরু করে দিলেন। হিন্দু মুসলমান এক হয়ে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বাংলা ভাগ করা নিয়ে গর্জন করে প্রতিবাদ করতে শুরু করে। তারপরে সেখান থেকে রবীন্দ্রনাথ পার্সি বাগান পার্কে উপস্থিত হয়ে বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। সেখানেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল ফেডারেশন হল (মিলন মন্দির) এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হবে। ১৯০৫ সালে অক্টোবর মাসে সরকার থেকে বার্তা দেওয়া হল কোনও ছাত্ররা রাজনীতি সভা এবং মিছিল অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। ১৯০৫ সালে নভেম্বর মাসে সরকার থেকে নির্দেশ জারি হল 'বন্দে মাতরম' স্লোগান দেওয়া নিষিদ্ধ। সরকার নির্দেশ বিরোধী সোসাইটি নির্মাণ করা হল। তার সম্পাদক হলেন শচীন্দ্র প্রসাদ বসু। কিন্তু ৪ নভেম্বর ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশ অমান্য করে রংপুর জেলা স্কুলের ছাত্ররা কলেজ স্কোয়ারের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সভায় অংশ গ্রহণ করলো। সেই বছরেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর একটি সঙ্গীত রচনা করলেন যা আজকে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে পরিচিত- 'ও আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'। এই দুটে গান বাংলাকে ভাগ করার ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বাংলার ছাত্র থেকে শুরু করে তরুণদের আন্দোলনকে কোনও রকমভাবে রুখতে পারছিল না ব্রিটিশ সরকার। একেবারে নাজেহার অবস্থা সরকারের।

১৯০৭ সালে 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করলো ব্রিটিশ সরকার। ১৯০৭ সালে ২৩ সেপ্টেম্বর ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষ এবং হেমেন্দ্রনাথ বাগচীকে অপরাধী বলে গণ্য করলেন। মুদ্রক অপূর্বকৃষ্ণ বোসকে তিন মাসের জেল দেওয়া দিলেন বিচারপতি কিংসফোর্ড। ঠিক সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দকে শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখলেন একটি কবিতা। তিনি লিখলেন 'অরবিন্দ রবীন্দ্রের সহ নমস্কার।' কবিতা লেখার সালেই রবীন্দ্রনাথ এসে উপস্থিত হলেন রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে। সেই সময়ে অরবিন্দ রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে থাকতেন। সেই সয়ে রাজা সুবোধ মল্লিক, অরবিন্দ ঘোষ, মনমোহন ঘোষ, নিরোদ মল্লিক এবং চন্দননগরের চারু চন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। এনারা সবাই কবিগুরুকে সাদরে গ্রহণ করে ঘরে নিয়ে এসে বসান। রবীন্দ্রনাথ তখন অরবিন্দের কাঁধে হাত রেখে হেসে বলেছিলেন, " ইউ নোবেল মাইণ্ড! ডিড ইউ প্লে ফলস ইউথ মি?" অরবিন্দ মৃদু স্বরে বলে ছিলেন, " নট ফর লং"। তারপরে সকলের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন রবীন্দ্রনাথ। আলোচনা চলার সময়ে বিপ্লবী চারু চন্দ্র বলেছিলেন, " ইউ ডিড নট অ্যালাও হিম টু গো টু জেল। ইউ হ্যাব বার্ন ওয়ান অর টু ইমপোর্ট্যান্ট পেপার্স। দিস ইজ ওনলি দ্য বিগিনিং। ইওর পোয়েম ইউল নো গো ইন ভেইন।" বিপ্লবী জীবন ত্যাগ করে ঋষি অরবিন্দ পরিণত হওয়ার পরে পণ্ডিচেরিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। আশ্রমিক জীবন কীভাবে কাটাছেন অরবিন্দ তা নিজের চোখে দেখে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বুঝতে পেরে ছিলেন বাংলায় যে সশস্ত্র সংগ্রামের আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে এসেছেন অরবিন্দ তা কোনও দিনই নিভে যাবে না। ভারত স্বাধীনতা লাভ না করা পর্যন্ত তা জ্বলতে থাকবে। সেইটাই পরবর্তী কালে সেটাই দেখতে পাওয়া গিয়েছিল।

বাংলায় অরবিন্দের শূন্য স্থানকে পূরণ করতে এগিয়ে এসেছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) এবং রাসবিহারী বোস। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (জন্ম ঃ ৭.৯.১৮৭৯ মৃত্যু ঃ ১০.০৯.১৯১৫) বাংলায় সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার দিকে নজর দিতে শুরু করে দিয়েছিলেন। আর বিপ্লবী রাস বিহারী বোস (১৮৮৬-১৯৪৫) বাংলার বাইরে বিপ্লবী আন্দোলনকে বিস্তার করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসেন বিপ্লবী অনুকূল মুখার্জি এবং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী। রডা কোম্পানি'র (১৯১৪) অস্ত্র লুন্ঠন করা হয়েছিল বাঘা যতীনকে আরও অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করতে। আরও বিদেশি অস্ত্র আসার কথা ছিল। কিন্তু ইরেজ সরকার কৌশল করে তা আগেই আটকে দেয়। তার ফলে বালেশ্বর যুদ্ধে ইরেজ সেনাদের সঙ্গে লড়াই করে প্রাণ গেল বাঘা যতীনের। আর রাসবিহারী দিল্লিতে লর্ড হাঞ্জিজের শোভাযাত্রায় (১৯১২) বসন্ত বিশ্বাসকে দিয়ে বোমা মেরে গা ঢাকা দিলেন। তারপরে তিনি দেশে থাকাকে নিরাপদ না মনে করে রবীন্দ্রনাথের সচিব সেজে জাপান পালিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। তারপরে সুভাষ চন্দ্র রোস (যিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বারা 'দেশনায়ক' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন) জাপানে উপস্থিত হয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্ব ভার নেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলার তথা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন। সবচেয়ে তাঁর দেশভক্তির প্রমাণ হচ্ছে জালিয়ানওয়ালা বাগে নরকীয় হত্যাকাণ্ডের (১৯১৯ সাল) জন্য ব্রিটিশ সম্মান 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করা। বিদ্রোহী কবি নজরুলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে যখন 'বিদ্রোহী' কবিতা রচিত হয়েছিল। এই কবিতাটি নজরুল রচনা করেছিলেন ১৯২১ সালে। কবিগুরুকে কবিতাটি শোনান

মেদিনীপুরের হাবিবপুরে ক্ষুদিরামের জন্মস্থান

রমেন হাজরা

সকালে বীরসিংহ গ্রামে পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মস্থান দেখে ওনাকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে রওনা দিলাম মৌবনি (হবিবপুর) গ্রামে বীর শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর জন্মস্থান দেখার উদ্দেশ্যে। খুঁজতে খুঁজতে ও গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞেস করতে করতে অবশেষে পৌঁছে গেলাম মৌব নিতে। মূল রাস্তার ধরেই বড় ফটক করা আছে। বেশ সুন্দর করে রাখা আছে পুরো জায়গাটা। ক্ষুদিরাম বসুর একটা মর্মর মূর্তি আছে, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। সারি সারি গাছ, দীঘি, ও সবুজে মোড়া গ্রাম দেখে খুব ভালো লাগলো। ছোট বেলায় আমাদের পাঠ্য বইতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস থাকতো। মা আমাদের এই ক্ষুদিরাম বসুর জীবনী পড়ালেই কেঁদে ফেলত, আমরাও ভাই বোনেরা মায়ের সাথে কাঁদতাম, এতটাই আবেগ জড়িয়ে মা আমাদের পড়াত। ভারতের স্বাধীনতা ইতিহাসে কনিষ্ঠতম বীর শহীদ ছিলেন এই ক্ষুদিরাম বসু। আজ তার জন্মস্থানে এসে সেই পুরোনো আবেগ আমাকে আবার তাড়া করলো। মাঝে মাঝেই আমি এমন ঘুরি বাংলার জেলা গুলোতে শ্রদ্ধা জানাতে যেখানে বাংলার প্রকৃত জ্ঞানী, গুণী, শহীদ বিপ্লবীরা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন তাঁদের খোঁজে, সেই ইতিহাসের সন্ধানে। স্পর্শ করে অনুভব করার চেষ্টা করি সেই সময়কে। ক্ষুদিরামকে নিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম কবিতা ও প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং অনেক গানও তখন রচিত হয়েছিল। পীতাম্বর দাস ক্ষুদিরামের ফাঁসির উদ্দেশ্যে রচনা করেনঞ্জ 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি...হাসি হাসি পরব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী...' প্রতি ১৫ই অগাস্ট ও প্রজাতন্ত্র দিবসে আজও যখন লতা মঙ্গেস্কর এর কণ্ঠে এই গানটা বাজে, আমি আবেগ তাড়িত হয়ে উঠি। মনে হয় যারা শুধু দিয়ে গেল, পেলো না কিছুই।

ক্ষুদিরাম বসু ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর মেদিনীপুর শহরের কাছাকাছি (বর্তমান পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা) কেশপুর থানার অন্তর্গত মৌবনী (হাবিবপুর) গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা ত্রৈলোক্যনাথ বসু ছিলেন নাড়াজোলের তহসিলদার। তার মার নাম লক্ষ্মীপ্রিয় দেবী। তিন কন্যার পর তিনি তার মায়ের চতুর্থ সন্তান। তার দুই পুত্র অকালে মৃত্যুবরণ করেন। অপর পুত্রের মৃত্যুর আশঙ্কায় তিনি তখনকার সমাজের নিয়ম অনুযায়ী তার পুত্রকে তার বড়ো দিদির কাছে তিন মুঠো খুদের (চালের খুদ) বিনিময়ে বিক্রি করে দেন। খুদের বিনিময়ে কেনা হয়েছিল বলে শিশুটির নাম পরবর্তীকালে ক্ষুদিরাম রাখা হয়। ক্ষুদিরামের বয়স যখন মাত্র পাঁচ বছর তখন তিনি তার মাকে হারান। এক বছর পর তার পিতার মৃত্যু হয়। তখন তার বড়ো দিদি অপরূপা তাকে দাসপুর থানার এক গ্রামে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। অপরূপার স্বামী অমৃতলাল রায় ক্ষুদিরামকে তমলুকের হ্যামিল্টন হাই স্কুল-এ ভর্তি করে দেন। এই হামিল্টন স্কুল ও আমরা পরে পূর্ব মেদিনীপুরে তমলুকে গিয়ে ভিতরে ঢুকে দেওয়াল স্পর্শ করে অনুভব করে এসেছি। ক্ষুদিরাম বসু তমলুকের হ্যামিল্টন স্কুল এবং মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। বাল্যকালে তার শিক্ষা জীবন শুরু হয় আনন্দপুরের একটি মিডল স্কুলে। সেখানে তিনি চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন।

কিশোর ছাত্র ক্ষুদিরাম এই সমস্ত বিপ্লবী আলোচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। স্পষ্ট ভাবেই তিনি অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করেন এবং কলকাতায় বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এর কর্মতৎপরতার সংস্পর্শে আসেন। তিনি ১৫ বছর বয়সেই অনুশীলন সমিতির একজন স্বেচ্ছাসেবী হয়ে ওঠেন এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসন বিরোধী পুস্তিকা বিতরণের অপরাধে গ্রেপ্তার হন। ১৬ বছর বয়সে ক্ষুদিরাম থানার কাছে বোমা মজুত করতে থাকেন এবং সরকারিআধিকারিকদেরকে আক্রমণের লক্ষ্য স্থির করেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তিনি মাত্র ১৫ বছর বয়সে ব্রিটিশবিরোধী লিফলেট বিলি করে রাজনীতিতে জড়ান। তিনি যুগান্তর বিপ্লবী দলে যোগ দেন এবং অস্ত্র চালনা ও বোমা তৈরির প্রশিক্ষণ নেন। বিচারক ডগলাস কিংসফোর্ডের চরম অত্যাচার ও রায়ের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে বিপ্লবীরা তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করেন।

১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল বিহারের মুজাফফরপুরে কিংসফোর্ডের গাড়ি ভেবে ভুল করে অন্য একটি গাড়িতে বোমা নিক্ষেপ করেন ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী। এই ঘটনায় দুর্ভাগ্য বশত দুই ব্রিটিশ নারী নিহত হন, যারা ছিলেন কেনেডি ও তাঁর কন্যা। ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল নিজেদের রাস্তায় পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করেছিলেন। মধ্যরাতের মধ্যে সারা শহর ঘটনাটা জেনে গিয়েছিল, এবং খুব সকাল থেকেই সমস্ত রেলস্টেশনে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করে এবং প্রত্যেক যাত্রীর ওপর নজর রাখা হয়। সকাল পর্যন্ত ক্ষুদিরাম ২৫ মাইল পায়ে হেঁটে ওয়াইনি নামে এক স্টেশনে পৌঁছান। সেখানে তিনি পুলিশের হাতে ধরা পড়েন।

বিদ্যোৎসাহী লেডি অবলা বসু

অভিজিৎ ব্যানার্জি

সাহিত্যিক, সমাজসেবী এবং শিক্ষাব্রতী অবলা বসু জন গ্রহণ করেন ৮ আগস্ট, ১৮৬৪ সালে। ১৯১০ সালে তিনি ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের সম্পাদিকা হন। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত তিনি অসামান্য যোগ্যতার সঙ্গে স্কুলটি পরিচালনা করেন। পুরো স্কুলটিকেই নতুন করে গড়ে তোলেন অবলা। দিদি সরলা রায়ের সঙ্গে গোখেল মেমোরিয়াল স্কুলটিও প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলার মেয়েদের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে ১৯১৯ সালে 'নারী শিক্ষা সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অবলা। এই সংস্থা গ্রাম-বাংলায় বালিকাদের জন্য অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করে। বিধবাদের স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে 'বিদ্যাসাগর বাণীভবন', 'মহিলা শিল্প ভবন' ও 'বাণীভবন ট্রেনিং স্কুল' নামক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। 'বসু বিজ্ঞান মন্দির'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্যাও ছিলেন অবলা। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর সঞ্চিত এক লক্ষ টাকা দিয়ে 'অ্যাডাল্টস প্রাইমারি এডুকেশন' নামক প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন। তৎকালীন নামী ইংরেজি পত্রিকা 'মর্ডান রিভিউ'-এ নারী শিক্ষা- নারী স্বাধীনতা বিষয়ক তাঁর একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। পাশাপাশি বিভিন্ন বাংলা সাময়িক পত্রিকায় বেরিয়েছিল তাঁর বেশ কিছু প্রবন্ধ এবং ভ্রমণ কাহিনি। অবলা বসুর ছড়ানো ছিটানো গদ্য রচনাগুলির কিছু নিদর্শন একটিমাত্র সংকলনেই পাওয়া যায় , শকুন্তলা শাস্ত্রী প্রকাশিত বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও লেডি বসুর 'প্রবন্ধাবলী' নামে। ১৩০২ থেকে ১৩৩২ এই তিন দশকের বিভিন্ন সময়ে 'মুকুল' এবং 'প্রবাসী' পত্রিকায় ভ্রমণ কাহিনি লিখেছেন অবলা। এবছর কলকাতা বইমেলায় 'পরশপাথর' থেকে প্রকাশিত হয়েছে বেড়ানোর কাহিনি - 'অবলা বসুর ভ্রমণকথা'। এটাই কিন্তু তাঁর একমাত্র ভ্রমণ কাহিনি সংকলন, এবং একমাত্র একক সংকলিত বইও। বাংলা ১৩০২ সালের অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যার মুকুল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর 'কাশ্মীর'

ভ্রমণ কাহিনি। লেখার শুরুতেই অবলা বলছেন, 'ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের বালক বালিকাগণ বাল্যকাল হইতেই ভ্রমণ বৃত্তান্ত পড়িতে ভাল বাসে, তাহার সুফল এই হয় যে, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহারা নূতন দেশ আবিষ্কারের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়। ... আমাদের এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া এতটা না হইলেও আশা করি তোমাদের মধ্যে অনেকের মনে নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া প্রকৃতির শোভা দেখিবার আগ্রহ জন্মিবে।' এই যে অন্যরকমভাবে দেখা এবং ভ্রমণকে জীবনের বৃহত্তর অর্থে খুঁজে পাওয়া এটাই বোধহয় অবলার লেখার সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য। ভ্রমণের এই অভিজ্ঞতাই হয়ে উঠেছিল তাঁর জীবনের সব কর্মসাধনার উৎসও। ভারতবর্ষের নানা জায়গায়, পৃথিবীর দেশে দেশে ঘুরেছেন অবলা। তার অল্প কিছু স্মৃতিই বড় সুন্দর করে ধরে রেখেছেন তোমাদের জন্য। ভারতবর্ষে বুদ্ধগয়া, রাজগীর, সাঁচি, রাজস্থানের চিতোর, আজমীর, অম্বর, জয়পুর, কাশ্মীর, বাঁকিপুর, অমৃতসর, মুম্বাই, অজন্তা-ইলোরা, ওড়িশার পুরী, ভুবনেশ্বর, কোনার্ক, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, দক্ষিণ ভারতের মন্দির নগরীগুলি, লখনউ, নৈনিতাল, পাঞ্জাব, কেদার-বদরী প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেছিলেন। জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর বিজ্ঞানের বাণী পৌঁছে দিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। সব জায়গাতেই তাঁর সঙ্গী ছিলেন অবলা। ইংল্যান্ড, ইতালি, আমেরিকা, জাপান, ফ্রান্স, জার্মানি এমন অনেক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দেশ রয়েছে এই তালিকায়। ১৩৩২ সালের প্রবাসীতে তাঁর এই প্রথম ইউরোপ ভ্রমণের কথা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল বাঙ্গালী মহিলার পৃথিবী ভ্রমণ লেখাটি। এই লেখাতে তাঁদের ইউরোপ যাত্রার কারণ এবং বিজ্ঞানী মহলে সমাদরের উল্লেখ পাওয়া যায়, 'বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া দেশসেবার নানা উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। সেকথা বলিতে গেলে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিতে হয়। সেই বৎসরে আচার্য্য বসু মহাশয় অদৃশ্য-আলোক সম্বন্ধে তাঁহার নূতন আবিষ্ক্রিয়া বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রদর্শন করিবার জন্য ব্রিটিশ এসোসিয়েশনে আহুত হন। তাঁহার সহিত আমিও যাই; এই আমার প্রথম ইয়োরোপ যাত্রা। ইহার পর ৫।৬ বার তাঁহার সহিত পৃথিবীব্যাপী ভ্রমণে বাহির হইয়াছি। আমার ভ্রমণকালের মধ্যে পৃথিবীর ইতিহাস নানা ভাবে ভাঙ্গিয়াছে ও গড়িয়াছে, এক আমার বয়সেই ইয়োরোপে কত পরিবর্ত্তন দেখিলাম।'

ভারতীয় বৈদিক ধর্ম এবং দর্শনকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। একইভাবে ভারতীয় বিজ্ঞানের আধুনিক ধারাকে পশ্চিমি দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বাঙালি বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু। তাঁদের এই ইউরোপ ভ্রমণ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা - যা আজও সেই আঙ্গিকে দেখা হয়নি। অবলার লেখাতে সে কথাই আমরা অনুভব করতে পারি, 'এতকাল তো ভারতবাসী বিজ্ঞানে অক্ষম এই অপবাদ বহুকণ্ঠে বিঘোষিত হইয়াছে, আজ বাঙ্গালী এই প্রথম বিজ্ঞান-সমরে বিশ্বের সম্মুখে যুঝিতে দণ্ডায়মান। ফল কি হইবে ভাবিয়া আশঙ্কায় আমার হৃদয় কাঁপিতেছিল, হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছিল। তার পর যে কি হইল সে-সম্বন্ধে আমার মনে স্পষ্ট কোনো ছবি আজ আর নাই। তবে ঘন-ঘন করতালি শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম যে পরাভব স্বীকার করিতে হয় নাই বরং জয়ই হইয়াছে।' এই ভ্রমণেই কলকাতায় বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাটি তাঁদের মনে তৈরি হয়। এবার শীতের ছুটিতে 'বাদশাহী আংটি' দেখেছতো নিশ্চয়, লখনউ-এর সেই শেষ নবাব ওয়াজেদ আলি শাহের কথা, সেই যে গানটা ফেলুদা গুনগুন করে গাইছিল, রেসিডেন্সির কথা এই সবই একবার পড়ে ফেলতে পার অবলার কলমে। ১৩০২ সালের পৌষ-ফাধন সংখ্যার মুকুলে প্রকাশিত 'লক্ষণৌ ভ্রমণ' লেখাটিতে ইতিহাসের শহর লখনউ-এর বর্ণনা স্বাভাবিকভাবেই শুরু হয়েছে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের বর্ণনায়। কিন্তু শুরু করার ধরণ এবং সেখানে নিজের ভ্রমণকে এনে ফেলার কায়দা - দুটোই বেশ আধুনিক।

পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন শিল্পের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির প্রয়োজন

দেবরঞ্জন দাস

পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক ও পর্যটন ঐতিহ্য নিয়ে কলকাতায় বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল ভারত চেম্বার অফ কমার্স -এর উদ্যোগে। কলকাতার দ্য সেন্টেনারি ভারত চেম্বারস-এ 'পশ্চিমবঙ্গের

সাংস্কৃতিক ও পর্যটন ঐতিহ্যের সদ্ব্যবহারঞ্জ নতুন দৃষ্টিকোণ' শীর্ষক একটি বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন করে। ভারত চেম্বার অফ কমার্স-এর সভাপতি শ্রী নরেশ পচিসিয়ার স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগ এবং পর্যটন বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী পূর্ণিমা চক্রবর্তী প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দেন। অধিবেশনটিতে পারস্পরিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং ভারত চেম্বার অফ কমার্স-এর সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট শ্রী রমেশ আগরওয়ালের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে এটি সমাপ্ত হয়। পশ্চিমবঙ্গ ভারতের পূর্বাঞ্চলের একটি রাজ্য এবং এটি দেশের চতুর্থ সর্বাধিক জনবহুল রাজ্য । পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের রাজধানী কলকাতা। রাজ্যটি দুটি বিস্তৃত প্রাকৃতিক অঞ্চল নিয়ে গঠিত। দক্ষিণে গাঙ্গেয় সমভূমি এবং উত্তরে উপ-হিমালয় ও হিমালয় অঞ্চল। পশ্চিমবঙ্গ ভারতের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত, যা উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। ভারতের সবচেয়ে পছন্দের কিছু ভ্রমণ গন্তব্য হল; রাজ্যের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত দার্জিলিং হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল, রাজ্যের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ সান্দাকফু (৩,৬৩৬ মিটার বা ১১, ৯২৯ ফুট) এবং একেবারে দক্ষিণে অবস্থিত সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বন। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে বা টয় ট্রেন হল পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় বিস্ময়। ১৭০০ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগে কলকাতা ছিল ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী এবং সেখানে নব্য-গথিক, বারোক, নব্য-ধ্রুপদী, প্রাচ্য ও ইসলামি স্থাপত্যশৈলীর সচেতন মিশ্রণের প্রভাবে ভবন নির্মাণের এক উন্মত্ত স্রোত বয়ে গিয়েছিল। উত্তর ভারতের অনেক শহরের মতো নয়, যেখানে নির্মাণশৈলীতে ন্যূনতম বাদের ওপর জোর দেওয়া হয়, কলকাতার স্থাপত্য বৈচিত্র্য হল ব্রিটিশ আমদানিকৃত ইউরোপীয় শৈলী। **ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।**

১২ বছর স্কুলে না গিয়ে বেতন তোলার অভিযোগ শিক্ষকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদহ, ৮ আগস্টঃ এক যুগ স্কুলে যাননি! ১২ বছর ধরে স্কুলে না গিয়ে শুধু এলাকায় নেতাগিরি চলেছে, কিন্তু বেতন তুলে নিয়েছেন প্রতি মাসে মাসে। এমনই অভিযোগ উঠল শিক্ষক তথা তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। মালদহের হবিবপুরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পার্শ্বশিক্ষক মৃগাঙ্ক মোহন রায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি দিনের পর দিন স্কুলে না গিয়েও বেতন নিয়েছেন। উল্লেখ্য, ওই ব্যক্তির স্ত্রী পঞ্চায়েতের প্রধান। মালদহের হবিবপুর ব্লকের জাজইল গ্রাম পঞ্চায়েতের আইহো চক্রের কাঁঠাল বানপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক পার্শ্বশিক্ষকের বিরুদ্ধে ওঠা এই অভিযোগ জমা পড়েছে শিক্ষা দফতরে। নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়ে অভিযোগ জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা ও হবিবপুর বিজেপি নেতৃত্ব। স্থানীয় বাসিন্দা ত্রিদীপ রায় সহ কয়েকজন এই অভিযোগ দায়ের করেন গত ২৭ জুন। তাঁদের অভিযোগ, কাঁঠাল বানপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পার্শ্বশিক্ষক মৃগাঙ্ক মোহন রায় দীর্ঘ

প্রায় ১২ বছর বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিত না থেকেও বেতন নিয়েছেন। তবে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন পার্শ্বশিক্ষক মৃগাঙ্ক মোহন রায়। তাঁর দাবি, অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি কিছুদিন বিদ্যালয়ে যেতে পারেননি বলে জানান তিনি। তবে তাঁর দাবি, ১২ বছর স্কুলে না যাওয়ার অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তিনি মনে করেন, তাঁর স্ত্রী যাতে প্রধান পদ ছেড়ে দেয়, সেই কারণেই এই ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। তাঁকে ফোনে হুমকি দেওয়ার পাশাপাশি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের পদ থেকে তাঁর স্ত্রীকে ইস্তফা দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর দাবি, এলাকার কয়েকজন বড় বিজেপি নেতা এই চাপ সৃষ্টি করছেন। তবে তদন্ত হলে তিনি সমস্ত তথ্য ও প্রমাণ তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের সামনে তুলে ধরবেন বলেও জানান পার্শ্বশিক্ষক। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিশীথ কুমার পাল জানান, স্ত্রী প্রধান হওয়ার মৃগাঙ্ক রায় মাঝেমধ্যে স্কুলে যেতেন না। তবে টানা ১২ বছর যাননি, এই তথ্য সঠিক নয় বলে দাবি করেন তিনি। অন্যদিকে, বিজেপির হবিবপুর মণ্ডল-৪-এর সভাপতি জহর মুর্মু অভিযোগ, ওই পার্শ্বশিক্ষক একসময় তৃণমূল কংগ্রেসের হবিবপুর ব্লক যুব সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী বর্তমানে জাজইল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে দীর্ঘদিন বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থেকেও বেতন নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

ভরসন্ধ্যায় প্রকাশ্যে খুন তৃণমূল নেতা, অভিযুক্ত কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদহ, ৮ আগস্টঃ কয়েকদিন আগে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন, শুক্রবার ভরসন্ধ্যায় প্রকাশ্যে খুন করা হল সেই নেতাকে। মালদহে মোথাবাড়িতে কোপের পর কোপ মেরে ওই নেতাকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই লিখিত অভিযোগ দায়ের হল এলাকার কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে। শুক্রবার সন্ধ্যায় বাজারের মধ্যে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে ওই তৃণমূলকর্মীকে। মালদহের মোথাবাড়ি থানার বাঙিটোলার পঞ্চানন্দপুরের ঘটনা। মৃতের নাম নাসিরুদ্দিন আহমেদ। সম্প্রতি তিনি জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। এরপরেই এইভাবে খুন। ইতিমধ্যেই দুজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে পরিবারের তরফে। অভিযোগ উঠেছে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি দুলাল শেখ ও তাঁর ভাই ফিরোজ শেখের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে মৃতের পরিবারের তরফে। পাওনা টাকা আদায় নিয়ে পুরনো বিবাদের জেরেই খুন বলে অভিযোগ। তৃণমূলকর্মী নাসিরুদ্দিনের ভাইয়ের দাবি, কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি দুলাল শেখের কাছে ৮০ হাজার টাকা পেতেন নাসিরুদ্দিন। সেই টাকা চাইতে গেলেই বিবাদ শুরু হয়। প্রথমে নাসিরুদ্দিনের বিরুদ্ধেই হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছিল। সেই কারণে তাঁকে জেলে যেতে হয়। তিন মাস পরে তিনি ছাড়া পান। শুক্রবার নাসিরুদ্দিন ছেলের ওষুধ কিনতে বেরিয়েছিলেন, রাস্তায় তাঁর ওপর হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে ফিরোজদের বিরুদ্ধে। সেখান থেকে নাসিরুদ্দিন পালিয়ে বাজারে গেলে সেখানেও হামলা চালানো হয়। কুপিয়ে খুন করা হয় তাঁকে।

স্ত্রীকে জ্যান্ত জ্বালিয়ে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদহ, ৮ আগস্টঃ বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন স্বামী। নিয়মিত এক তরুণীর সঙ্গে লুকিয়ে ভিডিয়োকলে কথাও বলতেন। সেই দৃশ্যই দেখে ফেলেছিলেন স্ত্রী। প্রতিবাদও করেন। ওই সময়েই রাগের মাথায় আছাড় মেরে ভেঙে ফেলেন স্বামীর মোবাইল ফোন। তাতেই রেগে গিয়ে স্ত্রীকে বাঁশের খুঁটিতে বেঁধে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠল সেই স্বামীর বিরুদ্ধে। মালদার মানিকচক থানার নুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নাদারটোলা এলাকার ঘটনা। কয়েক দিন আগে ঘটা সেই ঘটনার পরে মালদা মেডিক্যাল কলেজের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করানো হয়েছিল চুন্নি খাতুন নামে বছর কুড়ির ওই তরুণীকে। শনিবার তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় চুন্নির পরিবারের তরফে ইতিমধ্যেই জামাই সামিউল শেখ, দেওর আনিস শেখ, ননদ চামেলি বিবি এবং শাশুড়ি দিলনুর বিবির বিরুদ্ধে মানিকচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্তেরা সকলেই পলাতক ঘটনার পর থেকে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, চুন্নির বাপের বাড়ি বিহারের কাটিহার জেলার বাইরিয়া এলাকায়। বছরখানেক আগে মানিকচক থানার নুরপুর এলাকার পেশায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সামিউলের সঙ্গে সম্বন্ধ করে বিয়ে হয় তাঁর। বিয়ের পরে প্রথম তিন মাস সব ঠিকঠাকই ছিল। অভিযোগ, তার পর থেকেই সামিউলের সঙ্গে এলাকার এক তরুণীর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক তৈরি হয়। চুন্নি তা জানতে পারার পর থেকেই অশান্তি শুরু হয় সংসারে। তার পরেই এই ঘটনা।

ভেঙে পড়ল মাটির বাড়ির দেওয়াল, স্বামীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের পরেই মর্মান্তিক পরিণতি স্ত্রী-র

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ৮ আগস্টঃ আগের দিনই বাড়িতে স্বামীর শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান হয়েছে। পরের দিন ভোরে ঘরের মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হলো স্ত্রী-র। মৃতের নাম মালতি ছাতাইত (৮০)। শনিবার ভোর চারটে নাগাদ মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হয় তাঁর। বাঁকুড়া সদর থানার নড়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের শিবরামপুর এলাকার ঘটনা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। মাটির দেওয়াল সরিয়ে মালতিকে উদ্ধার করে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক মালতিকে মৃত ঘোষণা করেন। পরিবার সূত্রে খবর, শুক্রবার

মালতির স্বামী গোপাল ছাতাইতের শ্রাদ্ধের কাজ ছিল। সেই কারণে বাড়িতে আত্মীয়স্বজনরা এসেছিলেন। রাতে মালতি মাটির বাড়ির বারান্দায় শুয়ে ঘুমিয়েছিলেন। পরের দিন অর্থাৎ, শনিবার ভোরের দিকে আচমকা মাটির দেওয়াল ভেঙে তাঁর উপর পড়ে। পরিবারের লোকজন মাটির স্তূপ সরিয়ে তাঁকে উদ্ধার করেন। কিন্তু ততক্ষণে মৃত্যু হয়েছে মালতির। পরে খবর দেওয়া হয় স্থানীয় বাঁকুড়া সদর থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই মালতির দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মৃতের পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, আবাস যোজনা প্রকল্পের তালিকায় তাঁদের নাম ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে মালতির ছেলে স্কুল শিক্ষকের চাকরি পাওয়ায় তালিকা থেকে তাঁদের নাম বাদ দেওয়া হয়। পরিবারের লোকজনের দাবি, পাকা বাড়ি পেলে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটত না।

১৫ আগস্ট থেকে নদীঘাটগুলি থেকে বালি তোলা নিষেধ পুরুলিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ৮ আগস্টঃ জেলার নদীঘাটগুলি থেকে বালি তোলার উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করল জেলা প্রশাসন। প্রকাশিত নির্দেশিকা অনুযায়ী, ১৫ আগস্ট থেকে এই নির্দেশ কার্যকর হবে এবং নির্দেশ অমান্য করে বালি তুললে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করা হবে। বর্তমানে জেলায় মোট ১৪টি বৈধ বালিঘাট রয়েছে। তবে এই নির্দেশিকার সময়কাল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় পরিবেশপ্রেমীরা। কাশীপুরের বাসিন্দা অম্বুজ তিওয়ারি জানান, ২০২৩-এর জুনে পশ্চিমবঙ্গ খনিজ উন্নয়ন ও ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেডের নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা ছিল বর্ষার মরশুমে নদী

থেকে বালি উত্তোলন করা যাবে না। তাঁর মতে, বর্ষায় বালি তুললে নদীর বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য ও জীববৈচিত্র্য নষ্ট হতে পারে। অন্য দিকে, পরিবেশপ্রেমী অম্বরীশ মাহাতো বলেন, ''অতীতে জুলাইয়ের গোড়ার দিকেই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হতো। দেরিতে হলেও প্রশাসন পদক্ষেপ করেছে, কিন্তু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে ১৫ আগস্ট থেকে কেন এবং কেন আরও এক সপ্তাহ সময় দেওয়া হলো?'' দেরিতে নির্দেশিকা জারির ব্যাখ্যায় খনিজ উন্নয়ন দপ্তর জানিয়েছে, চলতি বছরে জেলায় বৃষ্টির ঘাটতি ছিল। বৃষ্টি বাড়তেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মাইথনে ডিভিসির সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের বিরুদ্ধে ফের আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ৮ আগস্টঃ মাইথনে ডিভিসির প্রস্তাবিত ভাসমান সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পকে ঘিরে ফের নতুন করে ক্ষোভ দানা বেঁধেছে। বুধবার সিদাবাড়ির একাংশের সঙ্গে আলোচনার পরে সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত মিললেও, শুক্রবার সকাল থেকেই পরিস্থিতি বদলে যায়। সালানপুর ব্লকের দামোদর নদ সংলগ্ন সাতটি গ্রাম এবং পার্শ্ববর্তী ঝাড়খণ্ডের জামতাড়া ও ধানবাদের বাসিন্দারা 'দামোদর ভ্যালি বাস্তুহারা সংগ্রাম সমিতি'র নেতৃত্বে একজোট হয়ে আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। বিক্ষোভকারীদের সাফ কথা, অতীতে জমি হারিয়েও বাস্তুহারাদের চাকরি বা কর্মসংস্থানের যে প্রতিশ্রুতি ডিভিসি দিয়েছিল, তা তারা পূরণ করেনি। তাই কোনও অবস্থাতেই এখানে কোনও সোলার প্লান্ট বসাতে দেওয়া হবে না। শুক্রবার কালিপথর ইদগা মাঠে সালানপুরের বাথানবাড়ি, কালিপথর, ডোমদহ, বৃন্দাবনি,

সিদাবাড়ি, গোগনা, কালিপাহাড়ি এবং জামতাড়ার লাদনা গ্রাম সমেত বিভিন্ন এলাকার ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা একটি বৈঠক করেন। সেখানে বাস্তুহারা সমিতির পক্ষে উমেশ সরেন, সাধন গড়াই, মমতাজ হাসান ও অনিল কিস্কুরা একযোগে জানান, বুধবার ডিভিসি কর্তৃপক্ষ কেবল সিদাবাড়ির নিজেদের পছন্দমতো গুটিকতক মানুষের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন, অথচ প্রতিবাদী অন্য কোনও গ্রামের মানুষকে সেখানে ডাকা হয়নি। জামতাড়া থেকে আসা আন্দোলনকারীরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ''সিদাবাড়ি থেকে মাত্র আড়াই কিলোমিটার দূরেই জামতাড়া। ডিভিসি তিন কিলোমিটার দূরে প্রকল্প করার কথা বললেও তা আসলে জামতাড়ার গ্রামগুলোর কাছেই পড়ে। কিন্তু আমাদের বৈঠকে না-ডেকে সঠিক তথ্য গোপন করা হচ্ছে।'' তাঁদের দাবি, ''ডিভিসি তৈরির সময়ে জমি দিয়েও আমরা চাকরি পাইনি, এখন মানুষ মূলত নৌকো চালিয়ে ও মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। এই সোলার প্লান্ট হলে সেই রুজি-রুটি বন্ধ হয়ে যাবে এবং পর্যটন শিল্পও ধাক্কা খাবে।'' আন্দোলনকারীরা স্পষ্ট বলেন, ''বুধবার ডিভিসি কাদের সঙ্গে কী কথা বলেছে তা আমাদের জানা নেই, আমরা দাবি থেকে সরছি না।'' রবিবার সিদাবাড়িতে হাজার হাজার মানুষ নিয়ে বড় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হবে এবং সেখান থেকেই পরবর্তী আন্দোলনের রূপরেখা ঘোষণা করা হবে।

গ্রাম আছে, গ্রামবাসীও আছে! তবু সরকারি খাতায় অস্তিত্ব নেই খলসীর, জনগণনায় কী হবে?

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ৮ আগস্টঃ গ্রাম আছে, গ্রামবাসীরা আছেন,অথচ সরকারি খাতায় গ্রামের অস্তিত্ব নেই! জনগণনা শুরু হতে অস্তিত্ব সঙ্কটে হুগলির গ্রাম। কী হবে বাসিন্দাদের? তারা কি দেশের জনগণ হিসাবে স্বীকৃতি পাবে না? হুগলির বলাগড় বিধানসভার চুঁচুড়া-মগড়া ব্লকের হোয়েরা দিগসুই গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৮ টি গ্রাম আছে। তার মধ্যে একটি গ্রাম হল খলসী। এই গ্রামের বাসিন্দা প্রায় ২২০০। এর মধ্যে ভোটারের সংখ্যা ১২০০। পঞ্চায়েতের বাকি ১৭টি গ্রামের সেনসাস কোড আছে। সরকারি খাতায় নাম আছে। নেই শুধু খলসী গ্রামের নামই। এর ফলে সরকারি কাজ, জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্র, আধার কার্ডে নিজের গ্রামের নাম তুলতে পারেন না গ্রামবাসীরা। চিঠি বা পার্সেল এলেও, তা এক কিলোমিটার দূরে দিগসুই গ্রামের ঠিকানায় আসে। অনেক সময় তা ফিরেও যায়। এখন জনগণনা শুরু হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে সেল্ফ এনুমারেশনের কাজ চলছে। সেই কাজ করতে গিয়ে সেনসাস পোর্টালে নিজেদের গ্রামের নাম খুঁজে পাচ্ছেন না খলসী গ্রামের বাসিন্দারা।

এরপরই সবাই মিলে সরকারি মহলে এই বিষয় নিয়ে চিঠি দিয়ে আবেদন করেন। গ্রাম, পোস্ট অফিস, থানা, জেলা পিনকোড দিয়ে যে ঠিকানা লেখা হয়, সেই ঠিকানায় সরকারি রেকর্ডে খলসী গ্রাম না থাকায়, নিজের গ্রামের নাম সরকারি জায়গায় তুলতে বিডিও, এসডিও, ডিএম থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছেন গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, যে গ্রামে তারা বসবাস করেন, সেই গ্রামকে কখনও পাড়া, কখনও রাস্তা, আবার কখনও কোনও বিল্ডিং-এর নামে পরিচিত হতে হচ্ছে। তাই গ্রামবাসীরা চাইছেন জনগণনার কাজ যখন শুরু হয়েছে, তাদের গ্রামের নামে সরকারি সিলমোহর দেওয়া হোক। গ্রামেরই এক বাসিন্দা প্রশান্ত ঘোষ বলেন, ''ঠিকানায় পিন কোড দেখে, গ্রামের নাম খুঁজে না পেয়ে অনেক সময় চিঠিপত্র ফিরে চলে যায়। চিঠি এসেছে জানতে পারলে, পাশের গ্রাম থেকে নিয়ে আসতে হয়। সরকারি পোর্টাল থেকে আমাদের গ্রামের নাম পুরোপুরি বাদ হয়ে গিয়েছে। আমরা বেশ কিছুদিন আগেই বিষয়টি জানতে পেরে প্রশাসন সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছি। ভোটার কার্ড নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছিল, সেটাকে মেটানো হয়েছিল। এবার জনগণনা শুরু হয়েছে। দেখা যাচ্ছে আমাদের গ্রামের নাম নেই। পাশের গ্রাম দিগসুই-এএ আমাদের গ্রামকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।'' গ্রামের আরেক বাসিন্দা অপূর্ব ঘোষের সন্তান জন্মায় আট মাস আগে, চুঁচুড়া হাসপাতালে। তাঁর জন্মের শংসাপত্র দেওয়ার সময় খলসী গ্রামের নাম আসেনি। এরপরই তাঁরা খোঁজ-খবর করেন। তাদের বক্তব্য, যতক্ষণ না সরকারি পোর্টালে স্বতন্ত্র গ্রাম হিসাবে খলসীকে দেখানো হচ্ছে, ততক্ষণ এই সমস্যা চলবে। যত দিন যাচ্ছে, সবকিছু ডিজিটালাইজড হচ্ছে, তাতেই সমস্যা আরও বাড়ছে। এটা হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠা কোনও গ্রাম নয়। তা সত্ত্বেও সেই গ্রামের অস্তিত্ব সরকারি জায়গায় নেই, কেন সেটাই প্রশ্ন। হুগলি জেলাশাসক খুরশিদ আলী কাদরী এই বিষয়ে বলেন, ''ম্যাপ নিয়ে সমস্যা আছে। একটা প্রযুক্তিগত ত্রুটি আছে। ওই গ্রামকে ম্যাপিং করতে হবে। এই বিষয়ে সেনসাসের ডিরেক্টরকে জানানো হয়েছে। আশা করি, দ্রুত ম্যাপিং হয়ে যাবে।''

ইসলামপুরে প্রকাশ্য রাস্তায় গুলি করে খুন প্রধান শিক্ষককে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর দিনাজপুর, ৮ আগস্টঃ সাতসকালে ইসলামপুরে শুটআউট। স্কুলে যাওয়ার পথে দুষ্কৃতীদের গুলিতে মৃত্যু হল এক শিক্ষকের। আজ, শনিবার সকালে ইসলামপুরের মাদারিপুর এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। নিহত শিক্ষকের নাম নজরুল ইসলাম। তিনি রামগঞ্জের রাজাভিম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। স্থানীয় সূত্রে খবর, ইসলামপুরের আমবাগান মোড়ে বাড়ি নজরুল ইসলামের। তাঁর কোনও রাজনৈতিক যোগ নেই। প্রতিদিনের মতো এদিনও স্কুলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে শিক্ষককে মৃত বলে ঘোষণা করে। পরিবারের তরফে মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। শিক্ষকের উপরে যে বা যারা গুলি চালিয়েছিল, তারা পলাতক। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। কী কারণে এই হামলা, কারা এর সঙ্গে জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কেনই বা হঠাৎ দুষ্কৃতীরা নিশানা করল প্রধান শিক্ষককে, তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের দাবি, নজরুল ইসলামের

বেরিয়েছিলেন নজরুল ইসলাম। মাদারিপুর এলাকায় পৌঁছতেই তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয় বলে অভিযোগ। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তিনি রাস্তায় লুটিয়ে পড়লে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, শিক্ষকের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে শিলিগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়ার পরে চিকিৎসকরা ওই সঙ্গে কারোর কোনও শত্রুতা ছিল না। স্কুলের শিক্ষকরাও জানিয়েছেন যে কারোর সঙ্গে ব্যক্তিগত শত্রুতা বা ঝামেলা ছিল না। কেউই বুঝতে পারছেন না। এক শিক্ষক বলেন, ''প্রধান শিক্ষক হিসাবে উনি খুবই ভালো, কর্তব্যপরায়ণ। উনি সবসময় কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। এই ঘটনায় আমরা খুবই আশ্চর্য হয়ে গেলাম।'' যে এলাকায় আজ গুলি চলে, এর আগে ঠিক তার পাশেই, মাদারিপুরে একটি হোটেলে তৃণমূল নেতা গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। আজকের ঘটনার পর পুলিশ আরও জোর তদন্ত শুরু করেছে।

সেচখালে বাঁধ দিয়ে জল বিক্রি, বেআইনি বাঁধ ভাঙল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, নানুর, ৮ আগস্টঃ সরকারি সেচখাল থেকে সেচের জল পান না চাষিরাই। অথচ সেচখালে বাঁধ দিয়ে বেআইনি ভাবে মাছচাষ এবং জল বিক্রির অভিযোগ উঠল জেলা সভাধিপতি তথা হাসনের বিধায়ক কাজল শেখের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি চাষিদের কাছে অভিযোগ পেয়ে সেচ দপ্তর শুক্রবার সেই বাঁধ চলে। ফলে সারা বছরই আমরা সেচখাল থেকে জল পাই না।'' আঙ্গোরার দেবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু বটব্যাল, চারকলগ্রামের রবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীরা বলেন, ''সরকারি সেচখাল থাকা সত্ত্বেও আমরা ১২ বছর ধরে প্রয়োজনের সময়ে জল পাইনি। অথচ ভয়ে এতদিন মুখ খুলতে পারিনি।''

ভেঙে দেয়। নানুরের পাপুড়ি গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে ময়ূরাক্ষী সাউথ ক্যানালের একটি শাখা। ওই সেচখালটির উপরেই স্থানীয় পাপুড়ি, খালা, বনগ্রাম, চারকলগ্রাম, ভাতিয়ার, পালিটা, শাঁকবাহা, পিলখুন্ডি সমেত বিস্তীর্ণ এলাকার চাষিরা নির্ভরশীল। কিন্তু সেচখালে বাঁধ দিয়ে জল আটকে দেওয়ার ফলে বছর বারো ধরে ওই চাষিরা জল পান না। চাষিদের অভিযোগ, ''সেচখালের বিভিন্ন জায়গায় বাঁধ দিয়ে কাজল শেখ এবং তাঁর অনুগামীরা মাছ চাষের পাশাপাশি পাপুড়ি এলাকার চাষিদের কাছে বছরে বিঘে প্রতি ১২০০-১৫০০ টাকা নিয়ে জল বিক্রি করেন। গ্রীষ্মেও অবৈধ সাবমার্সিবল চালিয়ে সেচখালে জল ভর্তি করে মাছ চাষ বিজেপির সাংগঠনিক জেলা (বোলপুর) সহসভাপতি বিনয় ঘোষ বলেন, ''কাজল শেখ সরকারি সেচখালকেও নিজের জমিদারি বানিয়েছিলেন। বিষয়টি জানার পরেই আমরা সেচ দপ্তরের হস্তক্ষেপ দাবি করি।'' কাজলকে ফোন করে এবং মেসেজ পাঠিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে তাঁর একসময়ের ছায়াসঙ্গী তথা নানুরের তৃণমূল বিধায়ক বিধানচন্দ্র মাঝি বলেন, ''বিষয়টি জানা নেই। তেমনটা যদি হয়ে থাকে, তা হলে আইন বিরুদ্ধ কাজ হয়েছে।'' জেলা সেচ দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, চাষিদের অভিযোগ পাওয়ার পরেই ওই পদক্ষেপ করা হয়েছে। অভিযোগ খতিয়ে দেখে আইনি ব্যবস্থাও নেওয়া হবে।

বাড়িতে ঢুকে গৃহবধূকে গণধর্ষণের অভিযোগ, অপমানে বিষপান নির্যাতিতার!

নিজস্ব প্রতিনিধি, নানুর, ৮ আগস্টঃ মাঝরাতে বাড়ির পাঁচিল ডিঙিয়ে ঢুকে এক গৃহবধূকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল বীরভূমের নানুর থানা এলাকায়। পাশবিক এই ঘটনার পর চরম মানসিক আঘাত ও সামাজিক লজ্জায় বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন ওই মহিলা। অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। এই ঘটনায় অভিযোগ দায়েরের পর শনিবার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। তদন্তে নেমে ইতিমধ্যেই এক অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে, বাকিদের সন্ধানে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। পুলিশ ও নিহতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৫ আগস্ট মাঝরাতে (রাত ১২টা থেকে ১টার মধ্যে) ঘটনাটি ঘটে। সেই সময় বাথরুমে যাওয়ার জন্য ঘরের বাইরে বেরিয়েছিলেন ওই গৃহবধূ। অভিযোগ, সেই সুযোগেই বাড়ির পাঁচিল টপকে ভেতরে ঢোকা কয়েক জন যুবক তাঁর মুখ চেপে ধরে খানিকটা দূরে তুলে নিয়ে যায়। সেখানে অস্ত্র দেখিয়ে তাঁকে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। চিৎকার-চেঁচামেচি করলে সরাসরি প্রাণনাশের হুমকিও দেয় অভিযুক্তেরা। স্ত্রীর গোঙানির শব্দ শুনতে পেয়ে ঘর থেকে ছুটে বাইরে আসেন স্বামী। তা টের পেয়েই দ্রুত চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। পরিবারের দাবি, গ্রামেরই কয়েক জন যুবক বেশ কিছু দিন ধরে ওই গৃহবধূকে উত্যক্ত করছিল ও শ্লীলতাহানির চেষ্টা চালাচ্ছিল। কিন্তু লোকলজ্জা ও সামাজিক সম্মানের কথা ভেবে এতদিন বিষয়টি কাউকে জানাতে পারেননি তিনি। তবে মাঝরাতের এই নৃশংস অভিজ্ঞতার পর মানসিক ভাবে ভেঙে পড়ে বিষ খান ওই গৃহবধূ। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি কিছুটা স্থিতিশীল হলেও, মানসিক ট্রমা কাটেনি। এখানেই শেষ নয়, লিখিত অভিযোগ জানানোর পর হাসপাতালে গিয়েও নির্যাতিতার পরিবারকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। বলা হচ্ছে পুলিশে দায়ের করা অভিযোগ অবিলম্বে তুলে না নিলে তাঁদের দুই সন্তানকে মেরে ফেলা হবে বলে হুমকি দিচ্ছে অভিযুক্তদের পরিবারের সদস্যরা। খবর পেয়ে এই হুমকির বিষয়টিকেও পুলিশ অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে। নানুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, মূল অভিযুক্তদের এক জনকে ইতিমধ্যেই ধরা হয়েছে। বাকিদের দ্রুত গ্রেফতার করতে অভিযান চালানোর পাশাপাশি হুমকির মামলাটিও আলাদা করে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

BILLAGRAM GRAM PANCHAYAT
Belari, Purba Bardhaman
Ausgram-I Panchayat Samity

Notice Inviting e-Tender/NIT No. 239/2026-27, Dt: 06/08/2026
Invites e-tender for the work: SUPPLYING FITTING AND FIXING OF DISPLAY BAARD/CIB UNDFR VBGRAMG WORKS AS PER MODEL. Date of Opening of Financial proposal(online): **17/08/2026 at 02.00pm.** For details visit **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Prodhan**
Billagram Gram Panchayat

CORRIGENDUM
This is to inform you that the advertisement of Jangipara Development Block publish on **08.08.2026,** please follow website for the same e-tenders on **https://tender.wb.gov.in.** instead **of wbtenders.gov.in.** other details will remain unchanged.

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে
ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তাঁর হয়ে, এন.ই. রেলওয়ের গোরক্ষপুরস্থ মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপের চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজারের কার্যালয়ের ডেপুটি সিএমই/প্ল্যান্ট নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন ই-ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান করছেনঃ ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ও কাজের নামঃ **টেন্ডার নং- "19-GKP-MWS-2026-27",** ''গোরক্ষপুর মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপে ISO 22163 Rev.04 সংক্রান্ত নথিপত্র প্রস্তুতকরণ ISO 22163 Rev. 04, 9001:2015, 14001:2026 ও 45001:2018 বিষয়ে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষকদের (৩০ জন) প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ISO 22163 বাহ্যিক নিরীক্ষা চলাকালীন প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান'', **আনুমানিক মূল্য (টাকায়)ঃ** ₹১০,৫২,৯০৫.০৪, **জামানতঃ** ₹২১,১০০/- দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ **তারিখ ও সময়ঃ** ২৮.০৮.২০২৬ তারিখ, সকাল ১১:০০টা পর্যন্ত **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য, **চুক্তির মেয়াদঃ** ৪৮ মাস। উপরোক্ত টেন্ডার সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইট http://www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।
ডেপুটি সিএমই/প্ল্যান্ট
সিপিআরও/মেকানিক্যাল-৬৬ গোরক্ষপুর
ট্রেনে বিড়ি/সিগারেট পান করবেন না

কাটিহার ডিভিশনে 'পে এন্ড ইউজ' শৌচাগারের চুক্তি প্রদান

কাটিহার ডিভিশনে 'পে এন্ড ইউজ' শৌচাগার চুক্তি প্রদানের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **অকশন ক্যাটালগ নং:** পে-এন-ইউজ-২৬; **লট নিলাম শুরুর সময় (সকল লট): ২১-০৮-২০২৬** তারিখ **১০:০০** টায়; **একক দর:** বার্ষিক লাইসেন্স ফি; **মেয়াদ: ১০৯৬** দিন;

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-কেআইআর-এনজেপি-টিওআই-২২৪-২৬-১ (পে এন্ড ইউজ - টয়লেটস)	নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে 'পে এন্ড ইউজ' শৌচাগারের চুক্তি প্রদান।
এএ/২	পিএনইউ-কেআইআর-এইচডিবি-টিওআই-২২৫-২৬-১ (পে এন্ড ইউজ - টয়লেটস)	হলদিবাড়ী রেলওয়ে স্টেশনে 'পে এন্ড ইউজ' শৌচাগারের চুক্তি প্রদান।
এএ/৩	পিএনইউ-কেআইআর-এআরকিউ-টিওআই-২১৯-২৬-১ (পে এন্ড ইউজ - টয়লেটস)	আরারিয়া কোর্ট রেলওয়ে স্টেশনে 'পে এন্ড ইউজ' শৌচাগারের চুক্তি প্রদান।

নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২১-০৮-২০২৬ তারিখে **১০:৫০** টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য:** ইচ্ছুক অংশগ্রহণকারী/দরদাতাদের বিস্তারিত তথ্যের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এর ই-নিলাম মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
সিনিয়র ডিসিএম, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি
DSP MUTUAL FUND
আসন্ন ইনভেস্টর অ্যাওয়েআরনেস প্রোগ্রাম ('আইএপি')-এর জন্য এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যা ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা পরিচালিত হবে। আইএপি-র বিবরণ নিম্নরূপ:

দিন ও তারিখ	ঠিকানা	সময়
Sunday, 9th August 2026	Kamalgazi, Narendrapur, Rajpur, North 24 Paraganas - West Bengal	7:30 PM

সমস্ত আইএপি সম্বন্ধে আপডেটের জন্য ভিজিট করুন dspim.com/IAP এবং অন্য সমস্ত ডিসক্লোজারের জন্য, ভিজিট করুন dspim.com/IEID. ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা একটি বিনিয়োগকারীর শিক্ষা ও সচেতনতা উদ্যোগ। **মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগসমূহ বাজারের ঝুঁকি সাপেক্ষ, যোজনা সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র যত্ন সহকারে পড়ে নিন।**

সবুজ জমির বুকজুড়ে কৃষকদের আনাগোনা

ধানখেত থেকে হারিয়ে যাচ্ছে সাদা বক! রাসায়নিক চাষে বিপন্ন বাংলার ‘কৃষকবন্ধু’

বর্ষা নামতেই কাঁকসার বিস্তীর্ণ ধানখেতে শুরু হয়েছে চাষের ব্যস্ততা। সবুজ জমির বুকজুড়ে কৃষকদের আনাগোনা, আর তারই মাঝে কোথাও কোথাও দেখা মিলছে ঝাঁকে ঝাঁকে বড় সাদা বকের। ধানখেতের সঙ্গে এই পাখিদের সম্পর্ক বহু পুরনো। কৃষকদের কাছে তাই সাদা বক শুধুই মাঠের সৌন্দর্য নয়, বরং একরকম ‘ কিন্তু আধুনিক কৃষিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারে সেই বন্ধুত্বই এখন বিপন্ন বলে আশঙ্কা পরিবেশপ্রেমীদের। ধানখেতে দিনের বেশিরভাগ সময় খাবারের সন্ধানে ঘুরে বে।ায় সাদা বক। শুঁয়োপোকা, ঘাসফ।িং, ফ।িং-সহ নানা ধরনের ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ তাদের প্রধান খাদ্যের মধ্যে পড়ে। পাশাপাশি ছোট শামুক ও অন্যান্য ক্ষুদ্র জলজ প্রাণীও খায় তারা। ফলে ধানের ক্ষতি করতে পারে এমন বিভিন্ন পোকামাক।রে সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই পাখি। কৃষকদের একাংশের বক্তব্য, কয়েক বছর আগেও বর্ষার মরশুমে ধানখেতে একসঙ্গে প্রচুর সাদা বক দেখা যেত। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাঠে পাখিদের বিচরণ ছিল একেবারে পরিচিত দৃশ্য। এখনও কাঁকসার বিভিন্ন ধানজমিতে সাদা বকের দেখা মেলে। তবে স্থানীয়দের দাবি, আগের তুলনায় তাদের সংখ্যা কিছুটা কমেছে। আর এই পরিবর্তন নিয়েই উদ্বেগ বাড়ছে। পরিবেশবিদ ও পক্ষীপ্রেমীদের মতে, জমিতে অতিরিক্ত রাসায়নিক কীটনাশক প্রয়োগ হলে শুধু

ক্ষতিকর পোকাই মারা যায় না, খাদ্যশৃঙ্খলের অন্যান্য প্রাণীর উপরও তার প্রভাব পড়ে। ধানখেতে পোকামাকড়ের সংখ্যা কমে গেলে সাদা বকের মতো পাখিদের খাবারের জোগানও কমে যেতে পারে। আবার বিষাক্ত রাসায়নিকের সরাসরি বা পরোক্ষ প্রভাবও পাখিদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। ফলে কৃষিজমির জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। পক্ষীপ্রেমী অশোক রায় বলেন, সাদা বক কৃষকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর কথায়, কৃষকদের এই পাখির উপকারিতা সম্পর্কে আরও সচেতন করা প্রয়োজন। ধানখেতে পোকামাক। নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিকভাবেই সাদা বক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই পাখির সংখ্যা কমে গেলে কৃষিজমিতে ক্ষতিকর পোকামাকড়ের সমস্যা আরও বাড়তে পারে বলে তাঁর আশঙ্কা। তাঁর দাবি, বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে কৃষকদের বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, সাদা বককে রক্ষা করা শুধু একটি পাখিকে বাঁচানো নয়, বরং কৃষিজমির স্বাভাবিক বাস্তুতন্ত্রকে সুরক্ষিত রাখারও অংশ। পরিস্থিতি মোকাবিলায় কৃষিদপ্তরের তরফেও সচেতনতা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় কৃষকদের নিয়ে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। সেখানে রাসায়নিক নির্ভরতা কমিয়ে জৈব সার এবং তুলনামূলকভাবে পরিবেশবান্ধব কৃষিপদ্ধতির উপর জোর দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। সম্প্রতি জেলাশাসক পন্নামবলাম এস জানিয়েছেন, কৃষিতে জৈব সারের ব্যবহার বাড়ানোর উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। প্রাকৃতিক উপায়ে চাষ করলে পরিবেশের ক্ষতি কম হওয়ার পাশাপাশি জমির উর্বরতাও বজায় রাখা সম্ভব বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ নিয়েও বনদপ্তরের তরফে সচেতনতা কর্মসূচি চলছে। দুর্গাপুর বনাঞ্চলের বনাধিকারিক তপোব্রত রায় জানিয়েছেন, কাঁকসার জঙ্গলমহলের বিভিন্ন এলাকায় কৃষক এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ নিয়ে সচেতনতা তৈরি করা হচ্ছে। কৃষি ও পরিবেশ-দুই ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের কাছেই এখন বড় প্রশ্ন, উন্নত কৃষির সঙ্গে প্রকৃতির ভারসাম্য কীভাবে বজায় রাখা যায়। ধানখেতে সাদা বকের উপস্থিতি সেই ভারসাম্যেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। তাই ‘ এই পাখিদের রক্ষা করতে রাসায়নিকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশবান্ধব কৃষির দিকে আরও জোর দেওয়ার দাবি উঠছে। ধানখেতে সাদা বকের উপস্থিতি শুধু প্রকৃতির সৌঃদর্য নয়, কৃষির স্বাভাবিক ভারসাম্যেরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ক্ষতিকর পোকামাক। খেয়ে এই পাখিরা কৃষকদের অনেকটাই সাহায্য করে। কিন্তু অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার তাদের খাদ্যশৃঙ্খল এবং নিরাপদ আবাসস্থলকে বিপন্ন করছে। ফলে সাদা বকের সংখ্যা কমে গেলে একদিকে যেমন জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি হবে, অন্যদিকে কৃষিজমিতে ক্ষতিকর পোকামাক।রে দাপটও বা।তে পারে। তাই পরিবেশবান্ধব কৃষিপদ্ধতি, জৈব সারের ব্যবহার এবং কীটনাশকের নিয়ন্ত্রিত প্রয়োগের দিকে নজর দেওয়া জরুরি। কৃষক, প্রশাসন ও পরিবেশপ্রেমীদের সম্মিলিত উদ্যোগেই বাংলার এই ‘ পাখিকে রক্ষা করা সম্ভব। সাদা বক বাঁচলে বাঁচবে কৃষির স্বাভাবিক বাস্তুতন্ত্রও।

শিয়ালদহ বিভাগ পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিদর্শন করলেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার

কলকাতা, ৮ আগস্টঃ সর্বোচ্চ মানের যাত্রী স্বাচ্ছ ন্দ্য, উন্নত নিরাপত্তা প্রোটোকল এবং স্টেশন পুনর্নির্মাণ প্রকল্পগুলির সময়মতো রূপায়ন নিশ্চিত করতে পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডে আজ (০৮০৮২০২৬) শিয়ালদহ স্টেশন, কল্যাণী স্টেশন এবং শিয়ালদহ-কল্যাণী বিভাগটি ব্যাপকভাবে পরিদর্শন করলেন। এই পরিদর্শনের সময় তাঁর সাথে ছিলেন অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার শ্রী শীলেন্দ্র প্রতাপ সিং, শিয়ালদহ বিভাগের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী রাজীব সাক্সেনা এবং পূর্ব রেলওয়ের হেডকোয়ার্টার ও বিভাগীয় সিনিয়র অফিসারদের একটি দল। শিয়ালদহ স্টেশন পরিদর্শনের সময়, শ্রীমতী পাণ্ডে ব্যক্তিগতভাবে প্রাঙ্গণ জুড়ে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং সুরক্ষার মূল্যায়ন করেন। তিনি ক্রু লবিও পরিদর্শন করেন, যেখানে কর্মক্ষমতা বজায় রাখতে তিনি লোকো পাইলট এবং সহকারী লোকো পাইলটদের বুকিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখেন। কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তার প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে, জেনারেল ম্যানেজার সামনের সারির সুরক্ষা কর্মীদের সাথে সরাসরি কথা বলতে কিছু সময় ব্যয় করেন এবং মাঠপর্যায়ের কর্মপরিবেশ নিয়ে আলোচনা ও কঠোরভাবে নিরাপত্তা মেনে চলা নিশ্চিত করার ওপর জোর দেন। স্টেশন পর্যালোচনার পর, শ্রীমতী পাণ্ডে ট্র্যাকের অবস্থা, সিগন্যালিংয়ের অখণ্ডতা এবং সামগ্রিক রুট সেফটি মূল্যায়ন করতে শিয়ালদহ-কল্যাণী বিভাগে একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ উইন্ডো-ট্রেইলিং পরিদর্শন পরিচালনা করেন। কল্যাণী পৌঁছানোর পর, তিনি অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে চলমান রূপান্তরের কাজগুলি পরিদর্শন করেন। তাঁর পর্যালোচনার অন্তর্ভুক্ত ছিল ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণ, গাড়ি পার্কিংয়ের সম্প্রসারণ, যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য, আধুনিকীকৃত স্টেশন সম্মুখভাগ এবং যাত্রী মিথস্ক্রিয়া অঞ্চল। পরিদর্শন অভিযান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে.পূর্ব রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী শিবরাম মাঝি বলেন, ইস্টার্ন রেলওয়ে নিরাপত্তা এবং যাত্রীদের স্বাচ্ছ ন্দ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পাশাপাশি পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নিয়মিত পরিদর্শন উচ্চ কার্যক্ষমতার মান এবং যাত্রীদের প্রতিক্রিয়ার দ্রুত পদক্ষেপ নিশ্চিত করে।

জুলাই মাসে পণ্য পরিবহনে ধারাবাহিক ভালো পারফরম্যান্স প্রদর্শন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ৮ আগস্ট, ২০২৬উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জুলাই ২০২৬-এ ভালো আনলোডিং পারফরম্যান্স প্রদর্শনের

মাধ্যমে পণ্য পরিবহনের মজবুত গতি বজায় রেখেছে। এই মাসে সমগ্র জোনে মোট ১,০৫২টি মালবাহী রেক আনলোড করা হয়েছে, যা একটি শক্তিশালী ও আশাব্যঞ্জক পণ্য পরিবহনের প্রতিফলন।উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জুলাই ২০২৬-এ অত্যাবশ্যকীয় ও উদ্যোগিক পণ্যসামগ্রীর ধারাবাহিক পরিবহন নিশ্চিত করা অব্যাহত রাখে। এই অঞ্চলের বিভিন্ন গুডস শেডে খাদ্যশস্য, খাদ্য-উপযোগী পণ্য, সার, চিনি, কয়লা, লবণ ও ট্যাঙ্ক ওয়াগনসহ বিভিন্ন পণ্য দক্ষতার সাথে ব্যবস্থাপনা করা হয়, যার ফলে সময়মতো পণ্য বিতরণ সম্ভব হয়েছে এবং পণ্য পরিবহন পরিষেবার নির্ভরযোগ্যতা আরও সুদৃঢ় হয়েছে।পণ্য পরিবহনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির চাহিদা পূরণ করা কাজে নিয়োজিত ছিল। অসমে সর্বাধিক ৫৯৬টি রেক আনলোডিং করা হয়, যেখানে অত্যাবশ্যকীয় ও অন্যান্য পণ্যবাহী অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর ফলে পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম, উদ্যোগিক কার্যকলাপ এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকেই তুলে ধরে। একই সময়ে ত্রিপুরায় ৫৫টি রেক, নাগাল্যান্ডে ২৩টি, মণিপুরে ১৮টি, অরুণাচল প্রদেশে ৮টি, মিজোরামে ৮টি এবং মেঘালয়ে ১টি রেক আনলোড করা হয়।এছাড়াও, পশ্চিমবঙ্গে ২০০টি এবং বিহারে ১৪৩টি রেক পণ্য আনলোড করা হয়। যার মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় ও অন্যান্য পণ্য উভয় ধরনের পণ্যই অন্তর্ভুক্ত ছিল, এর ফলে সমগ্র অঞ্চলে পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা, বাণিজ্যিক সংযোগ এবং অর্থনৈতিক কামকাজ আরও শক্তিশালী হয়েছে। অত্যাবশ্যকীয় ও অন্যান্য পণ্যের ধারাবাহিক পরিবহন মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে সহায়তা ও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সর্বস্তরে কার্যকর তদারকি ফলে টার্নঅ্যারাউন্ড টাইম কম করা এবং সামগ্রিক আনলোডিং-দক্ষতা বৃদ্ধি করতে আরও সহায়তা করেছে।

আমদানি করা জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে বড় পদক্ষেপ নিল কেন্দ্র সরকার

নয়াদিল্লি, ৬ স্তগস্ট ঃ দেশে পরিচ্ছন্ন জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানো এবং আমদানি করা জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে বড় পদক্ষেপ নিল কেন্দ্র সরকার। গোবর, কৃষি বর্জ্য এবং শহরের জৈব বর্জ্যকে কাজে লাগিযে. কমপ্রেসড বাযে়াগ্যাস (সিবিজি) উপাদন বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ২৩,৭৩১ কোটি টাকার গোবর্ধন’ (GOBARdhan) প্রকল্পে অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সরকারের দাবি, এই প্রকল্প শুধু পরিচ্ছন্ন জ্বালানির উপাদন বাড়াবে না, পাশাপাশি কৃষকদের আয় বৃদ্ধি, গ্রামীণ কর্মসংস্থান এবং উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কেন্দ্রের পরিকল্পনা অনুযাযী, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষ থেকে শুরু হযে. ২০৩৫-৩৬ অর্থবর্ষ পর্যন্ত এই প্রকল্প বাস্তবাযিত় হবে। দীর্ঘমেযা়দি এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হল কৃষিক্ষেত্রের অব্যবহৃত বর্জ্য, গবাদি পশুর গোবর এবং শহরের জৈব বর্জ্যকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করে বৃহ পরিসরে কমপ্রেসড বায়োগ্যাস উৎপাদন করা। বর্তমানে দেশে পরিষ্কার জ্বালানির চাহিদা দ্রুত বাড়ছে। সেই প্রেক্ষাপটে দেশীয় সম্পদ ব্যবহার করে জ্বালানি উপাদনের উপর জোর দিচ্ছে কেন্দ্র। সরকারের বক্তব্য, এতদিন

যে কৃষি বর্জ্য বা গোবরকে অনেক ক্ষেত্রেই ফেলে দেওয়া হতো কিংবা পুড়িয়ে পরিবেশ দূষণের কারণ হযে. উঠত, ভবিষ্যতে সেই বর্জ্যই মূল্যবান সম্পদে পরিণত হবে। এর ফলে একদিকে যেমন পরিবেশ দূষণ কমবে, অন্যদিকে কৃষক ও পশুপালকদের জন্য অতিরিক্ত আয়ের নতুন সুযোগ তৈরি হবে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে এই প্রকল্পকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলেই মনে করছে কেন্দ্র। গোবর্ধন প্রকল্পের আওতায় দেশে একাধিক নতুন কমপ্রেসড বায়োগ্যাস উপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। এই কারখানাগুলি স্থাপনের জন্য মূলধনী ভর্তুকি, সহজ শর্তে ঋণ, নির্দিষ্ট মূল্য কাঠামো এবং গ্যাস পাইপলাইনের সঙ্গে সংযোগের মতো বিভিন্ন ধরনের সহায়তা দেওয়ার পরিকল্পনা রযেছে। সরকারের মতে, এসব সুবিধা বিনিয়োগকারীদের উসাহিত করবে এবং দেশে দ্রুত সিবিজি উৎপাদন অবকাঠামো গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। কেন্দ্রের দাবি, প্রকল্পটি সম্পূর্ণ বাস্তবাযিত় হলে দেশে কমপ্রেসড বায়োগ্যাসের উৎপাদন বর্তমানের তুলনায় প্রায় ১০ গুণ বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে শিল্প, পরিবহণ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্ন জ্বালানির ব্যবহার আরও বাড়বে। একই সঙ্গে বিদেশ থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস ও অন্যান্য জীবাশ্ম জ্বালানি আমদানির প্রয়োজনীয়তাও উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসবে। শুধু জ্বালানি উৎপাদন নয়, পরিবেশ সুরক্ষার ক্ষেত্রেও এই প্রকল্পের গুরুত্ব তুলে ধরেছে কেন্দ্র। কৃষি বর্জ্য পোড়ানোর ফলে যে বায়ুদূষণ এবং গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন ঘটে, তা কমাতে বায়োগ্যাস উৎপাদন কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে। পাশাপাশি বায়োগ্যাস উৎপাদনের পর যে জৈব সার পাওয়া যায়, তা কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক সারের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। এর ফলে মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা এবং টেকসই কৃষি ব্যবস্থাকেও উৎসাহ দেওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। ভারত বর্তমানে জ্বালানির চাহিদার একটি বড় অংশ আমদানির মাধ্যমে পূরণ করে। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেল ও গ্যাসের দামের ওঠানামা দেশের অর্থনীতিতে সরাসরি প্রভাব ফেলে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে পশ্চিম এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং আন্তর্জাতিক সংঘাতের কারণে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সরবরাহ ও মূল্য নিযে. অনিশ্চযত়া তৈরি হযেছে। সেই পরিস্থিতিতে দেশীয় সম্পদ থেকে বিকল্প জ্বালানি উৎপাদনের উপর জোর দিচ্ছে কেন্দ্র সরকার। সরকারের অনুমান, গোবর্ধন প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবাযিত় হলে প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানির উপর নির্ভরতা কমিয়ে প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সাশয় করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নতুন বায়োগ্যাস প্রকল্প, সংগ্রহ ব্যবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট শিল্প গড়ে ওঠার ফলে প্রায় ১.৫ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, জৈব বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তরের এই উদ্যোগ সফল হলে তা ভারতের পরিচ্ছন্ন জ্বালানি নীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হতে পারে। তবে প্রকল্পের প্রকৃত সাফল্য নির্ভর করবে অবকাঠামো নির্মাণ, বর্জ্য সংগ্রহের কার্যকর ব্যবস্থা, বেসরকারি বিনিয়োগ এবং রাজ্যগুলির সক্রিয় সহযোগিতার উপর। সব মিলিয়ে, সবুজ জ্বালানি, পরিবেশ সুরক্ষা এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে একসঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যেতে কেন্দ্রের ‘ প্রকল্পকে একটি দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত উদ্যোগ হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার লবিতে আজ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮৫ তম তিরোধান দিবস উপলক্ষে তাঁর পটচিত্রে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন বিধানসভার মাননীয় অধ্যক্ষ রথীন্দ্র নাথ বোস মহাশয় । পাশে আছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মহোদয়। এছাড়া আছেন বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য বিধায়ক এবং আধিকারিক বৃন্দ । অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র সংগীতও পরিবেশিত হয় । ছবি সুবল সাহা।

NAME CHANGE

I, Shikha Mallick W/O Subhash Chandra Mallick resident of Vill.-Collegepara, P.O. & P.S.-Bongaon, Dist.-North 24 Parganas, Pin-743235 WB, do hereby declare that I have changed my name from Shikha Sarkar (old Name) to Shikha Mallick (New name) and henceforth I shall be known as Shikha Mallick in all purpose, vide affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas on 25.02.2025. Shikha Sarkar and Shikha Mallick both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Zamin (old name) W/o- Saifuddin residing at Bablabona, Goraksha, Ratua, Dist- Malda, Pin-732204 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ZAMIN to JAMINA BIBI and henceforth I shall be known as JAMINA BIBI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore, Murshidabad dated 08/08/2026. ZAMIN (old name) and JAMINA BIBI (new name) both are same and one identical person.

রাম মন্দিরের চাঁদা তছরুপ ইস্যুতেই বিরোধীদের আটকে রাখতে চায় বিজেপি? উঠছে বড় প্রশ্ন

নয়াদিল্লি, ৮ স্তগস্ট ঃ রাম মন্দিরের অনুদানের টাকা তছরুপের অভিযোগকে ঘিরে যত বেশি সরব হবে বিরোধীরা, ততই কি রাজনৈতিকভাবে সুবিধা পাবে বিজেপি? উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৭-এর আগে এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে রাজনৈতিক মহলে। কারণ, বিজেপির অন্দরের হিসাব বলছে, রাম মন্দির এবং হিন্দুত্বের মতো ইস্যুকে ঘিরে বিরোধীরা দীর্ঘদিন আন্দোলন চালিয়ে গেলে ভোটের আসল বিষয়গুলি অনেকটাই আড়ালে চলে যেতে পারে। রাম মন্দিরে দানের টাকা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ অবশ্যই গুরুতর। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নগদ টাকা গোনার কাজে যুক্ত আরও কয়েকজনের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ফলে বিরোধীদের হাতে সরকারকে আক্রমণের যথেষ্ট উপাদান রয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, এই অভিযোগকে যদি শুধুই ধর্মীয় আবেগের লড়াই হিসেবে সামনে আনা হয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত তার লাভ বিজেপির ঘরেই যেতে পারে। উত্তরপ্রদেশে বিজেপির সবচেয়ে পরীক্ষিত রাজনৈতিক অস্ত্রগুলির অন্যতম হিন্দুত্ব। রাম, অযোধ্যা এবং রাম মন্দির-এই তিনটি বিষয়কে ঘিরে গত কয়েক দশকে গড়ে উঠেছে দলের শক্তিশালী রাজনৈতিক বয়ান। ফলে বিরোধীরা যদি সেই একই ইস্যুতে দীর্ঘ সময় ধরে বিজেপিকে আক্রমণ করে, তাহলে ভোটের আলোচনাও স্বাভাবিকভাবেই সেই পরিসরে আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।এর ফলে বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, কৃষকদের আয়, সরকারি নিয়োগে অনিয়ম, প্রশ্নফাঁসের মতো জনজীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি পিছনে পড়ে যেতে পারে। অথচ উত্তরপ্রদেশের মতো বড় রাজ্যে নির্বাচনী লড়াইয়ে এই বিষয়গুলিই ভোটারদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত।রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, বিজেপির সবচেয়ে বড় দুই রাজনৈতিক শক্তি হল হিন্দুত্ব এবং জাতীয়তাবাদ। অনেকটা ঘরের মাঠে খেলার মতোই এই দুই ইস্যুতে বিজেপির সংগঠন ও প্রচারের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। ফলে বিরোধীরা যদি সেই মাঠেই লড়াইয়ে বেশি সময় ব্যয় করে, তাহলে শাসক দলের বিরুদ্ধে তৈরি হওয়া চাপ অন্য দিকে ঘুরে যেতে পারে। বিহার নির্বাচনের প্রসঙ্গও টেনে আনছেন বিজেপির নেতারা।

তাঁদের দাবি, সেখানে জাতপাত, বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধির মতো একাধিক ইস্যু থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস ও বিরোধীরা ভোটচুরির অভিযোগকে প্রচারের কেন্দ্রে নিয়ে এসেছিল। ফলে নির্বাচনী বিতর্কের মূল ফোকাস বদলে যায়। উত্তরপ্রদেশেও একই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে মনে করছে গেরুয়া শিবির। অন্যদিকে, অখিলেশ যাদবের নেতৃত্বাধীন সমাজবাদী পার্টি বর্তমানে বিজেপিকে কিছুটা চাপে রেখেছে। ফলে শাসক দলের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হল সেই চাপকে কীভাবে সামলানো যায় এবং ভোটের আগে বিরোধীদের তৈরি করা রাজনৈতিক বয়ান কীভাবে বদলে দেওয়া যায়।

রাম মঃিদরের অনুদান তছরুপের অভিযোগ অযোধ্যা ও আশপাশের এলাকায় যে গুরুত্ব বহন করে, উত্তরপ্রদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তার প্রভাব কতটা, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। ফলে বিরোধীরা যদি এই ইস্যুকে রাজ্যজুড়ে প্রধান নির্বাচনী হাতিয়ার করে তোলে, তাহলে আদৌ কতটা রাজনৈতিক লাভ হবে, তা নিয়েও সংশয় রয়েছে।

তবে বিরোধীদের কাছে বিষয়টি ছেড়ে দেওয়ার সুযোগও নেই। রাম মঃিদরের দানের টাকা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবি তারা তুলতেই পারে। কিন্তু সেই দাবির পাশাপাশি বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, কৃষি, কর্মসংস্থান এবং সরকারি নিয়োগের মতো বিষয়গুলিকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশের ২০২৭-এর ভোটে আসল লড়াই শুধু রাম মন্দিরের চাঁদা তছরুপকে ঘিরে হবে, নাকি মানুষের দৈনন্দিন সমস্যাগুলিও আলোচনার কেন্দ্রে থাকবে-তার উপরই অনেকটা নির্ভর করবে নির্বাচনী লড়াইয়ের চরিত্র। বিরোধীরা যদি বিজেপির পছঃদের মাঠেই দীর্ঘদিন খেলতে থাকে, তাহলে সেই লড়াইয়ের রাজনৈতিক ফায়দা কার ঘরে যায়, সেটাই এখন দেখার।

সাবধানে রাস্তা পর হবেন। আপনার এক সেকেন্ডের অবহেলা কেড়ে নিতে পারে আপনার জীবন।আর সেটাই হলো মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা থানার অন্তর্গত নবাববাড়ি গ্রামের ছেতিয়ানি এলাকার অন্তর্গত আনসারের মোড়ে, মৃত ব্যক্তির নাম মনিরুল সেখ,বয়স ৪০ ঘটনাস্থলে মৃত্যু, আরেকজন হাসপাতালে যাওয়ার সময় মৃত্যুবরণ করেন যার নাম খোঁসমহম্মদ বয়স আনুমানিক ২৪ বছর এবং অবিবাহিত। দুজনের বাড়ি একই ঠিকানায়-ছবি হাসান টুর এন্ড ট্রাভেলস থেকে সংগৃহীত। ছবি ও সংবাদ- সাবিরুল সেখ।

NAME CHANGE

I, Motiur Rahaman (old name) S/o-Saifuddin residing at Bablabona, Goraksha, Ratua, Dist- Malda, Pin-732204 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MOTIUR RAHAMAN to MD MOTIUR RAHAMAN and henceforth I shall be known as MD MOTIUR RAHAMAN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore, Murshidabad dated 08/08/2026. MOTIUR RAHAMAN (old name) and MD MOTIUR RAHAMAN (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Safijuddin (old name) S/o-Abdul Halim residing at Bablabona, Goraksha, Ratua, Dist- Malda, Pin-732204 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD SAFIJUDDIN to SAIFUDDIN and henceforth I shall be known as SAIFUDDIN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore, Murshidabad dated 08/08/2026. MD SAFIJUDDIN (old name) and SAIFUDDIN (new name) both are same and one identical person.

ফের মাটির দেওয়াল ধসে আহত ৩ শিশু

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ৮ আগস্টঃ টানা বৃষ্টিতে ফের মাটির দেওয়াল ধসে গুরুতর আহত হল তিন শিশু। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রামের নয়াগ্রাম ব্লকের দেউলবাড় গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি পরিত্যক্ত বাড়ির পাশে খেলার সময় আচমকাই মাটির দেওয়াল ভেঙে পড়ে। তার নীচে চাপা পড়ে আহত হয় তিন শিশু। আহতদের নাম অনিমেষ নায়েক (৮), সোমাদ্রিতা নায়েক (৬) এবং অমিত নায়েক (৬)। স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় দ্রুত মাটি সরিয়ে তিন জনকে উদ্ধার করা হয়। গুরুতর অবস্থায় তাদের নয়াগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পরে অনিমেষ ও সোমাদ্রিতাকে ছেড়ে দেওয়া হলেও অমিতের আঘাত গুরুতর হওয়ায় সে এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সূত্রের খবর, অজিত পাত্র নামে এক ব্যক্তির বাড়ির মাটির দেওয়ালটি দীর্ঘদিন ধরেই ভাঙাচোরা অবস্থায় ছিল। বাড়িটি পরিত্যক্ত হওয়ায় সেখানে কেউ থাকতেন না। শনিবার বৃষ্টির মধ্যে আচমকাই বাড়িটির একটি দেওয়াল ধসে পড়ে। সেই সময় বাড়িটির পাশে খেলছিল দুই পরিবারের তিন শিশু। মুহূর্তের মধ্যে তারা ধসে পড়া মাটির নীচে চাপা পড়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে নয়াগ্রামের বিডিও শান্তনু সরকার প্রথমে হাসপাতালে যান। আহত শিশুদের চিকিৎসার বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়ার পর তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িটি পরিদর্শন করেন। গ্রামবাসীদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। বর্ষার সময়ে দুর্বল মাটির বাড়ি ও দেওয়াল থেকে দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে কি না, তা নিয়েও খোঁজ নেন বিডিও। বিপজ্জনক অবস্থায় থাকা বাড়িগুলির বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ঘটনার পর এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। বর্ষার সময়ে ভাঙাচোরা মাটির বাড়ি কিংবা দুর্বল দেওয়ালের কাছাকাছি শিশুদের না যেতে দেওয়ার জন্য স্থানীয়দের সতর্ক করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত রবিবারই নয়াগ্রাম ব্লকের বড়শোল গ্রামে মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছিল। তার এক সপ্তাহের মধ্যেই ফের মাটির দেওয়াল ধসে তিন শিশু আহত হওয়ায় বর্ষায় মাটির বাড়ির নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

মিনাপুর নিম্ন বুনিয়াদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ দিবস পালন

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৮ আগস্টঃ পূর্বস্থলী-১ ব্লকের দোগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মিনাপুর নিম্ন বুনিয়াদি প্রাথমিক

বিদ্যালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস। কালনা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে কবিগুরুর জীবন, সাহিত্য ও তাঁর অমর সৃষ্টিকে স্মরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায়, তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক দেবাশীষ পোড়ে, পূর্বস্থলী-১ ব্লকের বিডিও অনন্যা বিশ্বাস, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রসেনজিৎ সরকার-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এছাড়াও বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, পড়ুয়া এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এদিন বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি মূর্তি উন্মোচন করা হয়। মূর্তি উন্মোচনের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উপস্থিত অতিথিরা। তাঁর সাহিত্যকর্ম, মানবতাবাদী চিন্তাধারা এবং শিক্ষাদর্শ আজও কীভাবে সমাজকে পথ দেখায়, অনুষ্ঠানে সেই বিষয়গুলিও তুলে ধরা হয়। মূর্তি উন্মোচনের পাশাপাশি কবিগুরুকে স্মরণ করে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে পড়ুয়া ও স্থানীয় শিল্পীদের অংশগ্রহণে রবীন্দ্রসংগীত, আবৃত্তি, নৃত্য ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়। কবিগুরুর গান ও কবিতার মাধ্যমে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন শিল্পী ও ছাত্রছাত্রীরা। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু বাংলা সাহিত্যকেই সমৃদ্ধ করেননি, তাঁর চিন্তা ও দর্শন সমগ্র মানবসমাজকে আলোকিত করেছে। নতুন প্রজন্মের কাছে তাঁর সাহিত্য ও আদর্শকে পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তাঁর মূর্তি স্থাপনের ফলে ছাত্রছাত্রীরা প্রতিনিয়ত কবিগুরুর জীবন ও আদর্শ সম্পর্কে অনুপ্রাণিত হওয়ার সুযোগ পাবে। সার্বিকভাবে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে মিনাপুর নিম্ন বুনিয়াদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান শ্রদ্ধা, স্মরণ এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের গোরক্ষপুরস্থ মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপের চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজারের পক্ষে এবং ভারতের রাষ্ট্রপতির হয়ে, ডেপুটি সিএমই/ রিপেয়ার (Dy. CMERepair) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন ই-ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান করছেনঃ-

ক্রমিক নং-১, ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ও কাজের নামঃটেন্ডার নং ২০-GKP-MWS-২০২৬-২৭ - গোরক্ষপুর মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপে LHB হুইল সেটের মরিচা ঘষে পরিষ্কার করা এবং LHB/ICF/MEMU/NMG/NMGH/NMGHS হুইল সেটের এক্সেল (Axle) পরিষ্কার করার কাজ। আনুমানিক মূল্য (টাকায়)ঃ ২৮,৬২,৬৮৭.৫৫ টাকা জামানতের অর্থ বা আর্নেস্ট মানি (টাকায়)ঃ ৫৭,৩০০- টাকা টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ শূন্য। টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ সময় ও তারিখঃ ৩১-০৮-২০২৬ তারিখ, সকাল ১১.০০টা পর্যন্ত চুক্তির মেয়াদঃ ১২ মাস।

.উপরোক্ত দরপত্রগুলির বিস্তারিত বিবরণ ভারতীয় রেলের ওয়েবসাইট **http://www.ireps.gov.in**-এ-ও পাওয়া যাবে।

ডেপুটি সিএমই/ মেরামত, মেক। কর্মশালা,
সিপিআরও / যান্ত্রিক-৬৭ গোরখপুর

কখনও ট্রেনের ছাদে বা ফুটবোর্ডে ভ্রমণ করবেন না।

আমলাশোলে খাটিয়ায় বসে গ্রামবাসীর অভাব-অভিযোগ শুনলেন পুলিশ সুপার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ৮ আগস্টঃ জঙ্গলমহলের প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষের সমস্যা ও চাহিদার কথা সরাসরি শুনতে এবং পুলিশ-জনসাধারণের দূরত্ব কমাতে বিশেষ উদ্যোগ নিল ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ। 'সহায়' কর্মসূচির আওতায় শুক্রবার রাতে বেলপাহাড়ি থানার আমলাশোল ও আমঝরনা এলাকায় আয়োজিত হল বিশেষ জনসংযোগ কর্মসূচি। পুলিশ সূত্রের খবর, একসময়ের উপদ্রুত এবং অত্যন্ত দুর্গম বলে পরিচিত আমলাশোলের বাসিন্দাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং তাঁদের কাছে প্রশাসনিক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ। গ্রামের উঠোনে খাটিয়ায় বসে বেলপাহাড়ি থানা ও বাঁশপাহাড়ি ফাঁড়ির উদ্যোগে আয়োজিত ওই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রামের জেলা পুলিশ সুপার মানব সিংলা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপারেশন) ফয়সল রাজা, বেলপাহাড়ির এসডিপিও অয়ন সাধু এবং বেলপাহাড়ি থানার আইসি স্বরূপ মুখোপাধ্যায়-সহ পুলিশ আধিকারিকেরা। দীর্ঘক্ষণ ধরে গ্রামবাসীদের অভাব-অভিযোগ ও এলাকার নানা সমস্যার কথা শোনেন তাঁরা। পাশাপাশি, এলাকার পড়ুয়াদের শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে আমঝরনা এলাকায় 'দিশা' কোচিং সেন্টারের উদ্বোধন করেন জেলা পুলিশ সুপার। প্রত্যন্ত এলাকার ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় উৎসাহিত করতে সিভিক ভলান্টিয়ারদের মাধ্যমে সেখানে বিশেষ পাঠদানের ব্যবস্থা করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। জনসংযোগ কর্মসূচিতে পুলিশের পক্ষ থেকে গ্রামবাসীদের হাতে শাড়ি, স্থানীয় ক্লাবগুলির হাতে ফুটবল এবং শিশুদের খাতা ও চকলেট তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান শেষে জেলা পুলিশ সুপার মানব সিংলা বলেন, ''ঝাড়গ্রাম জেলার অন্যতম প্রত্যন্ত এই গ্রামের মানুষের সমস্যা ও চাহিদার কথা শুনতেই আমরা আজ এখানে এসেছি। আমঝরনায় শুরু হওয়া 'দিশা' কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে স্থানীয় শিশুদের পড়াশোনায় সাহায্য করবেন আমাদের সিভিক ভলান্টিয়াররা। এই ধরনের উদ্যোগের ফলে পুলিশ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশ্বাস ও যোগাযোগের সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে।''

বিজ্ঞপ্তি

জেলাঃ হাওড়া, থানাঃ সাঁকড়াইল, মৌজাঃ ধূলোগড়ী, জে. এল নংঃ ০১, দাগ নং (আর.এস.)ঃ ৩৩৪৭, দাগ নং (এল.আর.)ঃ ২৭৯০, খতিয়ান নং (এল.আর.)ঃ ১০৩৮, ১৬৩৯, ৩৩১৩, ৩৩৭৭ ও ৪৩৪৩, পরিমাপঃ ১৬ শতক জমি।
সাঁকরাইল থানার অধীন ধুলাগড়ী নিবাসী কুতুবদ্দিন লস্কর, গিয়াসউদ্দিন লস্কর ও নাজিমউদ্দিন লস্কর সকলের পিতা মৃত হাসেম আলি লস্কর, গত ১৪.১২.২০২১ তারিখে এ.ডি.এস.আর.- রানীহাটি অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৪৮০৪ নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা সাঁকরাইল থানার অধীন ধুলাগড়ী- নিবাসী আউয়াল মুন্সী পিতা মোকলেস মুন্সী, মহাশয়া কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেছেন। ইহাতে কারো কোন আপত্তি থাকলে ১ মাসের মধ্যে সাঁকরাইল বি.এল. অ্যান্ড এল.আরও অফিসে যোগাযোগ করুন।

হাবভাব দেখেই বুঝে গিয়েছিলেন, গরুপাচার থামালেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুশমন্ডি, ৮ আগস্টঃ ফের গোরু পাচার রুখল কুশমন্ডির বিধায়ক তাপস চন্দ্র রায়। শনিবার দুপুরে কুশমন্ডির উত্তর করঞ্জি হাটখোলা বিজেপি বিধায়ক তাপস চন্দ্র রায়ের তৎপরতায় চারটি গোরুবোঝাই একটি মোটর ভ্যান আটক করে পুলিশ। ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম মুজাফফর রহমান (৪১) ও মিজানুর আলম (৩৪)। তাঁদের বাড়ি কুশমন্ডির ঢোলকুড়ি ও শিবকৃষ্ণপুর এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর দিনাজপুরের ডালিমগাঁও থেকে চারটি গোরু নিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুরের দিকে যাচ্ছিল গাড়িটি। উত্তর করঞ্জি হাটখোলা এলাকায় গাড়িটির গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হচ্ছিল। সেই সময় বিধায়ক সেটিকে দাঁড় করান। এরপর

তিনি কুশমণ্ডি থানায় খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাড়ি সহ দুজনকে আটক করে এবং চারটি গোরু উদ্ধার করে। গোরুগুলি কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং এর পিছনে কোনও পাচারচক্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনায় আরও কেউ জড়িত কি না, তাও তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। তাপস চন্দ্র রায় বলেন, ''চার তারিখ দুর্ঘটনায় একটা বাচ্চা মারা যায়। আমরা তাদের সঙ্গেই দেখা করতে যাচ্ছিলাম। সেই সময় গরুবোঝাই একটি পিকআপ ভ্যান দেখতে পাই। গরু কোথায় যাচ্ছে জিজ্ঞাসা করি মালিককে। কিন্তু উনি ঠিকঠাক কোনও উত্তর দিতে পারেননি। পরবর্তীকালে আমরা জানতে পারি উনি দীর্ঘদিন ধরে গরুর ব্যবসা করেন। সব বৈধ থাকলে কেন বেআইনি রাস্তা দিয়ে গরু বোঝাই গাড়ি যাচ্ছিল?''

বিজ্ঞপ্তি

জেলাঃ হাওড়া, থানাঃ সাঁকড়াইল, মৌজাঃ ধূলোগড়ী, জে. এল নংঃ ০১, দাগ নং (আর.এস.)ঃ ৩৩৪৭, দাগ নং (এল.আর.)ঃ ২৭৯২, খতিয়ান নং (এল.আর.)ঃ ৬৭০, ২৯৮৮, ৪৭৩০, ৪৭৩১ ও ১৯৮৯, পরিমাপঃ ১৬.৫০ শতক জমি।
সাঁকরাইল থানার অধীন ধুলাগড়ী নিবাসী সাইদুল মির্দ্দে পিতা - মৃত আব্দুল খালেক মির্দ্দে ও সাফিকা মির্দ্দে স্বামী- সাইদুল মির্দ্দে, গত ১৪.০৩.২০১৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর- রানীহাটি অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ১২২ নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা সাঁকরাইল থানার অধীন ধুলাগড়ী নিবাসী সিরাজ মির্দ্দে পিতা মৃত লাল চাঁদ মির্দ্দে, মহাশয়া কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেছেন। ইহাতে কারো কোন আপত্তি থাকলে ১ মাসের মধ্যে সাঁকরাইল বি.এল. অ্যান্ড এল.আরও অফিসে যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞপ্তি

জেলাঃ হাওড়া, থানাঃ সাঁকড়াইল, মৌজাঃ ধূলোগড়ী, জে. এল নংঃ ০১, দাগ নং (আর.এস.)ঃ ৩৩৪৭, দাগ নং (এল.আর.)ঃ ২৭৯২, খতিয়ান নং (এল.আর.)ঃ ২৯৮৮, পরিমাপঃ ৩.৩০ শতক জমি।
সাঁকড়াইল থানার অধীন ধূলোগড়ী নিবাসী আনারুল মন্ডল পিতা- রহমান মন্ডল, গত ১৩.১২.২০২১ তারিখে এ.ডি.এস.আর.- রানীহাটি অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৪৭৭৯ নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা সাঁকরাইল থানার অধীন ধুলাগড়ী - নিবাসী আজারুদ্দিন মুন্সী পিতা- আউয়াল মুন্সী, মহাশয়া কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেছেন। ইহাতে কারো কোন আপত্তি থাকলে ১ মাসের মধ্যে সাঁকড়াইল বি.এল. অ্যান্ড এল.আরও অফিসে যোগাযোগ করুন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতশিক্ষার শুরুর সঙ্গে জড়িয়ে নদিয়ার বিষ্ণু চক্রবর্তী

বিস্মৃত সঙ্গীতগুরুর স্মৃতি আগলে আনুলিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আনুলিয়া, ৮ আগস্টঃ বাইশে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস। বিশ্বকবিকে স্মরণের এই দিনেই সামনে আসে তাঁর শৈশবের সঙ্গীতশিক্ষার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নদিয়ার এক বিস্মৃত

সঙ্গীতগুরুর নাম-বিষ্ণু চক্রবর্তী। নদিয়ার আনুলিয়া, তৎকালীন অনলগ্রামের এই সন্তান ছিলেন ধ্রুপদ ও খেয়াল সঙ্গীতের বিশিষ্ট আচার্য। সময়ের সঙ্গে তাঁর নাম অনেকটাই প্রচারের আড়ালে চলে গেলেও গ্রামে এখনও তাঁর স্মৃতি ধরে রেখেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সঙ্গীতচর্চার সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন বিষ্ণু চক্রবর্তী। ঠাকুর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গীতশিক্ষার পাশাপাশি বালক রবীন্দ্রনাথেরও প্রাথমিক সঙ্গীতশিক্ষার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণমূলক লেখাতেও শৈশবে বিষ্ণু চক্রবর্তীর কাছে গান শেখার উল্লেখ পাওয়া যায়। সহজ সুর ও পল্লিগানের পাশাপাশি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রাথমিক শিক্ষাতেও তাঁর ভূমিকা ছিল। শুধু ঠাকুরবাড়ি নয়, আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতচর্চাতেও বিষ্ণু চক্রবর্তীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ব্রহ্মসঙ্গীতের সঙ্গে ধ্রুপদী সঙ্গীতের সংযোগ ও তার পরিবেশনধারাকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে তিনি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত। ধ্রুপদের পাশাপাশি খেয়াল সঙ্গীতেও তাঁর দক্ষতা ছিল। উনিশ শতকের বাংলার সঙ্গীতচর্চার ইতিহাসে তাঁর উপস্থিতি সেই কারণেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু সময়ের সঙ্গে এই সঙ্গীতাচার্যের নাম সাধারণ মানুষের কাছে অনেকটাই অচেনা হয়ে পড়েছে। আনুলিয়া কেদারনাথ স্মৃতি পাঠাগার এবং স্থানীয় গ্রামবাসীদের উদ্যোগে তাঁর ছবি, কাঠের মূর্তি ও স্মৃতিফলক সংরক্ষণ করা হয়েছে। প্রতি বছর ২৫ বৈশাখ এবং ২২ শ্রাবণে পাঠাগার চত্বরে তাঁকে স্মরণ করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রবীন্দ্র গবেষক ডঃ শুভদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''সরকার সহ সকলেরই এটা নিয়ে আরও এগিয়ে আসা দরকার। শুধু মূর্তি বসালে বা এভাবে করলে হবে না। আরও বেশি প্রচারের মধ্যে আনতে হবে। না হলে আমরাতো ইতিহাসটাই জানতে পারব না।'' স্থানীয়দের বক্তব্য, রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্বের সঙ্গীতজীবনের গোড়ার সঙ্গে যে মানুষটির যোগ ছিল, তাঁর নিজের জন্মস্থানই যদি তাঁর স্মৃতিকে ধরে রাখে, তাহলে সেই ইতিহাস বৃহত্তর মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বও নেওয়া প্রয়োজন। সরকারি উদ্যোগে তাঁর জীবন ও সঙ্গীতচর্চা নিয়ে গবেষণা, তথ্য সংরক্ষণ এবং স্থায়ী স্মারক গড়ে তোলার দাবি উঠছে। আনুলিয়ার বাসিন্দাদের আশা, রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে থাকা এই গুরুত্বপূর্ণ অথচ বিস্মৃত অধ্যায় এবার বৃহত্তর পরিসরে পরিচিতি পাবে।

RDB INFRASTRUCTURE AND POWER LTD
(Formerly Known as RDB Realty & Infrastructure Limited)
CIN : L68100WB2006PLC110039
Regd. Office: Bikaner Building, 8/1, Lal Bazar Street, 1st Floor, Room No- 10 Kolkata-700001,
Ph No.: +91 90384 70761; Fax: 033-22420588;
Email id: csrdbinfra@rdbindia.com,; Website: www.rdbindia.com

৩০শে জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিকের স্বতন্ত্র ও নিরীক্ষাবিহীন আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(টাকা লক্ষে)

	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি			বছর সমাপ্তি
		৩০শে জুন ২০২৬	৩১শে মার্চ ২০২৬	৩০শে জুন ২০২৫	৩১শে মার্চ ২০২৬
		অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১.	অপারেশন থেকে মোট আয় (নিট)	৬৩০৪.০৭	২৭৩৪.৪৪	৬৯২৩.৬৯	১৪২৬০.১১
২.	করের আগে নিট মুনাফা এবং ব্যতিক্রমী আইটেম	৪৯৪.৫৭	৫০৯.২১	৩৭০.৬৮	১৬৯২.৩৭
৩.	করের আগে নিট মুনাফা এবং ব্যতিক্রমী আইটেমের পরে	৪৯৪.৫৭	৫০৯.২১	৩৭০.৬৮	১৬৯২.৩৭
৪.	করের পরে নিট মুনাফা এবং ব্যতিক্রমী আইটেমের পরে	৪৪৩.৬৯	৪৩২.৮৩	২৭২.২৫	১২৫২.৪৪
৫.	এই সময়ের জন্য মোট সামগ্রিক আয় (কর-পরবর্তী নিট মুনাফা এবং কর-পরবর্তী অন্যান্য সামগ্রিক আয় নিয়ে গঠিত)	৪৪৩.৬৯	৪৪৫.৩৯	২৭২.২৫	১২৬৫.০০
৬.	পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১ টাকা)	২২৩৬.৫৯	২১০০.০৯	১৯৮১.৩৪	২,১০০.০৯
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি	০	০	০	১২৭৩১.২২
৮.	শেয়ার প্রতি আয়ঃ মৌলিকঃ	০.২১	০.২২	০.১৪	০.৬৪
	মিশ্রঃ	০.২১	০.২২	০.১৪	০.৬৪

৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিকের সমন্বিত ও নিরীক্ষাবিহীন আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(টাকা লক্ষে)

	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি			বছর সমাপ্তি
		৩০শে জুন ২০২৬	৩১শে মার্চ ২০২৬	৩০শে জুন ২০২৫	৩১শে মার্চ ২০২৬
		অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১.	অপারেশন থেকে মোট আয় (নিট)	৬৩০৪.০৭	২৭৩৪.৫১	০	১৪২৬০.১১১
২.	করের আগে নিট মুনাফা এবং ব্যতিক্রমী আইটেম	৪৯৪.৩৬	৫৯০.২১	০	১৬৮৬.০২
৩.	করের আগে নিট মুনাফা এবং ব্যতিক্রমী আইটেমের পরে	৪৯৪.৩৬	৫৯০.২১	০	১৬৮৬.০২
৪.	করের পরে নিট মুনাফা এবং ব্যতিক্রমী আইটেমের পরে	৪৪৩.৩২	৪৩২.৮৬	০	১২৪৬.০২
৫.	এই সময়ের জন্য মোট সামগ্রিক আয় (কর-পরবর্তী নিট মুনাফা এবং কর-পরবর্তী অন্যান্য সামগ্রিক আয় নিয়ে গঠিত)	৪৪৩.৩২	৪৪৫.৪২	০	১২৫৮.৫৮
৬.	পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১ টাকা)	২২৩৬.৫৯	২১০০.০৯	০	২১০০.০৯
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি	০	০	০	১২৭৩১.২২
৮.	শেয়ার প্রতি আয়ঃ মৌলিকঃ	০.২১	০.২৩	০	০.৬৩
	মিশ্রঃ	০.২১	০.২৩	০	০.৬৩

মন্তব্যঃ
উপরিউক্ত তথ্যটি এসইবিআই (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের (স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড) বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারাংশ। ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিবরণ স্টক এক্সচেঞ্জ(গুলি)-এর ওয়েবসাইট এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.rdbindia.com) পাওয়া যাবে। এছাড়া কিউআর কোড স্ক্যান করেও এটি দেখা যাবে।

বোর্ডের জন্য এবং পক্ষে
স্বা/- **শুভম বৈদ্য**
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৮ই আগস্ট, ২০২৬

কোলাঘাট ব্লকের জলবন্দী এলাকার জলনিকাশী সমস্যা সমাধানে বিডিও অফিস অভিযানের ডাক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোলাঘাট, ৮ আগস্টঃ শুধুমাত্র জলনিকাশীর সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকায় রূপনারায়ন থেকে মাত্র আটদশ কিলোমিটার দূরে কোলাঘাট ব্লকের বৃন্দাবনচক-সিদ্ধা এক ও সিদ্ধা দুই- পুলসিটা-সাগরবাড়-খন্যাডিহি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রায় পঞ্চাশটিরও বেশি গ্রামে চলতি মরশুমের আমন চাষ হয়নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্ষার পরপরই দেহাটি খাল পূর্ণ সংস্কার, অতি সত্বর দেনান-দেহাটি জলনিকাশী প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ রূপায়ন সহ কৃষকদের বিভিন্ন দাবীতে এলাকার কৃষকদের অরাজনৈতিক সংগঠন কৃষক সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে আজ উত্তর জিঞ্চাদা হাইস্কুলে এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন পরিষদের সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক। সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি গোপাল চন্দ্র সামন্ত। সভা থেকে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে সেচ দপ্তরের এসডিও এবং ব্লকের বিডিও'র নিকট বিক্ষোভ ডেপুটেশনের কর্মসূচি সর্বসম্মতিক্রমে নেওয়া হয়।

OFFICE OF THE PURBASTHALI-I PANCHYAT SAMITY
SRIRAMPUR, PURBA BARDHAMAN

NOTICE INVITING e-TENDER

1. e-Tender Reference No- P-I/59/1252/EO/15th F.C/2026-27, Dated-07/08/2026

Tender ID: 2026_ZPHD_1036878_1 has been floated Construction of Cover Drain from Krishna Sarkar house towards Bijay Talukdar Godown Sonarudra village in Dogachia GP under Purbasthali-I Panchyat Samity, **fund 15th FC 2025-26, AC-117788817.** Look for detail you may visit **www.wbtenders.gov.in** and office notice board.

Sd/- **Executive Officer**
Purbasthali-I Panchyat Samity Srirampur, Purba Bardhaman.

SARVOTTAM FINVEST LIMITED
CIN: L65993WB1978PLC031793
Regd. Off.: 3, Bentinck Street (2nd Floor), Kolkata - 700 001,
Ph No:(033) 2210 0875
e-mail:sarvottamfinvest@gmail.com,Website:www.sarvottamfinvest.in

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2026

(Rs. In Lakhs)

Sl. No	Particulars	Quarter Ended			Year Ended
		30-June 2026	31-March 2026	30-June 2025	31-March 2026
		Reviewed	Audited	Reviewed	Audited1
1	Total Income from Operations	66.55	15.99	40.26	137.34
2	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax	11.89	(37.11)	12.69	(17.79)
3	Net Profit/ (Loss) for the period after tax	5.06	(24.30)	15.52	(18.73)
4	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit /(Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax]	5.06	(24.30)	15.52	(18.73)
5	Equity Share Capital	750.00	750.00	750.00	750.00
6	Other Equity	-	-	-	1701.96
7	Earnings per Share (EPS) (of Rs.10/-each)(for continuing and discontinuing operations) a.Basic(Rs.)	0.07	(0.32)	0.21	(0.25)
	b.Diluted(Rs.)	0.07	(0.32)	0.21	(0.25)

Note:
The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the Stock Exchange at www.bse-india.com and on the Company's website at www.sarvottamfinvest.in

For **Sarvottam Finvest Limited**
Dilip Kumar Gupta
Managing Director
(DIN:01168576)

Place : Kolkata
Date: August 08, 2026

TRIBUTE TRADING AND FINANCE LIMITED
CIN: L35991WB1986PLC139129
Regd. Office: : 3, Bentinck Street (2nd Floor), Kolkata - 700 001,
Ph No:(033) 2210 0875
e-mail: ttfltd@gmail.com, Website: www.ttfltd.co.in

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2026

(Rs. In Lakhs)

Sl. No	Particulars	Quarter Ended			Year Ended
		30-June 2026	31-March 2026	30-June 2025	31-March 2026
		Reviewed	Audited	Reviewed	Audited
1	Total Income from Operations	84.31	32.64	84.38	132.19
2	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax	41.41	16.02	24.04	30.98
3	Net Profit/ (Loss) for the period after tax	35.58	32.81	25.97	27.52
4	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit/(Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax]	35.58	32.81	25.97	27.52
5	Equity Share Capital	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00
6	Other Equity	-	-	-	1778.34
7	Earnings per Share (EPS) (of Rs.10/-each)(for continuing and discontinuing operations) a.Basic(Rs.)	0.30	0.27	0.22	0.23
	b.Diluted(Rs.)	0.30	0.27	0.22	0.23

Note:
The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the Stock Exchange at www.cse-india.com and on the Company's website at www.ttfltd.co.in

For **Tribute Trading and Finance Limited**
Sangeeta Sethia
Managing Director
(DIN: 00585682)

Place : Kolkata
Date: August 08, 2026

বিজ্ঞপ্তি

আমি সবিতা রাজেশ দাস স্বামী - রাজেশ দাস নিবাস-ডোমজুড় হাওড়া-711405, I-050404825/25 (ADSR ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত) নং দলিল মূলে ১. বিন্দু সুবোধ ধারা ও ২. রাজেশ ফটিক দাস ইহাদের পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার (পাওয়ার নং-MBI13-17637-2025 সাব রেজিস্ট্রার মুম্বাই 13 নং অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত) জলধর দাস পিতা-স্বর্গীয় ফটিক চন্দ্র দাস এর নিকট হইতে ডোমজুড় মৌজায় এল আর 3833/3 নং খতিয়ানে আর এস 7254 নং দাগ হইতে আগত এল আর 6748 নং দাগে বাগান 1.59 শতক সম্পত্তি ভোগদখল করিতেছি, উক্ত সম্পত্তির নাম পত্তনের জন্য বি এল এবং এল আর ও ডোমজুড় অফিসে আবেদন করিয়াছি তাহা সকলকে অবগত করিলাম।

বিজ্ঞপ্তি

আমি সন্দীপ ঠাকুর চক্রবর্তী পিতা-শ্রী দুঃখহরন ঠাকুর চক্রবর্তী নিবাস-ডোমজুড়, হাওড়া-711405, I-050404826/2025 (ADSR ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত) নং দলিল মূলে ১. বিন্দু সুবোধ ধাড়া ও ২. রাজেশ ফটিক দাস ইহাদের পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার (পাওয়ার নং.-MBI13-17637-2025 সাব রেজিস্ট্রার মুম্বাই 13 নং অফিসে রেজিস্ট্রি-কৃত) জলধর দাস পিতা-স্বর্গীয় ফটিক চন্দ্র দাস এর নিকট হইতে রাঘবপুর মৌজায় এল আর 688 নং খতিয়ানভুক্ত আর এস ও এল আর 178 নং দাগে 5.57 শতক ডাঙ্গা জমি ভোগ দখল করিতেছি, উক্ত সম্পত্তির নাম পত্তনের জন্য বি এল এবং এল আর ও ডোমজুড় অফিসে আবেদন করিয়াছি, তাহা সকলকে অবগত করিলাম।

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী রিশু রাজ দেব, পিতা-শ্রী প্রবীর কুমার দেব মহাশয় গত ইং-28/11/2022 তারিখে হাওড়া A.D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রি-কৃত বুক নং-1, ভল্যুম নং-0502-2022, পাতা নং-465536 to 465552 বিয়িং নং-050213194 নং আমোক্তার নামা দলিল দ্বারা 1) শ্রী বাবলু থাপা, 2) তারক থাপা, উভয়ের পিতা- শ্রী পূর্ণ থাপা মহাশয় নিকট হইতে আমমোক্তার গ্রহণ করেন। মৌজা- চকপাড়া, জে.এল.নং-১১১, হাল দাগ-১৬৯৯, হাল খতিয়ান নং-৩৯২৫ মোট ৪ কাঠা শালি জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে দাতাগনের কারো কোনো আপত্তি থাকলে তিনি ৩০ দিনের মধ্যে বালি জগাছা বি.এল.এ্যান্ড. এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী পরিমল দাস, পিতা-ঁহরিপদ দাস, সাং- আনন্দনগর সুকান্ত পল্লী, পোস্ট- ভট্টনগর, থানা- লিলুয়া, জেলা হাওড়া- ৭১১২০৩, অদ্য ইংরাজি-২৮/৮/২০২৩ হাওড়া ডি.এস.আর-১ রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং-০৫০১০৪২৪০ বুক নং-১,ভল্যুম নং-০৫০১-২০২৩, পাতা নং- ১২৬১৪০ হইতে ১২৬১৫২ আমোক্তারনামা দলিল দ্বারা শ্রী রাজ কুমার গুপ্তা, পিতা-ঁনন্দ কিশোর প্রসাদ মহাশয় নিকট হইতে আমোক্তার গ্রহন করেন। মৌজা-চকপাড়া, জে. এল.নং-১১১, হাল দাগ নং ১৫৬১, হাল খতিয়ান নং-১৪৪০৭, মোট জমি ২ কাঠা= ০.০৩৩০ একর শালি জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে দাতার কোন আপত্তি থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে তিনি বালি জগাছা বি.এল.এ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রীমতি কবিতা হালদার, স্বামী-মনোজ কুমার হালদার, সাং- ২৩/২৬ গোলাবাড়ি, পোস্ট- ভট্টনগর, থানা-লিলুয়া, জেলা-হাওড়া-৭১১২০৩ অদ্য ইংরাজি ২৩/১১/২০২২ হাওড়া এ.ডি.এস. আর. রেজিস্ট্রি অফিসের রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং- ০৫০২১- ২৯৯২, বুক নং-১,ভল্যুম নং-০৫০২- ২০২২, পাতা নং-৪৬০১৬৬ হইতে ৪৬০১৮২ এবং আরো একটি দলিল নং-০৫০২১২৯৯৩, বুক নং-১, ভল্যুম নং-০৫০২-২০২২, পাতা নং- ৪৬০১৮৩ হইতে ৪৬০২০০ আমোক্তার দলিল দ্বারা শ্রী সমীর কৃষ্ণ সরকার, পিতা ১) ঁপরিমল চন্দ্র সরকার ২) তপন দাস, পিতা-ঁসুধীর দাস, ৩) রবি দাস, পিতা-ঁমধুসূদন দাস মহাশয় এর নিকট হইতে আমোক্তার গ্রহণ করেন। মৌজা- চকপাড়া, জে.এল.নং- ১১১হাল দাগ নং- ১৯০৪, হাল খতিয়ান নং-৮৫৭৮, ৮৫৭৯, ৮৫৮০ প্রথম আমোক্তার ৩কাঠা ২ ছটাক ১২ বর্গফুট= ০.০৫১৯ একর শালি জমি ও দ্বিতীয় আমোক্তার ৭কাঠা ৩ বর্গফুট=০.১১৫৭একর শালি জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে দাতার কোন আপত্তি থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে তিনি বালি জগাছা বি.এল এ্যান্ড.এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

লামডিং ডিভিশনে এএমসি কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : এসআর.ডিইই/এলএমজি/০৩ অফ ২০২৬-২৭; তারিখ: ০৬-০৮-২০২৬; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নং ঃ** ইএল/এলএম/২৬-২৭/ওপি/০৩; **কাজের নাম** ঃলামডিং ডিভিশনে ১০৯৬ দিন (৩বছর) মেয়াদের জন্য ব্রেথ অ্যানালাইজার (বিএ) মেশিন এবং লবি ক্রু ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (সিএমএস) কিওস্কের ক্যালিব্রেশন ও রক্ষণাবেক্ষণের বার্ষিক চুক্তি (এএমসি)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২৩,৬১,৫১০.৪০/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৪৭,২০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **৩১-০৮-২০২৬** তারিখ **১১:০০** টায় এবং **খোলার** সময় **১১:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **৩১-০৮-২০২৬** তারিখ **১১:০০** টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনিয়র ডিইই (ওপি), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিসঃ বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড, প্রযত্নে, বাজাজ অটো লিমিটেড কমপ্লেক্স, মুম্বই পুনে রোড, আকুরদি, পুণে ৪১১০৩৫
ব্রাঞ্চ অফিসঃ বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড, ১ম তল, সাহা কমপ্লেক্স, ফালাকাটা মেইন রোড, ধূপগুড়ি ৭৩৫২১০, পশ্চিমবঙ্গ

দাবি নোটিশ

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(২) ধারার অধীনে।
বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী এতদ্দ্বারা সেইসব ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাদের এই নোটিশ প্রদান করছেন, যারা বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড থেকে গৃহীত গৃহঋণ বা সম্পত্তির বিপরীতে নেওয়া ঋণের ক্ষেত্রে তাদের দায়বদ্ধতা পূরণে ব্যর্থ হয়েছেন-অর্থা আসল অর্থ, সুদ এবং তৎসহ উদ্ভূত অন্যান্য চার্জ পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন-এবং যার ফলে উক্ত ঋণগুলো নন-পারফর্মিং অ্যাসেট-এ পরিণত হয়েছে। তদনুসারে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সংশ্লিষ্ট বিধিমালার অধীনে তাদের সর্বশেষ জানা ঠিকানায় নোটিশ পাঠানো হয়েছিল কিন্তু সেগুলো বিতরণ করা সম্ভব হয়নি। এমতাবস্থায়, এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাদের জানানো হচ্ছে যে, তারা যেন বিভিন্ন সময়ে গৃহীত ঋণ সুবিধার আওতায় তাদের বকেয়া পাওনা অর্থ পরিশোধ করেন।

ঋণ হিসাব নং / ঋণগ্রহীতা(গণ)-এর নাম / সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)-এর নাম / জামিনদার(গণ)-এর নাম ও ঠিকানা	যে স্থাবর সম্পত্তি / সম্পদের ওপর জামানত বা বন্ধক কার্যকর করা হবে, তার ঠিকানা	দাবি নোটিশের তারিখ ও টাকার পরিমাণ
P05RPBL4389521 **১. হিউম্যান হেয়ার প্রসেসিং টিএইআর.-এর প্রোপ সেক হাসিবুর** **রেজিস্টার্ড অফিসঃ** পশ্চিম সার্বেরিয়া ভগবানপুর, নারায়নদারি, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ ৭২১৬৫৫ **যোগাযোগঃ** ৬২৯৬৮৩৮১০৪ **ইমেল আইডিঃ** mr.jamal@gmail.com" **এছাড়াও** রেজিস্টার্ড অফিসঃ গ্রাম + মৌজা - কদম্বগাছি, জেএল নং ১৪৩, প্লট নং ১৩, খতিয়ান নং ৪১০৩ কদম্বগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোস্ট- কদম্বগাছি, থানা- বারাসত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, ৭৪৩২৯৪ **২. সেক হাসিবুর জামাল পিতা সেখ সাইজুদ্দিন** **রেজিস্টার্ড অফিসঃ** সর বেরিয়া, নারায়ণদারী, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ ৭২১৬৫৫ **যোগাযোগঃ** ৬২৯৬৮৩৮১০৪ **ইমেল আইডিঃ** mr.jamal@gmail.com **৩. মনিরুল সেখ মাতা সানোয়ারা বিবি** **রেজিস্টার্ড অফিসঃ** সর্ববেরিয়া, নারাযণদারী, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ ৭২১৬৫৫ **যোগাযোগঃ** ৮৩৩৭০১৭৯২৯ **ইমেল আইডিঃ** mr.jamal@gmail.com	গ্রাম ও মৌজা - কদম্বগাছি (জে.এল. নং ১৪৩, প্লট নং ১৩, খতিয়ান নং ৪১০৩)-এর অন্তর্গত সমস্ত জমি ও অংশবিশেষ কদম্বগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাভুক্ত ডাকঘর - কদম্বগাছি, থানা- বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা (পিনঃ ৭৪৩২৯৪) সাথে সাধারণ ব্যবহারের জায়গার আনুপাতিক অংশ (মোট আয়তন ৪.৪৫ ডেসিমেল) সীমানা - পূর্বঃ ১০ ফুট চওড়া রাস্তা পশ্চিমঃ সাব-প্লট নং ২২ উত্তরঃ ১৪ ফুট চওড়া রাস্তা দক্ষিণঃ সাব-প্লট নং ২৪।	**২০.০৭.২০২৬** টাকা ২০১৪৮৬৯.৫/- (কুড়ি লক্ষ চোদ্দ হাজার আটশো উনসত্তর টাকা পাঁচ পয়সা মাত্র)
PV36PBL4381368 **১. মেসার্স মা কল্যাণেশ্বরী হার্ডওয়্যার টিএইচআর.-এর প্রোপ রঞ্জন বোস** **রেজিস্টার্ড অফিসঃ** ডাকবাংলো পাড়া, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৫২১০ **যোগাযোগঃ** ৯৭৭৫৪৪১৫০৭ ইমেল আইডিঃ ranjan7@gmail.com" **এছাড়াও,** রেজিস্টার্ড অফিসঃ মৌজা- বৈরাতিগুড়ি, জেএল নম্বর- ৯৮, খতিয়ান নম্বর- ১৬৯৫ টাকা, এলআর- ৫০০২, প্লট নম্বর- ৯০৭ (আরএস), ১৩৫৫ (এলআর), থানা- ধুপগুড়ি, জেলা- জলপাইগুড়ি, ৭৩৫২১০ **২. রঞ্জন বোস পিতা রঞ্জিত কুমার বোস** **রেজিস্টার্ড অফিসঃ** ডাকবাংলো পাড়া, ধুপগুড়ি, ওয়ার্ড নং ১২, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৫২১০ **যোগাযোগঃ** ৯৭৭৫৪৪১৫০৭ **ইমেইল আইডিঃ** ranjan7@gmail.com" **৩. শিপ্রা সরকার বোস স্বামী রঞ্জন বোস** **রেজিস্টার্ড অফিসঃ** ডাকবাংলো পাড়া, ধুপগুড়ি, ওয়ার্ড নং ১২ জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৫২১০ **যোগাযোগঃ** ৯৭৭৫৪৪১৫০৭ **ইমেল আইডিঃ** ranjan7@gmail.com"	মৌজা- বৈরাতিগুড়ি, জে.এল. নং- ৯৮, খতিয়ান নং- আর.এস. ১৬৯৫ ও এল.আর.- ৫০০২, দাগ নং- ৯০৭ (আর.এস.) ও ১৩৫৫ (এল.আর.), থানা- ধূপগুড়ি, জেলা- জলপাইগুড়ি (পিন- ৭৩৫২১০)-এর অন্তর্গত সম্পূর্ণ জমি ও তার ওপর নির্মিত অংশ এবং সাধারণ ব্যবহারের জায়গার আনুপাতিক অংশ (মোট আয়তন প্রায় ৮৭১ বর্গফুট)। **সীমানা বিবরণ- আইনি নথিপত্র অনুযায়ী-** পূর্বঃ তাপস বসু ও তুষারের জমি পশ্চিমঃ রাস্তা উত্তরঃ সুধীর সরকার ও তপন বসুর জমি দক্ষিণঃ স্বপন বসুর জমি। **সাইট প্ল্যান অনুযায়ী-** পূর্বঃ তাপস বসু ও তুষার বসুর জমি পশ্চিমঃ ৫ ফুট চওড়া রাস্তা উত্তরঃ তপন বসুর জমি দক্ষিণঃ স্বপন বসুর জমি। **সরেজমিন পরিদর্শন অনুযায়ী-** পূর্বঃ তাপস বসু ও তুষার বসুর জমি পশ্চিমঃ ৫ ফুট চওড়া রাস্তা উত্তরঃ তপন বসুর ভবনের সাথে সংলগ্ন দেওয়াল দক্ষিণঃ স্বপন বসুর ভবনের সাথে সংলগ্ন দেওয়াল।	**২০.০৭.২০২৬** টাকা ২০০৭৯৮৩/- (কুড়ি লক্ষ সাত হাজার ন'শো তিরাশি টাকা মাত্র)

নোটিশের বিকল্প জারির অংশ হিসেবে এই পদক্ষেপটি নেওয়া হচ্ছে। উপরে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং/অথবা সহ-ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ এবং তার সাথে প্রযোজ্য ভবিষ্যৎ সুদ পরিশোধ করুন। অন্যথায় (বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেডের হাতে থাকা অন্য কোনো আইনি অধিকার বা প্রতিকারের বিষয়টি ক্ষুণ্ণ না করেই), সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(৪) ধারার বিধান অনুযায়ী জামানতকৃত সম্পদ বা বন্ধকী সম্পত্তির দখল গ্রহণের পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এছাড়া, উপরে উল্লিখিত পক্ষদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, তারা যেন এমন কোনো কাজ না করেন যার ফলে উল্লিখিত সম্পত্তি হস্তান্তর হয় বা তাতে কোনো তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ বা অধিকার তৈরি হয়-যে সম্পত্তিগুলোর ওপর বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেডের চার্জ বা আইনানুগ অধিকার বিদ্যমান রয়েছে।

স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ / তারিখঃ ০৭.০৫.২০২৬

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, বাজার ফাইন্যান্স লিমিটেড

১৮ বছরেই ১৪৬ কিমি গতির ঝড়

বৈভবের ব্যাটে ঝড়, দীপেশের বোলিংয়ে গতির তাণ্ডব ভারতীয় ক্রিকেটের নতুন প্রজন্ম প্রতিশ্রুতিশীল

মুম্বই, ৮ আগস্ট ঃ ভারতীয় ক্রিকেটে প্রতিভার উত্থান নতুন কিছু নয়। বিশেষ করে অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট থেকে প্রতি বছরই একাধিক তরুণ ক্রিকেটার নজর কাড়েন। তাঁদের কেউ ব্যাট হাতে, কেউ আবার বল হাতে ভবিষ্যতের তারকা হয়ে ওঠার ইঙ্গিত দেন। সেই তালিকায় এবার নতুন করে উঠে এল ১৮ বছরের ডানহাতি পেসার দীপেশ দেবেন্দ্রনের নাম। ঘণ্টায় ১৪৬ কিলোমিটার গতিতে বল করে ইতিমধ্যেই আলোচনার কেন্দ্রে চলে এসেছেন তিনি।ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্য নিয়ে আশাবাদী হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত ছ'বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত, যা সর্বোচ্চ। সাম্প্রতিক যুব বিশ্বকাপেও ইংল্যান্ডকে ১০০ রানে হারিয়ে ট্রফি জিতেছে ভারতীয় দল। সেই ফাইনালে ব্যাট হাতে ঝড় তুলে ৮০ বলে ১৭৫ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলেছিলেন বৈভব সূর্যবংশী। তাঁর সেই পারফরম্যান্সের পর থেকেই ভারতীয় ক্রিকেটে তাঁকে ঘিরে প্রত্যাশা বেড়েছে। তবে বৈভব একা নন। একই প্রতিযোগিতায় আয়ুষ মাত্রে, হেনিল প্যাটেল, আরএস অম্বরীশের মতো তরুণ

ক্রিকেটাররাও নজর কেড়েছিলেন। সেই তালিকাতেই ছিলেন দীপেশ দেবেন্দ্রন। ফাইনালে রান খরচ হলেও গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দু'টি উইকেট তুলে নিয়েছিলেন তিনি। বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পরও তাঁর পারফরম্যান্সের ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে। বর্তমানে তামিলনাড়ু প্রিমিয়ার লিগে মাদুরাই প্যান্থার্সের হয়ে খেলছেন দীপেশ। বুধবার ত্রিচি গ্র্যান্ড চোলাসের বিরুদ্ধে ম্যাচেই তাঁর গতির ঝলক দেখা যায়। ঘণ্টায় ১৪৬ কিলোমিটার গতিতে বল করে ব্যাটারদের চমকে দেন ১৮ বছরের এই পেসার। শুধু একটি বলেই নয়, গোটা ম্যাচেই তাঁর বোলিংয়ের গতি ছিল ঘণ্টায় প্রায় ১৪০ কিলোমিটারের আশপাশে। তরুণ বয়সে এমন গতি তাঁকে ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম নজরকাড়া পেস-প্রতিভা হিসেবে সামনে এনে দিয়েছে। দীপেশের ক্রিকেটের সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্কও রয়েছে। তাঁর বাবা তামিলনাড়ুর হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেছেন। ফলে ছোটবেলা থেকেই ক্রিকেটের পরিবেশের মধ্যে বেড়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছেন তিনি। বাবার অভিজ্ঞতা এবং নিজের প্রতিভাকে কাজে লাগিয়েই ধীরে ধীরে এগোচ্ছেন তরুণ পেসার। অন্যদিকে, ভারতীয় ক্রিকেটের আর এক তরুণ মুখ বৈভব সূর্যবংশীও ইতিমধ্যেই সিনিয়র স্তরে নিজের ছাপ ফেলতে শুরু করেছেন। তাঁর ব্যাটিং প্রতিভা নিয়ে বড় ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন ইংল্যান্ডের তারকা জস বাটলার। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সর্বাধিক রানের রেকর্ড নিজের দখলে নেওয়ার পর বাটলার মনে করছেন, ভবিষ্যতে তাঁর রেকর্ড ভেঙে দিতে পারেন বৈভব। বুধবার দ্য হান্ড্রেডে ম্যাঞ্চেস্টার সুপার জায়ান্টসের হয়ে ওয়েলশ ফায়ারের বিরুদ্ধে মাত্র ২০ বলে অপরাজিত ৫১ রান করেন বাটলার। তাঁর ইনিংসে ছিল দু'টি চার ও ছ'টি ছক্কা। স্ট্রাইক রেট ছিল ২৫০। এই ইনিংসের সুবাদে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকের তালিকায় শীর্ষে উঠে আসেন তিনি। বাটলারের সংগ্রহ ১৪,৮৩৩ রান। রয়েছে ন'টি সেঞ্চুরি ও ১০৫টি হাফসেঞ্চুরি। রেকর্ড ভাঙার সম্ভাব্য দাবিদার হিসেবে বৈভবের নাম উল্লেখ করে বাটলার বলেন, ভবিষ্যতে কেউ না কেউ তাঁর রেকর্ড টপকাবেন এবং সেই ক্রিকেটার বৈভব সূর্যবংশীও হতে পারেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সেই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি তে নিজের প্রতিভার প্রমাণ দিয়েছেন বৈভব। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের সিরিজে করেছেন ১৫১ রান এবং সিরিজসেরার পুরস্কারও পেয়েছেন। তার আগে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ৪৩৯ রান করে হয়েছিলেন প্রতিযোগিতার সেরা ক্রিকেটার। একদিকে বৈভবের ব্যাটে ঝড়, অন্যদিকে দীপেশের বোলিংয়ে গতির তাণ্ডব-ভারতীয় ক্রিকেটের নতুন প্রজন্ম যে কতটা প্রতিশ্রুতিশীল, এই দুই তরুণই তার বড় উদাহরণ। এখন তাঁদের সামনে চ্যালেঞ্জ হল ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ধাপে ধাপে সিনিয়র ক্রিকেটের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছনো।

দাপুটে জয়ে নকআউটের দোরগোড়ায় ইস্টবেঙ্গল

সাউথ ইউনাইটেডকে ৫-০ উড়িয়ে আত্মবিশ্বাসে টগবগ লাল-হলুদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৮ আগস্ট ঃ ডুরান্ড কাপের গ্রুপ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে একতরফা ফুটবলের প্রদর্শনী করল ইস্টবেঙ্গল। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত

ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রেখে সাউথ ইউনাইটেডকে ৫-০ গোলে পরাজিত করল লাল-হলুদ শিবির। আক্রমণাত্মক ফুটবল, বল দখলে একচ্ছত্র আধিপত্য এবং ধারাবাহিক গোলের সুযোগ তৈরির মাধ্যমে আন্তোনিও হাবাসের দল স্পষ্ট বার্তা দিল, তারা নকআউট পর্বে যাওয়ার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। এই জয়ের ফলে ডুরান্ড কাপের পরের পর্বে ওঠার সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল হল ইস্টবেঙ্গলের। পাশাপাশি আসন্ন এএফসি প্রতিযোগিতার আগে এই বড় জয় দলের আত্মবিশ্বাসও অনেকটাই বাড়িয়ে দিল। ম্যাচের শুরু থেকেই প্রতিপক্ষকে কোনও সুযোগ দেয়নি ইস্টবেঙ্গল। রেফারির প্রথম বাঁশি বাজার পর থেকেই আক্রমণের ঝড় তোলে লাল-হলুদ ফুটবলাররা। মাত্র দ্বিতীয় মিনিটেই টানা দুটি গোলের সুযোগ তৈরি হয়। যদিও প্রথমদিকে গোল আসেনি, কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণের তীব্রতা বুঝিয়ে দিয়েছিল ম্যাচ কোন দিকে এগোতে চলেছে। সেই চাপেরই ফল আসে সপ্তম মিনিটে। রশিদের নিখুঁত পাস থেকে বক্সের বাইরে বল পেয়ে দুর্দান্ত দূরপাল্লার শটে গোল করেন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার দানি রামিরেজ। তাঁর শক্তিশালী শট সাউথ ইউনাইটেডের গোলরক্ষককে পরাস্ত করে জালে জড়িয়ে যায়। এই গোলের পর আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে ইস্টবেঙ্গল। মাঝমাঠ থেকে আক্রমণভাগ পর্যন্ত দ্রুত পাসিং, উইং ব্যবহার এবং নিরন্তর প্রেসিংয়ে বারবার চাপে পড়তে থাকে সাউথ ইউনাইটেডের রক্ষণভাগ। প্রথম গোলের পর জেসিন টিকে, দানি রামিরেজ, বিষ্ণু এবং রশিদ একের পর এক আক্রমণ গড়ে তোলেন। ২৪ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে ইস্টবেঙ্গল। দানির নেওয়া কর্নার থেকে এডমুন্ডের চমৎকার ফ্লিক হেড পৌঁছে যায় রশিদের সামনে। সুযোগ হাতছাড়া না করে হেডে বল জালে পাঠিয়ে দলকে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন তিনি। এর কয়েক মিনিট পরই তৃতীয় গোলের সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন পি ভি বিষ্ণু। গোলরক্ষকের মুখোমুখি হয়েও তিনি বল জালে জড়াতে ব্যর্থ হন। সুযোগ নষ্ট হলেও ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি ইস্টবেঙ্গলের কাছেই ছিল। প্রথমার্ধে বল দখলের পরিসংখ্যানই সেই আধিপত্যের প্রমাণ দেয়। প্রায় ৮৬ শতাংশ সময় বল নিজেদের দখলে রেখেছিল লাল-হলুদ শিবির। শুধু তাই নয়, প্রথম ৪৫ মিনিটেই প্রতিপক্ষের গোলমুখে ২১টি শট নেয় তারা, যা ম্যাচে তাদের আক্রমণাত্মক মানসিকতার স্পষ্ট প্রতিফলন। দ্বিতীয়ার্ধেও খেলার চিত্রে কোনও পরিবর্তন দেখা যায়নি। যদিও ৫৪ মিনিটে সাউথ ইউনাইটেডের আলতাব হোসেন দূরপাল্লার একটি শট নেন, তবে তা লক্ষ্যে না থাকায় স্বস্তি পায় ইস্টবেঙ্গল। এরপর আবারও আক্রমণে ফেরে হাবাসের দল। ৬৮ মিনিটে জেসিন টিকে আরেকটি নিশ্চিত গোলের সুযোগ নষ্ট করেন। তবে সেই ব্যর্থতা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ৭৩ মিনিটে দূরপাল্লার দুর্দান্ত শটে ইস্টবেঙ্গলের তৃতীয় গোলটি করেন হার্দিক ভাট। তাঁর জোরালো শট গোলরক্ষকের হাতে লেগেও জালে ঢুকে যায়। এই গোলের পর ম্যাচ কার্যত ইস্টবেঙ্গলের মুঠোয় চলে আসে। চতুর্থ গোল আসে ৮১ মিনিটে। ইকোনোমিডিসের বাড়ানো বল প্রতিপক্ষের এক ডিফেন্ডারের মাথায় লেগে পৌঁছে যায় বিপিন সিংয়ের কাছে। সুযোগ বুঝে নিখুঁত হেডে বল জালে পাঠিয়ে ব্যবধান ৪-০ করেন তিনি। ম্যাচের শেষদিকে সাউথ ইউনাইটেডের রক্ষণভাগের ভুলের সুযোগ কাজে লাগান ডেভিড লালহানসাঙ্গা। প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডারের কাছ থেকে বল কেড়ে নিয়ে বক্সের ভিতরে প্রবেশ করেন তিনি এবং শক্তিশালী শটে গোল করে ৫-০ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করেন। পুরো ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলারদের মধ্যে সমন্বয়, দ্রুত পাসিং, আক্রমণে বৈচিত্র্য এবং রক্ষণে শৃঙ্খলা ছিল চোখে পড়ার মতো। মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে উইং দিয়ে আক্রমণ, কর্নার এবং দূরপাল্লার শট-সব বিভাগেই প্রতিপক্ষের তুলনায় অনেক এগিয়ে ছিল লাল-হলুদ। উল্লেখযোগ্য বিষয়, গ্রুপ পর্বে সাউথ ইউনাইটেড আগের ম্যাচে মোহনবাগানের কাছে ৮-০ গোলে হেরেছিল। সেই কারণে ইস্টবেঙ্গল কত বড় ব্যবধানে জিততে পারে, তা নিয়েও কৌতূহল ছিল সমর্থকদের মধ্যে। যদিও আট গোলের রেকর্ড স্পর্শ করা সম্ভব হয়নি, তবে পাঁচ গোলের দাপুটে জয় দলের শক্তি ও আত্মবিশ্বাসের প্রমাণ দিয়েছে। এই জয়ের ফলে ডুরান্ড কাপের নকআউট পর্বে পৌঁছানোর পথে অনেকটাই এগিয়ে গেল ইস্টবেঙ্গল। একই সঙ্গে সামনে এএফসি প্রতিযোগিতার আগে এই পারফরম্যান্স কোচ আন্তোনিও হাবাস এবং সমর্থকদের জন্য নিঃসন্দেহে ইতিবাচক বার্তা। ধারাবাহিকভাবে এমন ফুটবল ধরে রাখতে পারলে আসন্ন বড় চ্যালেঞ্জগুলিতেও লাল-হলুদ দল যে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নামবে, তা বলাই যায়।

নিরাপত্তার আশ্বাস পেলেই দেশে ফিরবেন শাকিব

লক্ষ্য ২০২৭ বিশ্বকাপ শেখ হাসিনার মন্তব্যেও জোর আলোচনা

ঢাকা, ৮ আগস্ট ঃ বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার ও প্রাক্তন অধিনায়ক শাকিব আল হাসান ফের একবার দেশের রাজনৈতিক ও ক্রীড়া মহলে আলোচনার কেন্দ্রে। দীর্ঘদিন দেশের বাইরে থাকার পর তিনি জানিয়েছেন, উপযুক্ত নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পেলে বাংলাদেশে ফিরতে প্রস্তুত তিনি। শুধু দেশে ফেরা নয়, তাঁর লক্ষ্য আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের হয়ে আবার মাঠে নামা এবং ২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপে দেশের জার্সি গায়ে প্রতিনিধিত্ব করা। পাশাপাশি, তাঁর বিরুদ্ধে থাকা বিভিন্ন মামলার আইনি প্রক্রিয়ারও মুখোমুখি হতে আপত্তি নেই বলেই জানিয়েছেন অভিজ্ঞ এই ক্রিকেটার। এক সাক্ষাৎকারে শাকিব বলেন, তিনি কোনও অপরাধ করেননি বলে বিশ্বাস করেন। সেই কারণেই দেশে ফিরে আদালতের সামনে দাঁড়াতে এবং আইন অনুযায়ী বিচার প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে তাঁর কোনও আপত্তি নেই। তবে দেশে ফেরার আগে সরকারের কাছ থেকে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার স্পষ্ট নিশ্চয়তা চান তিনি। তাঁর বক্তব্য, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হলে তিনি স্বেচ্ছায় দেশে ফিরবেন এবং আইনি প্রক্রিয়ার প্রতি পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। বর্তমানে শাকিব শ্রীলঙ্কায় একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি লিগে খেলছেন। একই সঙ্গে তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে এখনও অবসর নেননি। তাঁর ইচ্ছা, দেশে ফিরে একটি বিদায়ী আন্তর্জাতিক সিরিজ খেলবেন এবং এরপর ২০২৭ সালের আইসিসি একদিনের বিশ্বকাপে বাংলাদেশের হয়ে শেষবারের মতো মাঠে নামার চেষ্টা করবেন। শাকিবের রাজনৈতিক পরিচয়ও তাঁর বর্তমান পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে। তিনি বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের হয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০২৪ সালের আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের জেরে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর থেকে তিনি আর বাংলাদেশে ফেরেননি। সেই সময় তিনি যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছিলেন এবং এরপর বিদেশেই থেকে যান। সম্প্রতি নয়াদিল্লি থেকে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন শেখ হাসিনা। সেই সংবাদ সম্মেলনে অংশ নেন শাকিবও। এরপরই বাংলাদেশের মাগুরায় তাঁর ফাঁকা বাড়িতে হামলা ও আগুন লাগানোর চেষ্টার খবর সামনে আসে। এই ঘটনাকে ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হলেও শাকিব জানিয়েছেন, তিনি সংবাদ সম্মেলনে শুধুমাত্র বাংলাদেশের শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়নের কথা বলেছেন। তাই নিজের বক্তব্য নিয়ে তাঁর কোনও অনুশোচনা নেই। দেশে ফেরার প্রসঙ্গে শাকিব বলেন, সরকার যদি আমার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়, তাহলে আমি খুশি মনে দেশে ফিরব। আদালতে যেতে হলে যাব, আইনের যা যা প্রক্রিয়া রয়েছে, সবকিছুরই মুখোমুখি হব। কারণ আমি বিশ্বাস করি, আমি কোনও অন্যায় করিনি। সাম্প্রতিক সময়ে শেখ হাসিনাও জানিয়েছেন, তিনি আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশে ফিরতে চান এবং দেশে ফিরে আদালতে আত্মসমর্পণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। এই প্রসঙ্গে শাকিব বলেন, তাঁর ইচ্ছা যত দ্রুত সম্ভব দেশে ফেরা। তবে যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে শেখ হাসিনার সঙ্গে একই সময়ে দেশে ফেরার বিষয়টিও তিনি বিবেচনা করবেন। শেখ হাসিনা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে শাকিব বলেন, ক্যাপ্টেন যা বলেন, আমরা সেটাই অনুসরণ করি। আমার বিশ্বাস, তিনি এবং দলের নেতৃত্ব দেশের জন্য সঠিক সিদ্ধান্তই নেবেন। আমরা সেই সিদ্ধান্তকেই সম্মান জানাব। তাঁর এই মন্তব্যও রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। এদিকে শাকিব আরও জানান, অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে তাঁর আইনজীবীদের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কাছে তাঁর ভাষায় বানোয়াট মামলাগুলি প্রত্যাহারের আবেদন করা হয়েছিল। তবে সেই আবেদনের বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি উত্তর পাওয়া যায়নি বলে দাবি করেছেন তিনি। সাক্ষাৎকারে শাকিব আরও জানান, দেশে ফেরার বিষয়টি নিয়ে তিনি বর্তমান সরকারের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গেও আলোচনা করতে আগ্রহী। তাঁর আশা, আলোচনার মাধ্যমে এমন একটি পরিবেশ তৈরি হবে, যেখানে তিনি নিরাপদে দেশে ফিরে আইনি প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন এবং আবারও ক্রিকেটে মনোনিবেশ করতে পারবেন। অন্যদিকে, জানা গিয়েছে, শাকিবের এই মন্তব্য সম্পর্কে বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ফলে তাঁর দেশে ফেরা, নিরাপত্তার বিষয়টি এবং ভবিষ্যৎ ক্রিকেট কেরিয়ার-সবকিছুই আপাতত অনিশ্চয়তার মধ্যেই রয়েছে। রাজনীতি ও ক্রিকেট-দুই ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ পরিচিতি থাকা শাকিব আল হাসানের ভবিষ্যৎ এখন অনেকটাই নির্ভর করছে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি এবং সরকারের অবস্থানের উপর।

শেষ মুহূর্তের ধাক্কায় ভবানীপুরের কাছে হার মোহনবাগানের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৮ আগস্ট ঃ ঘরোয়া লিগে মোহনবাগানের হতাশা যেন কাটছেই না। কাস্টমসের বিরুদ্ধে অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের পর এবার ভবানীপুরের কাছেও ২-১ গোলে হার মানতে হল সবুজ-মেরুন শিবিরকে। শুক্রবারের এই হারের ফলে টানা দ্বিতীয় ম্যাচে পরাজয়ের স্বাদ পেল মোহনবাগান, আর সেই সঙ্গে সুপার সিক্সে ওঠার সম্ভাবনাও আরও কঠিন হয়ে পড়ল। অন্যদিকে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে গুরুত্বপূর্ণ তিন পয়েন্ট তুলে নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষস্থান দখল করল ভবানীপুর। ম্যাচের আগে দুই দলের পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। ভবানীপুর ইতিমধ্যেই ধারাবাহিক ভালো ফল করে আত্মবিশ্বাসী অবস্থায় ছিল। পাঁচ ম্যাচে তিনটি জয়, একটি ড্র এবং একটি হার নিয়ে তারা লিগের ওপরের সারিতেই অবস্থান করছিল। যদিও পারফরম্যান্সে ধারাবাহিকতা নিয়ে কিছু প্রশ্ন ছিল, তবুও দলের আক্রমণভাগ ছিল যথেষ্ট কার্যকর। অন্যদিকে মোহনবাগান কাস্টমসের বিরুদ্ধে হারের পর ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে মাঠে নামে। সিনিয়র দলের একাধিক পরিচিত মুখ দলে থাকলেও প্রত্যাশা পূরণ করতে ব্যর্থ হয় সবুজ-মেরুন। খেলার শুরু থেকেই ভবানীপুর আত্মবিশ্বাসী ফুটবল খেলতে থাকে। বিশেষ করে আক্রমণভাগে সাহিল হরিজন ও জিতেন মুর্মুর গতি এবং সমন্বয় বারবার সমস্যায় ফেলে মোহনবাগানের রক্ষণকে। ম্যাচের অষ্টম মিনিটেই বাঁ দিক দিয়ে দ্রুত আক্রমণ গড়ে তুলে ভবানীপুর প্রথম সতর্কবার্তা দেয়। যদিও সেই যাত্রায় কোনও রকমে বিপদ সামাল দেন বাগানের ডিফেন্ডাররা। ১২ মিনিটে জিতেন মুর্মুর দূরপাল্লার শক্তিশালী শট দারুণ দক্ষতায় বাঁচিয়ে দেন মোহনবাগানের গোলরক্ষক দীপ্রভাত ঘোষ। সেই মুহূর্ত থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে ম্যাচের ছন্দ অনেকটাই ভবানীপুরের দখলে। বলের নিয়ন্ত্রণ, মাঝমাঠের লড়াই এবং আক্রমণ গঠনে প্রতিপক্ষের তুলনায় অনেক বেশি সংগঠিত ফুটবল খেলছিল তারা। মোহনবাগান প্রথমার্ধে কয়েকটি সুযোগ তৈরি করলেও সেগুলি কাজে লাগাতে পারেনি। ১৯ মিনিটে সবুজ-মেরুন একটি গোল করলেও অফসাইডের কারণে তা বাতিল হয়ে যায়। চার মিনিট পরই পাল্টা আক্রমণে ভবানীপুর আবারও গোলের কাছাকাছি পৌঁছে যায়, কিন্তু দীপ্রভাতের দুরন্ত সেভে রক্ষা পায় মোহনবাগান। ২৭ মিনিটে সুহেল ভাটকে বক্সের মধ্যে আটকে দেন ভবানীপুরের এক ডিফেন্ডার। এরপর ৩৫ মিনিটে কিয়ান নাসিরির জোরালো শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে। প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে নাসিরির নেওয়া ফ্রিকিকও দারুণ দক্ষতায় ফিস্ট করে বিপদমুক্ত করেন ভবানীপুরের গোলরক্ষক আদিত্য পাত্র, যিনি আগে ইস্টবেঙ্গলের জার্সিতেও খেলেছেন। প্রথম ৪৫ মিনিটে মোহনবাগানের খেলায় ধার ও পরিকল্পনার অভাব স্পষ্ট ছিল। দ্বিতীয়ার্ধেও ম্যাচের ছবিতে তেমন কোনও পরিবর্তন আসেনি। ভবানীপুর আক্রমণের ধার বজায় রাখে এবং সুযোগ তৈরি করতে থাকে। ৭০ মিনিটে তাদের একটি বিপজ্জনক ফ্রিকিক আবারও দারুণভাবে রুখে দেন দীপ্রভাত ঘোষ। কয়েক মিনিট পর আরেকটি আক্রমণে গোলরক্ষক বল ফিস্ট করতে এগিয়ে এলেও পুরোপুরি সফল হননি। শেষ পর্যন্ত ডিফেন্ডাররা বিপদ কাটিয়ে দেন। তবে দীর্ঘ সময় ধরে চাপ তৈরি করার পুরস্কার পেতে খুব বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি ভবানীপুরকে। ৮০ মিনিটে দুই ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে বাঁ পায়ের দুর্দান্ত ইনস্টেপ শটে গোল করেন সাহিল হরিজন। তাঁর নিখুঁত ফিনিশিংয়ে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ভবানীপুর। গোল করার পর গ্যালারিতে উপস্থিত বাবার সঙ্গে তাঁর আবেগঘন উদযাপন ম্যাচের অন্যতম আকর্ষণ হয়ে ওঠে।

মেসিকে টার্গেট করে হামলার ছক! স্টেডিয়ামে বোমা ও অস্ত্র নিয়ে ঢোকার হুমকি, কড়া নিরাপত্তায় রক্ষা বিশ্বকাপ

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে বড় মঞ্চকে ঘিরে উঠে এসেছে এক উদ্বেগজনক তথ্য। আন্তর্জাতিক তদন্তকারী সংস্থার প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, প্রতিযোগিতা চলাকালীন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক লিওনেল মেসিকে লক্ষ্য করে সম্ভাব্য জঙ্গি হামলার একাধিক হুমকি পাওয়া গিয়েছিল। শুধু মেসিই নন, পর্তুগালের তারকা ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো এবং ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপেকেও বিভিন্ন ধরনের নিরাপত্তা ঝুঁকি ও অনলাইন হুমকির মুখে পড়তে হয়েছিল। তবে দ্রুত পদক্ষেপ এবং কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার ফলে কোনও বড় ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, মার্কিন তদন্তকারী সংস্থা এফবিআই এবং ইন্টারন্যাশনাল পুলিশ কোঅপারেশন সেন্টারের যৌথ তথ্য বিশ্লেষণে এই হুমকিগুলির উল্লেখ রয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, বিশ্বকাপ চলাকালীন বিভিন্ন ম্যাচকে কেন্দ্র করে একাধিক ভুয়ো ও সম্ভাব্য বাস্তব হুমকি সামনে আসে। প্রতিটি ঘটনাকেই গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত চালানো হয় এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাও সেই অনুযায়ী জোরদার করা হয়। রিপোর্ট অনুযায়ী, ৭ জুলাই আটলাঃটায় অনুষ্ঠিত আর্জেঃটিনা বনাম মিশর ম্যাচের আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে

এক ব্যক্তি লিখেছিল যে, সে শরীরে চারটি বোমা বেঁধে স্টেডিয়ামে প্রবেশ করে লিওনেল মেসিকে হত্যা করবে। পোস্টটি নজরে আসার পরই নিরাপত্তা সংস্থাগুলি বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত শুরু করে। হুমকিদাতার পরিচয় এবং বার্তার সত্যতা যাচাইয়ের পাশাপাশি স্টেডিয়ামের নিরাপত্তা আরও বাড়ানো হয়। একই দিনে ডালাস বিমানবন্দরে একটি ফোনকল আসে, যেখানে এক ব্যক্তি দাবি করে যে, সে এবং তার দুই সহযোগী ঘরে তৈরি বিস্ফোরক ও একটি এআর-১৫ রাইফেল নিয়ে স্টেডিয়ামের দিকে রওনা দিয়েছে। ফোনে আরও বলা হয়, তাদের লক্ষ্য পুলিশ সদস্যদের পাশাপাশি মাঠে থাকা দুই দলের ফুটবলারদের উপর হামলা চালানো। প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, ওই হুমকির বার্তায় লিওনেল মেসির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল, যা নিরাপত্তা সংস্থার উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে দেয়। এর কিছুক্ষণ পর আরেকটি ফোনকল আসে, যাতে দাবি করা হয় যে স্টেডিয়ামের আবর্জনার বাক্সে তিনটি বোমা রাখা হয়েছে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয়কারী দল, বোমা বিশেষজ্ঞ এবং প্রশিক্ষিত কুকুর নিয়ে গোটা স্টেডিয়াম ও আশপাশের এলাকা তল্লাশি চালানো হয়। নিরাপত্তা বাহিনী সম্ভাব্য সব ঝুঁকি খতিয়ে দেখে এবং দর্শকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পরই ম্যাচ সংক্রান্ত কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখা হয়। প্রতিবেদনে আরও দাবি করা হয়েছে, গোটা টুর্নামেন্টে সবচেয়ে বেশি প্রাণনাশের হুমকি পেয়েছিলেন লিওনেল মেসি। বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম জনপ্রিয় মুখ হওয়ায় তাঁকে ঘিরে নিরাপত্তা সংস্থাগুলিকে বিশেষ সতর্ক থাকতে হয়েছিল। তবে সব হুমকিই যে বাস্তব ছিল, এমনটি তদন্তে নিশ্চিতভাবে বলা হয়নি। নিরাপত্তা প্রোটোকল অনুযায়ী প্রতিটি বার্তাকেই সম্ভাব্য ঝুঁকি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল।অন্যদিকে, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ক্ষেত্রেও একাধিক নিরাপত্তাজনিত ঘটনা সামনে আসে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হিউস্টনে তিনি যে হোটেলে অবস্থান করছিলেন, তার আশপাশে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছিলেন এক ব্যক্তি। নিরাপত্তা কর্মীদের নজরে আসার পর পুলিশ তাঁকে আটক করে। পরে টরন্টোতেও আরেক ব্যক্তি রোনাল্ডোর কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি জানান, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র রোনাল্ডোর সঙ্গে একটি সেলফি তোলা। যদিও ঘটনাটি গুরুতর আকার ধারণ করেনি, তবুও নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কঠোর করা হয়।শুধু মাঠের বাইরের নিরাপত্তা নয়, অনলাইনেও একাধিক তারকা ফুটবলারকে লক্ষ্য করে বিদ্বেষমূলক প্রচার চালানো হয়। ফ্রান্সের অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বর্ণবিদ্বেষমূলক মন্তব্য ও হুমকির শিকার হন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি প্যারাগুয়েতে তাঁর প্রতিকৃতি-সংবলিত একটি পুতুলে আগুন লাগিয়ে সেই ভিডিও অনলাইনে ছড়িয়ে দেওয়ার ঘটনাও তদন্তকারীদের নজরে আসে।হুমকির তালিকায় ছিলেন ম্যাচ কর্মকর্তারাও। আর্জেন্টিনা-মিশর ম্যাচের রেফারি ফ্রাঁসোয়া লেতেক্সিয়ে হোয়াটসঅ্যাপে ছয় হাজারেরও বেশি হুমকির বার্তা পান বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে।

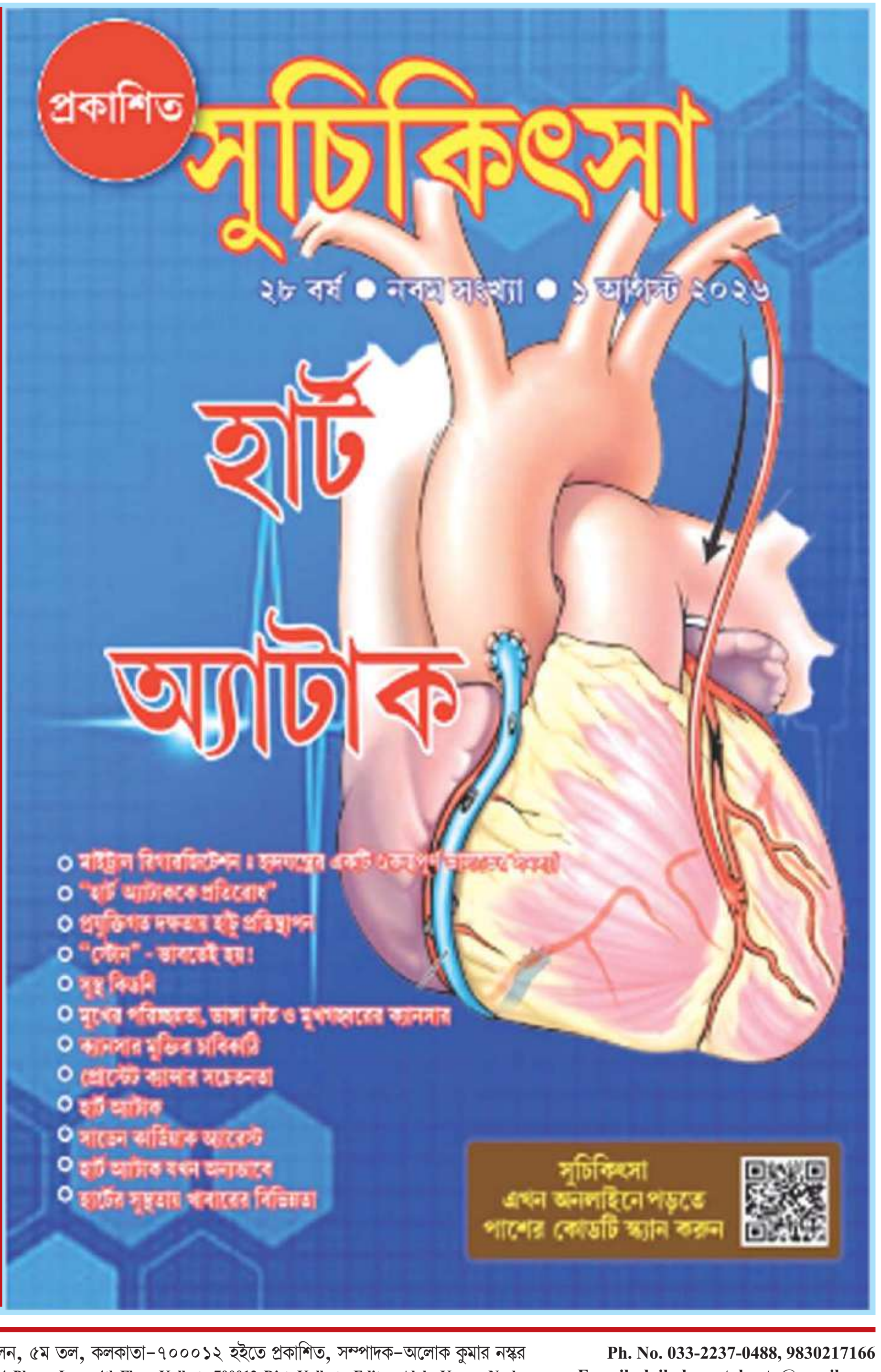

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com